আচার্য্যের উপদেশ।

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন

প্রদত্ত।

চতুর্থ খণ্ড

দ্বিতীয় সংস্করণ।

৪৮৮৭

কলিকাতা

৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট,

"মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে",

কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটির জন্য

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৩৬ শক।

[All rights Reserved]

মূল্য ৷৹ আনা।

সূচীপত্র।

আচার্য্যের উপদেশ

সংসার বিদ্যালয়।

রবিবার, ২৩শে কার্ত্তিক, ১৭৯৬ শক।

ক্ষুদ্র বীজের ভিতর প্রকাণ্ড বৃক্ষ। পঙ্কের মধ্যে সুন্দর পদ্মের উৎপত্তি। এ সকল ব্যাপার দেখিলে মনুষ্য যত কেন ক্ষুদ্র ও জঘন্য হউক না তাহাকে ঘৃণা করা যায় না। কে বলিতে পারে এখন যাহাকে সামান্য, অপদার্থ বলিয়া ঘৃণা করিতেছি তাহা দ্বারা সমস্ত জগতের পরিত্রাণের জন্য কোন মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন না হইবে ? অতএব যথার্থতঃ অসার, জঘন্য অথবা সামান্য কি তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে হইবে। কেন না এই আমরা দেখিলাম যাহা বাহিরে দেখিতে অসার, এবং অতি সামান্য তাহা হইতেই সার এবং মহাব্যাপার সকল সম্পন্ন হয়। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা কখনও ঐ সকল সামগ্রীকে তুচ্ছ করেন না। তাঁহারা জানেন, ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ সকল বস্তুকে ঘৃণা করিলে পরলোকের পথে কণ্টক রোপণ করা হয়। আমরা দেখিতে পাই, যিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিতে তৎপর হন তিনি সংসারকে অসার মনে করেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মগণ, সে বস্তু কি যাহা তোমরা সংসার বলিয়া ঘৃণা করিতেছ, এবং যাহা অসার ছায়া মনে করিয়া সর্ব্বদাই দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেছ ? পৃথিবীতে

এমন শাস্ত্র নাই, যাহা সংসারকে অসার বলিয়া উপদেশ না দেয়, কিন্তু সে সংসার কি? যাহা আমরা দেখি, শুনি, স্পর্শ করি, তাহাই কি সংসার, পাপ, অধর্ম্ম, অথবা বিষ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? এ প্রকার যাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন তাঁহারা যথার্থ জ্ঞানবান্ বলিয়া জগতে সমাদৃত হইতে পারেন না। যাহা অস্থায়ী তাহাকে স্থায়ী জ্ঞান করিয়া তাহার উপরে যে প্রেম স্থাপন তাহাই অসার। যাহা চিরকাল থাকিবে না, তাহার উপর হৃদয়ের সমুদায় অনুরাগ স্থাপন করাই অসারতা। যাঁহারা যথার্থ ঈশ্বরের ধর্ম্মোপদেষ্টা তাঁহারা কখনই জগৎকে অধর্ম্মের ব্যাপার বলেন না; কিন্তু জগতের সঙ্গে যেন আমাদের চিরস্থায়ী সম্পর্ক রহিয়াছে, এই ভ্রম হইতে যে পাপ উৎপন্ন হয়, তাঁহারা চিরকাল ইহারই প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন। সংসারের সামগ্রী সকল ঘৃণা করা দূরে থাকুক, যিনি যথার্থ তত্ত্বদর্শী তিনি সংসারকে ধর্ম্ম শিক্ষার একটী প্রধান বিদ্যালয় বলিয়া গ্রহণ করেন এবং তন্মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া জীবন সার্থক করেন। সংসারেই আমরা জন্মিয়াছি, সংসারেই আমরা বাস করিতেছি, স্বর্গরাজ্যে আমরা জন্মি নাই, স্বর্গরাজ্যে আমরা বাস করি না। আমরা সংসার দেখি, সংসার শুনি, সংসার স্পর্শ করি, সংসার ভোগ করি। জীবনের অধিকাংশ সংসারের অনুসরণ করিয়াই গত হইতেছে। অধার্ম্মিকদিগের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছি না; বিষয়ীদিগের কথাও বলিতেছি না; কিন্তু বিশ্বাসীরা, ব্রাহ্মেরা, কিরূপে সংসারে বিচরণ করেন তাহাই বলিতেছি। সকলেই সংসারে আছি, সংসারের মনুষ্যদিগের সহিত আলাপ করিতেছি, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি সংসারের বস্তু সকল দ্বারা সর্ব্বদাই পরিবেষ্টিত

রহিয়াছি। চারিদিকে সংসার আমাদের নয়ন মন আকর্ষণ করিতেছে। এই সংসারের ভিতর রহিয়াছি কিসের জন্য? পাপ করিবার জন্য নহে; কিন্তু ধর্ম্ম সাধন করিবার জন্য। কে বলে সংসার পাপের আলয়? সংসার আমাদের ধর্ম্মক্ষেত্র। ঈশ্বর আমাদিগকে এ সংসারে জন্মদান করিলেন, তিনিই মাতৃগর্ভে আমাদিগকে সৃজন করিয়া এই সংসারে আনিলেন। আমাদের এ জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অথবা ইহার আদি বর্ণ ও শেষ বর্ণ এই সংসার। সংসারের বস্তু সকল ভোগ করি, সংসারের পুষ্পের সৌরভ লইয়া হৃদয়কে আমোদিত করি। সংসারের মনুষ্যের সঙ্গে আলাপ করি। আমাদের প্রায় সমুদায় কার্য্যের সঙ্গেই সংসারের যোগ রহিয়াছে। কিন্তু সাংসারিক কার্য্য হইতে যে ফল উৎপন্ন হয় তাহা সংসারের অতীত। যখন পুষ্পের লাবণ্য দেখিয়া তাহার নির্ম্মাতার অরূপরূপমাধুরী স্মরণ হইল, যখন পুষ্পের সৌরভ গ্রহণ করিতে করিতে ঈশ্বরের প্রেমে হৃদয় বিগলিত হইল, তখন পুষ্পের সঙ্গে আর সম্পর্ক কি? ধন হস্তগত হইল, সে অনিত্য বস্তু হৃদয়ের ভিতরে যাহা দিয়া গেল তাহা বিনাশ করে কে? অস্থায়ী বস্তু দ্বারা পরলোকের স্থায়ী সম্বল করিয়া লইলাম। নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সহস্র লোকের উপকার করিলাম। সে সমুদায় লোকের সঙ্গে হয়ত কোন সম্পর্ক রহিল না; কিন্তু তাহার ফলত অসার নহে। কথা কহিলাম, কথার উৎপত্তি কোথায়? জিহ্বা। জিহ্বা শব্দ উচ্চারণ করিল, বায়ুতে আঘাত লাগিল, সেই বায়ু লোকের কর্ণে প্রবেশ করিল। শ্রোতা হয়ত পাপী, কুসংস্কারাবিষ্ট; কিন্তু আচার্য্যের কথা বজ্রধ্বনির ন্যায় তাহাকে জাগাইল। কথা কি? বায়ু। বায়ু কি?

অসার বস্তু। কিন্তু সেই অসার পদার্থ পাপীর জীবনে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল। আরত কেহ সে কথা শুনিল না, যিনি সেই কথা বলিলেন তিনিও চলিয়া গেলেন; কিন্তু সেই কথার ফল চিরস্থায়ী হইল। একদিন ঘোর অন্ধকার মধ্যে পাপী জাগিয়া উঠিল, চারিদিক দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, হৃৎকম্প হইল। শত সহস্র উপদেশ শুনিয়া, এত সাধুসঙ্গ করিয়া যাহার কিছুই হইল না, হঠাৎ অন্ধকার দেখিয়া তাহার মন ফিরিয়া গেল, ঘোরান্ধকার মধ্যে তাহার অন্তরে জ্ঞানসূর্য্যের উদয় হইল। অন্ধকার অসার, কিছুই নহে, জ্যোতির অভাব; কিন্তু অসার হইতে সার উৎপন্ন হইল। যাহা আপাততঃ অসম্ভব তাহা সম্ভব হইল। এই সংসারের অসার ভূমি হইতে চিরকালই সার উৎপন্ন হইতেছে। উৎপত্তি স্থান হয়ত অতি সামান্য, অসার, জঘন্য, কিন্তু তাহা হইতে কেমন আশ্চর্য্য, লাবণ্যময় সৌরভযুক্ত পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হয়। আবার ভাবিয়া দেখ শ্মশান কি ভয়ের কথা, মৃত্যু কেমন অন্ধকারের ব্যাপার। সেই স্থান কি ভয়ঙ্কর, যেখানে মনুষ্যের কতকগুলি অস্থি পড়িয়া আছে। শ্মশান ভাবিতে কাহারও ইচ্ছা হয় না; কিন্তু পৃথিবীতে যদি মৃত্যু এবং শ্মশান না থাকিত, তাহা হইলে বৈরাগ্য শিখিবার বিদ্যালয় উঠিয়া যাইত। এই একজন উৎসাহী যুবা রাশি রাশি ধন সঞ্চয় করিতেছিল, দেখিতে দেখিতে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া সে ব্যক্তি কোথায় চলিয়া গেল। এই নিদারুণ ঘটনা কি শিক্ষা দিল? বৈরাগ্য। প্রত্যেকেরই বৈরাগ্যের প্রয়োজন। সেই বৈরাগ্যের সূত্রপাত হইল কোথায়? মৃত্যু ঘটনায়। সুতরাং মৃত্যু আমাদের গুরু। মৃত্যু পৃথিবীর সমুদায় অসারতা এবং

অনিত্যতা স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দিল। পৃথিবীর ধনে আর মুগ্ধ হইব না, সেই ভয়ঙ্কর শ্মশানবিদ্যালয়ে মৃত্যুরূপ গুরুর নিকট ইহা শিক্ষা করিলাম।

বন্ধুগণ, স্বর্গরাজ্য, প্রেম পরিবার তোমরা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ইহার আদর্শ তোমরা কোথায় পাইয়াছ? এই সুন্দর পরিবারের পূর্ব্বাভাস তোমরা প্রথমে কোথায় পাইয়াছ যদ্দ্বারা তোমরা স্বর্গরাজ্যের এমন উৎকৃষ্ট ছবি চিত্র করিলে? সমুদায় সংসার হইতে। যে সংসারে পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগ্নী, স্ত্রী স্বামী পরস্পরের মধ্যে মিলন নাই, যে মনুষ্য পরিবারে কত পশুবৎ ব্যবহার এবং কত ভয়ানক জঘন্যতা, সেই স্থান হইতে আমরা ঈশ্বরের পবিত্র প্রেম পরিবারের ছবি পাইলাম, তাহাকে যখন উৎকৃষ্ট বর্ণ দ্বারা চিত্র করিলাম তাহাই স্বর্গ হইল! ইহা অপেক্ষা আরও একটী সামান্য দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। ঈশ্বরকে আমরা পিতা মাতা বলিয়া ডাকি, এ সকল সুমিষ্ট পবিত্র সম্বোধন আমরা কোথায় শিখিলাম? এই অসার সংসার মধ্যে। পৃথিবীর পিতাকে যদি না চিনিতাম এখানে, মাতাকে যদি মা বলিয়া না ডাকিতাম, তবে কি ঈশ্বরের সঙ্গে এ সকল সুমধুর সম্পর্কের আস্বাদ পাইতাম? আমরা সংসারেই পিতা মাতা, ভাই, ভগিনী ইত্যাদি সুমিষ্ট নাম শিখিয়াছি। এখন ব্রহ্মমন্দিরে এ সকল নামের মধ্যে যাহা কিছু অসার ভাব তাহা পরিত্যাগ করিয়া ইহাদের মধ্যে যে সকল স্বর্গীয় সম্পর্ক আছে তাহাই সাধন করিতেছি। সংসারই আমাদের শিক্ষার স্থল। সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনিবার, সমস্ত সপ্তাহ আমরা কোথায় ছিলাম? সংসার মধ্যে, আজ রবিবার

আমরা ব্রহ্মমন্দিরে। সমস্ত সপ্তাহ সংসারের নানা প্রকার পুষ্প হইতে মধু সঞ্চয় করিয়া ব্রহ্মপূজার আয়োজন করিয়াছি। সংসার সেই পুষ্প সকলকে জন্ম দিল। যে ঈশ্বর মধুময়, যে স্বর্গরাজ্য মধুময়, এই গরলময় সংসার আমাদিগকে সেই মধুময় ঈশ্বরকে এবং মধুময় স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ করিতে বাধ্য করিতেছে। সংসারের অন্ধকার আমাদিগকে আলোকের দিকে ধাবিত করিয়াছে। অতএব সংসারের গরল পরিত্যাগ করিয়া ইহার মধু গ্রহণ কর। যে ব্যক্তি সংসারের সুখে মুগ্ধ হয় সে মূর্খ, কিন্তু যিনি সংসারে থাকিয়া সাধন ভজন দ্বারা পরকালের সম্বল করিয়া লন তিনি জ্ঞানবান্। যে ব্যক্তি সংসারে থাকিয়া ঈশ্বর এবং পরলোক ভুলিয়া যায় তাহারই পক্ষে পিতা মাতা এবং স্ত্রী পুত্র ধর্ম্ম সাধনের প্রতিকূল। যিনি সংসারে থাকিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বরের হস্ত দেখেন এবং তাঁহার অভয় চরণ পূজা করেন, তাঁহার নিকট স্ত্রী পুত্র সকলেই পরিত্রাণ পথের সহায়। তিনি সংসারের প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন হইতে ঈশ্বরের পরম শাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়া লন; কেন না তিনি দেখিতে পান যে, ঈশ্বর স্বহস্তে সংসার সৃজন করিয়াছেন, এবং স্বহস্তে ইহার সমস্ত ইতিহাস লিখিতেছেন। মনুষ্যের রক্তে এই ইতিহাস লিখিত হইতেছে। ইহার প্রত্যেক কথার মধ্যে ধর্ম্মরাজ্যের নিগূঢ় ব্যাপার এবং স্বর্গরাজ্যের অদ্ভুত নিহিত রহিয়াছে। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল হস্তে সংসারের তাবৎ ঘটনা সকল সংঘটন করিতেছেন। কে বলে সংসারে অনেক বিঘ্ন আছে, সংসারের সুখে পতন হয়? যাহারা মূর্খ, এবং সংসারের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে নাই, তাহারাই এই কথা বলে। যাহারা স্বর্গের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া সংসারকে মুগ্ধ করিতে পারে না,

অথবা ঈশ্বরের বলে সংসারকে জয় করিতে পারে না, তাহাদেরই সংসারের সুখে মৃত্যু হয়। ঈশ্বর স্বয়ং আমাদিগকে সংসারে আনিয়াছেন; তাঁহার ইচ্ছা যে আমরা সংসারের সামগ্রী সকল লইয়া তাঁহার স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণ করি। সংসারের প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক বস্তু ঈশ্বরের কথা বলিতেছে। এই চন্দ্র সূর্য্য যাহারা পাপীর নিকট, অবিশ্বাসীর নিকট অবাক্ হইয়া বসিয়া থাকে, বিশ্বাসীদিগের নিকট ইহারা অতি মধুর ও সুস্পষ্টভাবে ঈশ্বরের গুণ গান করে। সংসারের কোন স্থানে অপবিত্রতা নাই, অতএব পাছে, একটী স্পর্শ করিলে পাপ হয় কেহই এ কথা বলিও না। যাহা হইতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় তাহা জঘন্য হইতে পারে না। সংসার হইতে যখন এমন সুন্দর পদ্ম সকল বিকসিত হইতেছে, কিরূপে আর ইহাকে অসার জঘন্য বলিয়া ঘৃণা করিবে? স্বর্গরাজ্যে যদি জন্মিতাম, তাহা হইলে হয়ত সংসারকে তুচ্ছ করিলেও চলিত; কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞা তাহা নহে। সংসার তবে কি অসার এবং অপবিত্র? সংসারের প্রতি আমাদের মায়া। বস্তু অপবিত্র হইতে পারে না, কেন না বস্তু হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি হইতেছে, প্রত্যেক বস্তু ঈশ্বরকে দেখাইয়া দিতেছে, এবং তাঁহার দয়ার কথা বলিতেছে। অতএব সংসারের বস্তু যাঁহাকে দেখাইয়া দিতেছে, তাঁহার সঙ্গে চিরস্থায়ী স্বর্গের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হও। সংসারের গভীর স্থানে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরের কথা শ্রবণ কর; নরনারীর বাহ্যিক আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার হৃদিস্থিত স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাব এবং ভগ্নীভাব দেখিয়া মোহিত হও। সংসারের সকলকে গুরু বলিয়া বরণ করিয়া লও। সমুদয়ের প্রয়োজন আছে। সমুদায়ের মধ্যে ঈশ্বর কথা বলিতেছেন।

হে প্রেমময়, প্রেমসিংহাসনে তুমি বসিয়া আছ। আমরা জয় দয়াময়, দয়াময়, বলিয়া তোমার জয়ধ্বনি করিতেছি। যে জন্য কাছে আসিতে বলিয়াছ, তাহা বুঝাইয়া দাও। এতদিন সংসারতত্ত্ব বুঝিতে পারি নাই বলিয়া সংসারে মরিতেছিলাম। যে সংসারকে জঘন্য নীচ বলিয়া বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম তাহা গূঢ়ভাবে আমাকে তাহার দিকে আরও গভীরতররূপে আকৃষ্ট করিল। আজ বলিলাম কোন লোকের সঙ্গে আলাপ করিব না. ক্রমে বুঝিলাম নির্জ্জনে থাকা অন্যায়। এইরূপে নিজের দোষে পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী, স্ত্রী পুত্র কাহারও সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপিত হইল না। কি করি, নাথ, তুমি উপদেশ দাও। তুমি যখন বন্ধু বান্ধব আনিয়া দিলে তাহাদিগকে গ্রহণ করিব না কেন? দেখ, ঈশ্বর, সংসারের বৃথা আমোদে যেন মত্ত না হই; কিন্তু সংসারের ভিতরে যেন বৈরাগী হইয়া বাস করিতে পারি। তোমার কৃপাগুণে সংসারের বিষ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ইহার মধুই পান করিব। যখন সংসার তোমারই হস্তের ব্যাপার তখন আর আমার ভয় কি? যখন তোমাকে দেখি তখন সংসারের যে দিকে নেত্রপাত করি সে দিকেই ব্রহ্মবিদ্যা। চারিদিক হইতে তখন তোমার দর্শতত্ত্ব আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করে। সংসারে আছি, তোমারই মন্দিরে আছি। তোমারই সংসার মধ্যে যেন তোমার ধর্ম্ম সাধন করিতে পারি, কৃপাময়, এই আশীর্ব্বাদ কর।

নাথ. তোমার সাধকের কাছে সংসার কি? সকলই ব্রহ্মময়, সকলই মধুময়। তিনি জানেন ইহার কোন বস্তুকে স্পর্শ করিলেই পাপী হইতে হয় না। যখন তোমাকে দেখি তখন আমার কাছে বিষ নাই, অন্ধকার নাই, ভয় নাই। তখন সকলই ব্রহ্মময়, সকলই

মধুময়, দেখিয়া অভয় পদ পাই। যখন মন তোমাকে দেখিতে পায় না, তখনই চারিদিকে মৃত্যুর ব্যাপার দেখিয়া ভীত হই। কৃপাময়, আশীর্ব্বাদ কর, যেন ভ্রাতা ভগ্নী মিলে, তোমাকে প্রীতিপুষ্প দিয়া পূজা করিতে পারি। ব্রাহ্ম বলিয়া যদি কাছে ডাকিয়া থাক, সংসারী হইয়াও যেন বৈরাগী হই এই আশীর্ব্বাদ কর। হে নাথ, সংসারে তোমার আজ্ঞা বহন করিব, লোকে বলিবে এ ব্যক্তি সংসারে ডুবিয়া আছে; কিন্তু আমি ভিতরে ভিতরে তোমাকে ডাকিব, তোমাকে দেখিব এবং তোমার কথা শুনিব। প্রাণ মনকে তুমি অসার বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিযাছ বটে; কিন্তু সংসারের মধ্যে যাহা সার তাহা লইয়া তোমার স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণ করিব। হে দীনশরণ, এই আশা করিয়া বারবার ভক্তির সহিত তোমার পবিত্র চরণে আমরা প্রণাম করিতেছি।

ঈশ্বর সত্য কি কল্পনা।

রবিবার, ৩০শে কার্ত্তিক, ১৭৯৬ শক।

ব্রাহ্মগণ, তোমরা কি মায়াবাদী? তোমরা কি সত্যকে কল্পনা মনে কর? পদার্থকে ছায়া মনে কর? মায়াবাদী পৃথিবীর সমস্ত বস্তু দেখিতেছে, স্পর্শ করিতেছে, ভোগ করিতেছে, তথাপি পৃথিবীর অস্তিত্বে সন্দেহ করিতেছে, মনে ভাবিতেছে সকলই ভ্রমের ব্যাপার। মায়াবাদীর মতে এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মাণ্ড একটী প্রকাণ্ড স্বপ্ন, সৃষ্টি হইতে বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যন্ত ইহার ইতিহাস একটী সুদীর্ঘ গল্প। তাহারা সত্য দেখিয়াও বিশ্বাস করে না। ব্রাহ্মগণ,

তোমরা কি সেই মতের অনুসরণ কর? আপাততঃ তোমরা বলিবে এই ভ্রান্তি আমাদের নাই, অথবা এই উত্তর দিবে, যে সকল দৃশ্য পদার্থ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি তাহাদিগকে কিরূপে কল্পনা বা স্বপ্ন বলিব? বহির্জ্জগৎসম্পর্কে মনোবিজ্ঞানবিদ্‌দিগের মধ্যে যে মায়াবাদ আছে তাহা তোমরা স্বীকার কর না ইহা যথার্থ; কিন্তু ধর্ম্মজগৎসম্বন্ধে কি তোমরা মায়াবাদী হও নাই? এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা কর, গুরুতর বলিতেছি এইজন্য যে, ইহার উপর আমাদের পরিত্রাণ নির্ভর করে। যাহারা ধর্ম্মজগতের ঘটনা-সকলকে মায়া মনে করে কিম্বা অণুমাত্র সন্দেহ করে, তাহাদের স্বর্গে যাইবার কিম্বা উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় সত্যকে কেহই মায়া মনে করিতে পারে না। মাতৃগর্ভ হইতে যে শিশু সদ্য প্রসূত হইল, সে কি এই নূতন জগৎ দেখিয়া ইহা মিথ্যা মনে করিতে পারে? স্বভাব বুদ্ধিকে বিকৃত হইতে দেয় না, এইজন্য শিশুরা যাহা দেখে সহজেই তাহা বিশ্বাস করে। কোন প্রকার কুযুক্তি কিম্বা সংশয় তাহাদের মনকে আন্দোলন করে না। শিশু কি প্রস্তর স্পর্শ করিয়া বলিতে পারে, ইহার বাস্তবিক যথার্থ সত্তা নাই, এইটী কেবল আমার মনের ভাব? শিশু মায়াবাদী হইতে পারে না; কিন্তু সেই শিশুর যখন ক্রমে ক্রমে বয়োবৃদ্ধি হয়, যখন নানা প্রকার ভ্রম এবং পাপাসক্তি দ্বারা তাহার বুদ্ধি অন্ধীভূত হয় তখন সে মায়াবাদী হইতে পারে। বাল্যকালে, অল্প বয়সে এই মত গৃহীত হইতে পারে না; কিন্তু অধিক বয়সে জ্ঞানাভিমানীদিগের মধ্যে এই মত দেখিতে পাই। বালকদিগের এবং সরল মূর্খ চাষাদিগের মধ্যে এই মত স্থান পাইতে পারে না। যেখানে বুদ্ধির গৌরব, জ্ঞানের দর্প, সেখানেই শুনিতে

পাই, এই জগৎ মিথ্যা, এই সূর্য্য অন্ধকার, সকলই একটী প্রকাণ্ড মায়া। বুদ্ধির বিকারে এই মতের উৎপত্তি। স্বভাবে এই মত নাই। যাহা স্পর্শ করিতেছি, ভোগ করিতেছি, তাহা কিরূপে ছায়া হইবে বুঝিতে পারি না। অন্যান্য দেশেও এই মত আছে। কিন্তু দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন কি? এই দেশেই এই মত ছিল, এবং এখনও আছে। দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মজগতেও ধর্ম্মজীবনসম্পর্কে এই ভয়ানক মত প্রবেশ করিতেছে দেখিতেছি। এই মত বাল্যকালে নাই, আত্মার স্বাভাবিক সরল অবস্থাতে নাই, বিকৃত বিদ্যার অহঙ্কারে ইহার উৎপত্তি। তোমরা যখন ব্রাহ্ম-বালক ছিলে, যখন তোমরা বিশ্বাসগর্ভ হইতে ব্রাহ্মজগতে প্রসূত হইলে, তখন কোথায় ছিল তোমাদের কুমন্ত্রণা, কোথায় বা ছিল তোমাদের কুশাস্ত্র। আত্মার শৈশবাবস্থায় আমরা সকলেই যাহা দেখিয়াছি তাহাই বিশ্বাস করিয়াছি। সেই অবস্থাতে কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। যাহা হাতে ধরিলাম তাহা কল্পনা হইতে পারে না, কিন্তু ধর্ম্মজীবন যতই ইহার বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া সংসারের নানা প্রকার পরীক্ষায় পরীক্ষিত হয় ততই বুদ্ধির কুটিলতা, কুযুক্তি এবং মায়াবাদ ইত্যাদি আসিয়া ইহাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করে। এইজন্যই ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও অনেককেই মায়াবাদী দেখা যাইতেছে। তাঁহারা বলেন, ধর্ম্ম-জীবনের আরম্ভে, আত্মার বাল্যকালে যে আমরা ঈশ্বরকে দেখিতাম, এবং আত্মার গূঢ়তম প্রদেশে স্বর্গের আনন্দ, ঈশ্বরের প্রসাদরূপ পবিত্র শান্তি সম্ভোগ করিতাম, কে বলিল, তাহা যথার্থ? এইরূপে গত জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনা সকল স্বপ্নের ব্যাপার বলিয়া তাঁহারা বিদায় করিয়া দেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, উপাসনার গূঢ়তত্ত্ব,

পরলোকের নিগূঢ় প্রমাণ, এবং অবশেষে নীতিতত্ত্ব এ সকলই তাঁহাদের সন্দেহ চক্ষে নিপতিত হয়; ধর্ম্মজগতের ব্যাপার সকল সন্দেহ করিতে করিতে অবশেষে নীতিজগতের উপরেও তাঁহাদের মন সন্দিগ্ধ হয়। এই কারণেই যাঁহারা উপাসনা পরিত্যাগ করেন, অল্পকালের মধ্যেই তাঁহাদের চরিত্রও দূষিত হয়। এইরূপে মনুষ্য ধর্ম্মজগৎ এবং নীতিজগৎসম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইতে হইতে, ক্রমে অবিশ্বাসী হইয়া ধর্ম্মজগৎ ও নীতিজগৎ উভয়কে অবিশ্বাসকূপে নিক্ষেপ করে। বন্ধুগণ, তোমরা এখনও এই ভয়ানক অবস্থায় পতিত হও নাই তাহা আমি জানি, কিন্তু তোমরা এই পথে আছ কি না তাহা আমি জানিতে চাই। প্রথম, ঈশ্বর আছেন, ভক্তকে তিনি দেখা দেন, ইহাতে তোমাদের কোন সন্দেহ হইতে পারে কি না? আত্মার বাল্যকালে যেমন তোমরা ঈশ্বরকে দেখিয়া সুখী এবং উৎসাহী হইতে এখনও কি তোমরা তাঁহাকে সেইরূপ যথার্থ উজ্জ্বলরূপে দেখিতেছ? না ঈশ্বরদর্শন স্বপ্নের ব্যাপার মনে করিতেছ? স্বপ্নে যেমন মনুষ্য অতি মনোহর ব্যাপার সকল দেখিয়া পুলকিত হয়, তোমরাও কি বাল্যকালে আত্মার নিদ্রিতাবস্থায়, ধ্যানের সময় কিম্বা হৃদয়প্রফুল্লকর ব্রহ্মোৎসবে কেবল স্বপ্ন দেখিতে যে, ঈশ্বর তোমাদিগকে দেখা দিতেছেন, তিনি তাঁহার নিজের অশব্দ স্বর্গীয় ভাষায় স্নেহালাপ করিয়া তোমাদের নিকট তাঁহার শুভাভিপ্রায় সকল ব্যক্ত করিতেছেন? তোমাদের মধ্যে এমন কি কেহ নাই যিনি বলিতে পারেন, উপাসনা করিয়া আমি সুখী হইতাম যথার্থ; কিন্তু সে সকল স্বপ্ন ও কল্পনার ব্যাপার; এখন বুদ্ধিমান্ হইয়াছি, এখন আর অলীক ব্যাপারে চিত্ত অনুরঞ্জিত হইতে পারে না, কেন না! কে জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতে ইচ্ছা করে?

কিন্তু যে বলে, কে জাগিয়া কিম্বা উন্মীলিত নয়নে ধ্যান করিয়াছে, ঈশ্বর দর্শন করিয়াছে সে অবিশ্বাসী, সে নাস্তিক। এই ঘৃণিত নামে তাহাকে ডুবিতে হইতেছে। সাবধান, কোন ব্রাহ্মের জিহ্বা হইতে যেন এ সকল গরল বাহির না হয়। "ঈশ্বর আছেন" ঈশ্বরকে দেখিয়াছি, চির দিন দেখিব, চিরকাল এই সত্য বলিব। এক বার যদি কোন মিষ্ট বস্তু আস্বাদন করিয়া থাক, মুখের মধ্যে বার বার সেই মিষ্টতা গ্রহণ করিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছা হয়। তাহা যথার্থই মিষ্ট কি না যত বার পরীক্ষা করিয়া দেখি, তত বারই সুখী হই। ভাল বস্তু পরীক্ষা করিলেই পরীক্ষক যিনি তিনি সুখী হন। এক বার জলপান করিয়া তাহা জল কি না এ বিষয়ে যদি সন্দেহ থাকে আবার জলপান কর, আবার শরীর সুশীতল হইবে, এইরূপে যত বার জলপান করিবে প্রতিবারই তৃপ্ত হইবে। সমস্ত আকাশে চন্দ্রের জ্যোৎস্না বিকসিত হইয়াছে, তাহা চন্দ্রের জ্যোৎস্না কি না এ বিষয়ে যদি সন্দেহ থাকে নয়নকে বল ঊর্দ্ধদৃষ্টি কর; তথাপি যদি সন্দেহ হয় আবার চন্দ্র দর্শন কর, আবার পরিতৃপ্ত হইবে। এইরূপে কি সুন্দর সুমিষ্ট বস্তু, কি সুশীতল জল, কি মনোহর চন্দ্র এ সকল বস্তু যত বার পরীক্ষা করিয়া দেখিবে তত বারই সুখী হইবে। এ সকল পরীক্ষাতে ক্ষতি নাই, বরং এ সকল পরীক্ষাতে সুখভোগই বৃদ্ধি হয়। সেইরূপ ঈশ্বরদর্শন। আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে তোমরা আমাকে পরীক্ষায় আনিতেছ। চারি দিকে পরীক্ষার অগ্নি জ্বলিতেছে ইহা দেখিয়া বারংবার আমি ঈশ্বরের শরণাগত হইব, তাঁহাকে ডাকিব, তাঁহাকে দেখিব, তাঁহার সুশীতল কথা শুনিব, ইহা অপেক্ষা আর আমার অধিকতর সৌভাগ্য কি হইতে পারে? হে ঈশ্বর, ধন্য তুমি! এসকল পরীক্ষাতেই তুমি

আমার আত্মার পরিত্রাণ এবং উন্নতি সাধন করিতেছ। কি আশ্চর্য্য তোমার ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব!! আমার কথায় যদি লোকের সন্দেহ না হইত, আমার জীবন যদি কেহই বিচার না করিত, তাহা হইলে আমার পুনঃ পুনঃ ঈশ্বর দর্শন হইত না। কিন্তু যতবার পরীক্ষিত হইতেছি তত বারই, হে ঈশ্বর, তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া নির্ভয় হইতেছি। প্রতিবার পরীক্ষায় আনন্দের কথা বলিতেছি। ঈশ্বর, তোমার দয়ায় পরীক্ষা সুখের ব্যাপার হইল। ভাই, ভগ্নী, বন্ধু, স্ত্রী পুত্র সকলেরই নিকট প্রতিদিন এই পবিত্র সত্যের পরীক্ষা দিতে হইতেছে। অন্যান্য বিষয়ে বার বার পরীক্ষিত হইলে মন বিরক্ত হইয়া যায়; কিন্তু যে পরীক্ষায়, হে ঈশ্বর, তুমি মাভৈঃ মাভৈঃ বলিতেছ, তাহাতে আমার ভয় কি? যে প্রাণেশ্বরের দর্শনকে পরীক্ষা করিয়াছে সে সুখী হইয়াছে। যত বার ব্রহ্মদর্শন করিয়াছি তত বারই সুখী হইয়াছি, তবে বারংবার এমন সুখের বস্তুর পরীক্ষা দিব, ইহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু এই যে ব্রাহ্মসমাজের দুর্দ্দশা দেখিতেছি, ব্রহ্মদর্শনে অবিশ্বাস, নিরাশা এবং মায়াবাদ ইহার কারণ। ব্রাহ্মজীবনের বাল্যকালে যখন তোমরা ঈশ্বরকে দেখিতে তখন কেহই তোমাদের অন্তরে নিরাশা এবং অবিশ্বাস বিষ ঢালিয়া দিতে পারিত না। মনে নাই কি? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তোমরা কত আশার কথা কহিতে? আজ কেন তবে ভয়ানক মায়াবাদী হইয়া বলিতেছ, কেহ ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না, কোন লোক স্বর্গে যাইতেছে না? তুমি রাজপথে বসিয়া কি না বলিতেছ? কিছুই নাই সকলই কল্পনা, সকলই মিথ্যা; পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য আসিবে, সত্যের জয় হইবেই হইবে, এ সকল অলীক কথা। এই যে আমরা দেখিতেছিলাম পাঁচ জন বিশ্বাসী শত শত লোককে

ধর্ম্মরাজ্যে লইয়া যাইতেছিলেন, ইঁহারাই এখন অবিশ্বাসী হইয়া সকলকে পাপসাগরে নিক্ষেপ করিতেছেন। এই যে হৃদয়াকাশে উজ্জ্বল আশাতারা দেখিতেছিলাম, এখন দেখিতেছি তাহা নিরাশা-মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে। যে ব্রাহ্ম কল্য আশান্বিত হইয়া আশাসরোবরে সন্তরণ করিতেছিলেন আজ দেখি তিনি নিরাশকূপে নিমগ্ন। কোথা হইতে তিনি এই নিরাশা গরল পান করিলেন? যে মায়াবাদী, নাস্তিক, সেই বলে, মনুষ্য-জীবন অসার, ইহাতে কিছুই আশার কথা নাই; কিন্তু যে বিশ্বাসী তাহার অন্তরে উৎসাহাগ্নি চিরকাল নিরাশকে দগ্ধ করিতেছে। পৃথিবীর মায়াবাদী বলে চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই, এই পৃথিবী অসত্য। ব্রাহ্ম, তুমি বলিতেছ, ধর্ম্মরাজ্যে আশার কথা নাই। কি ভয়ানক!! আহা! বাল্যকালে কত আশার কথা বলিয়াছ, আজ শঠ ধূর্ত্ত হইয়া তাহার বিপরীত কথা বলিতেছ। এত অল্পকালের মধ্যে তোমার ভাবান্তর হইল! এত দিন কণ্টকে যদি বিদ্ধ হইতে, বলিতে ইহা গোলাপ ফুলের কাঁটা, আজ গোলাপ ফুলকে কাঁটা বলিতেছ! কেন তোমার বিশ্বাসের এরূপ ব্যভিচার হইল? তুমি বাল্যকালে ঈশ্বরের যে সকল সত্য পাইয়াছিলে তাহা যদি বিশ্বাস এবং আশার সহিত রক্ষা করিতে, তাহা হইলে তোমার এ দুর্দ্দশা হইত না। এই জন্য স্নেহের সহিত তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি চিরকাল তোমরা বাল্যকাল রক্ষা কর। বাল্যকালে তোমরা যাঁহাকে দেখিয়াছ সেই ঈশ্বর এখনও তোমাদিগকে স্নেহের সহিত তাঁহার কাছে বসিতে ডাকিতেছেন। তাঁহার সহবাস পুরাতন হইতে পারে না। যত বার তাঁহার কাছে বসিবে তত বারই তাঁহাকে সুন্দর হইতে সুন্দরতর দেখিবে। বারংবার পরীক্ষাতে সত্যের সৌন্দর্য্য, সত্যের

লাবণ্য, এবং সত্যের মিষ্টতা গভীরতররূপে অনুভব করিবে। যত বার প্রাণেশ্বরকে পরীক্ষায় আনিবে তত বার আরও আনন্দিত হইয়া কৃতার্থ হইবে।

নর বন্ধু।

রবিবার, ৬ই পৌষ, ১৭৯৬ শক।

ইহা অতি বিচিত্র এবং আশ্চর্য্য ব্যাপার যে উচ্চ যাহা তাহা সুলভ হইল, নীচ যাহা তাহা দুর্ল্লভ হইল। যাহা সর্ব্বোচ্চ তাহা আমাদের নিকটে। নিকটে কেন? আমাদের অধিকৃত হইল; কিন্তু যাহা অত্যন্ত নীচ তাহা বহু দূরে রহিল এমন কি তাহা যে কখনও লাভ করিব তাহার আশা পর্য্যন্ত একেবারে নির্ব্বাণ হইল। যিনি সর্ব্বোচ্চ, স্বর্গের রাজা, পাপী জগৎ তাঁহাকে সুলভ বন্ধু বলিয়া ডাকিল। কেবল প্রেমিক ভক্তেরা যে তাঁহাকে অধিকার করিয়াছেন তাহা নহে, অধম পাপীও তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিল। আমরা যে মহাপাপী আমরাও কি না জগতের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে পারি জগতের বন্ধু যিনি আমাদের বন্ধু তিনি। আমরাও তাঁহাকে হৃদয়ের প্রেম দিয়া কৃতার্থ হইতেছি। ঈশ্বর এমন উচ্চ অধিকার আমাদিগকে দিলেন! এই উচ্চ অধিকার পাই নাই কে এই কথা বলিবে? স্বর্গের দেববন্ধু পাপীদের কাছে আসিলেন; কিন্তু নীচ সংসারের বাজারে আমরা বন্ধু পাইলাম না। ব্যাকুল হইয়া কাতর প্রাণে জিজ্ঞাসা করিলাম বন্ধু কোথায়? স্বর্গ বলিল,—এখানে। নিরাকার বন্ধু, যাঁহাকে চক্ষু দেখিতে পায় না তাঁহাকে দেখিলাম; কিন্তু সাকার বন্ধু যাহাদিগকে দেখিতেছি

তাহাদিগকে পাইলাম না। উচ্চ সুলভ হইল, নীচ দুর্লভ হইল, এ কথা কেহই কখনও মনে নাই। বাস্তবিক যেখানে কিছুই দেখা যায় না, যেখানে ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি কিছুই করিতে পারে না, সেখানে নিরাকার দেবতা আপনাকে পাপীর বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিলেন। পাপী কি সাহসে বলিল, আমি জগতের রাজাকে আজ বাঁধিয়া ফেলিয়াছি? যাহাকে সহস্র বার পৃথিবী পদাঘাত করিতেছে, সেই নীচ, সকলের দ্বারা অপমানিত ব্যক্তি কোন সাহসে আজ বলিতেছে জগতের রাজা আমার ঘরে বন্ধু হইয়াছেন? শাকান্ন ভোজী আমি, যাহার কিছুই নাই, সেই পাপী দুঃখীর ঘরে জগতের বন্ধু আসিয়াছেন, আমার ঘর আলোকিত হইয়াছে। জগদীশ্বর বলিয়া কেবল তাঁহার পূজা করি এমন নহে; কিন্তু আমি তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া ডাকি, কেন না তিনি নিজে তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া ডাকিতে অনুরোধ করেন. যত বার তাঁহাকে দেবতা বলিয়া ডাকি তিনি তত বার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, আমি তোমার মুখে বন্ধু নাম শুনিব। তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া পাপী কাঁদিতে লাগিল। যখন ঈশ্বর নিজ মুখে বলিলেন, আমাকে দীনবন্ধু বলিয়া না ডাকিলে আমার মহিমা বুঝিতে পারিবে না. তখন পাপী কি করিবে? পাপী বাধ্য হইয়া বলিল, তোমার দীনবন্ধু নামের জয় হউক। যিনি স্বর্গের রাজা, নীচ পাপীর ঘরে বসিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। কোন গরিব লোক কাছে আসিলে পৃথিবীর রাজার লজ্জা বোধ হয়, অপমান হয়। অভিমান এবং রাগেতে নরপতির শরীর শিহরিয়া উঠে যদি কোন গরিব ছিন্ন বস্ত্র লইয়া তাঁহার নিকটে যায়। এমন সম্বলবিহীন গরিব দুঃখী তাঁহার কাছে বসিবে ইহা রাজার প্রাণ সহ্য করিতে পারে না। এই জন্য বার বার বলিতেছি নিরাকার সর্ব্বোচ্চ ঈশ্বর

যিনি তিনি জগতের কাছে সুলভ হইলেন, তিনি আমাদের বন্ধু হইলেন; কিন্তু নীচ সংসারের সাকার বন্ধু দুর্ল্লভ হইল। সংসারে বন্ধু পাইলাম না তথাপি আমাদের প্রাণ এমনই বন্ধুতাপ্রিয় যে আমরা স্বভাবতঃ সাকার বন্ধু চাই। কেন চাই? সেই নিরাকার বন্ধুর অনুরোধ। স্বর্গে না গেলে আর বন্ধু পাইব না, ইহা যদি সত্য হয় তবে যে পৃথিবীতে জীবন ধারণ করা অত্যন্ত কষ্টকর। সমস্ত দিন যে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছি, যাহাদের মধ্যে সমস্ত দিন থাকিতে হয়, তাহাদের মধ্যে কি বন্ধু পাইব না? কোথায় বন্ধু কোথায় বন্ধু, বলিয়া হাহাকার করিয়া চিৎকার করিলাম. ধর্ম্মের যিনি পূর্ণ আদর্শ, তিনি স্বর্গ হইতে বলিলেন, এই আমি তোমার বন্ধু; স্বর্গের বন্ধুকে লাভ করিলাম; কিন্তু তথাপি প্রাণ সাকার বন্ধুদিগের জন্য আরও ব্যাকুল হইল। যিনি ধর্ম্মের আকর তাঁহাকে পাইলাম, তাঁহারই অনুরোধে আবার যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ তাঁহাদিগকেও বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে মন ব্যাকুল হইল। মনুষ্যের শরীর যখন আছে শরীর সাধন করিতে হইবেই। পবিত্রতা এবং প্রেম নিরাকার ঈশ্বরেতে পূর্ণভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, মানুষ ইহা জানিয়াও সর্ব্বদা ভাবিয়া উঠিতে পারে না, এইজন্য কোন সাকার ব্যক্তির মধ্যে পুণ্য ও প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখিলে মনুষ্য সহজেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই ভাবের ব্যভিচার হইলেই মনুষ্য পৌত্তলিক হইয়া অবতার স্বীকার করে। কিন্তু যতই কেন মনুষ্যের এই স্বভাবের বিকৃতি হউক না, ইহা যে পরিত্রাণপথে আবশ্যক তাহাতে আর সন্দেহ হইতে পারে না। অনেকে বলেন, জগদীশ্বর যদি আমাদের বন্ধু হইলেন তবে পৃথিবীর বন্ধুতার প্রয়োজন কি?

এই কথা মানি না। মনুষ্যের মধ্যে বন্ধু চায় না কে? অনেকক্ষণ ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে পার, অভ্যাস ও সাধনবলে চরিত্র নির্ম্মল করিয়াছ, এ সকল কথা স্বীকার করিলাম; কিন্তু বন্ধু পাও নাই বলিয়া কি দেহ প্রাণ জর্জ্জরিত হয় নাই? নরদেহবিশিষ্ট বন্ধু চাহি না যদি কেহ এই কথা বলে, সে ব্যক্তি অনেক চেষ্টা করিয়া বন্ধু পায় নাই বলিয়াই নিরাশ হইয়াছে। বন্ধুতার জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছিল, অনেক উচ্চ দাম দিতে পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না, সেইজন্য সে ব্যক্তি এই যুক্তি বাহির করিল; যখন ঈশ্বর বন্ধু হইলেন তখন অন্য বন্ধু চাহি না, ঈশ্বরেতে বন্ধুত্ব বদ্ধ কর, নরদেহে বন্ধুতা অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি যদি নর বন্ধুর আবশ্যকতা না থাকিত, তবে ঈশ্বর সংসার সৃজন করিলেন কেন? ইহা যদি সত্য হয় যে মানুষ বন্ধুবিহীন হইয়া একাকী থাকিতে পারে তবে আমরা অরণ্যবাসী জন্তু হইলাম না কেন? ঈশ্বর তবে কেন আমাদিগকে পিতা, মাতা, ভার্য্যা, প্রিয় পুত্র ইত্যাদি পরিবার মধ্যে বাস করিতে দিলেন? নীচই হউক, জঘন্যই হউক আমাদের সকলেরই সাকার বন্ধুর প্রয়োজন আছে। দুঃখের দুঃখী সুখের সুখী হইবার জন্য ঈশ্বর পিতা পুত্র, স্বামী ভার্য্যা ইত্যাদি সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। পৃথিবীতে এ সমুদয় বন্ধু বান্ধবদিগের প্রয়োজন হইবে মনুষ্যের এই নিগূঢ় প্রকৃতি জানিয়াই ঈশ্বর বাহিরে এ সকল উপকরণ সৃজন করিয়া দিয়াছেন। ঈশ্বর আমাদিগকে এমন প্রকৃতি দিয়াছেন যে স্বভাবতঃই আমরা বন্ধু অন্বেষণ করিব। যদি সমস্ত অভিধানে কোন শব্দ থাকে যাহা শ্রবণ করিলে অন্তরের গভীর দুঃখ দূর হয়

সেই শব্দ বন্ধুতা। সকল রোগের এক মাত্র ঔষধ এই বন্ধুতা। দুঃখ ঘুচিবে না বন্ধু বিনা। প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিয়া মাত্র মনুষ্যের চক্ষু বন্ধুতার জন্য ব্যাকুল হয়। স্ত্রী পুত্র সংসার ছাড়িয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিলাম কেন? বন্ধু চাই। প্রাণ কাঁদে বন্ধুতার জন্য মনুষ্য ইহা বুঝিতে পারে না। এই গুপ্ত দুঃখের কথা বলি কাহাকে? পর্য্যটক আমরা সকলেই আহার নাই, নিদ্রা নাই, কিসের জন্য ভ্রমণ করিতেছি? কি অন্বেষণ করিতেছি? তোমরা বল ব্রাহ্মসমাজ চাই ভক্ত ব্রাহ্ম চাই, আমি বলি বন্ধু চাই আমি বার বার বলি, আর কিছু চাহি না, বন্ধুত চাই। কতগুলি বন্ধু চারিদিকে, আর মধ্যে দীনবন্ধু, তাহা হইলেই স্বর্গরাজ্য হয়। যার এতগুলি বন্ধু তার দুঃখ কি? এ বন্ধুরা যাহা পারিবে না, তাহা স্বর্গের বন্ধুকে জানাইব। একবার স্বর্গের বন্ধু, একবার পৃথিবীর বন্ধু, একবার উচ্চদেশে, একবার নিম্নদেশে বন্ধুত্ব সম্ভোগ, এইরূপে দেখিব বন্ধুতাসাগরে ভাসিলাম, বন্ধুতাসরোবরে ডুবিলাম অতি সুন্দর ছবি, কিন্তু অদ্যাবধি পৃথিবীতে ইহা কেহ কখনও দেখে নাই। ব্রাহ্মসমাজে ইহা দেখিব আশা করিয়াছিলাম। তোমাদের যেমন ইহা প্রয়োজন আমারও ইহা তেমনই প্রয়োজন। প্রাণের বন্ধু চাই। বন্ধু দিবে বলিয়া পৃথিবী এক দিন আশা দিয়াছিল, অঙ্গীকার করিয়াছিল, কিন্তু পৃথিবী সেই অঙ্গীকার লঙ্ঘন করিয়াছে। পৃথিবীতে পিতা মাতা বড়, কিন্তু পিতা মাতা কেহই আত্মার বন্ধু হইলেন না। পিতঃ, তুমি ধন্য মাতা তুমি ধন্য, কেন না তোমরা সন্তানের জন্য অনেক করিয়াছ, কিন্তু পিতা, তুমি আত্মার বন্ধু নও। মাতা তুমিও আত্মার বন্ধু নও আত্মার যখন বস্ত্র না থাকে, তুমি তাহাকে আচ্ছাদন করিতে পার না,

আত্মার যখন ক্ষুধা তৃষ্ণা হয়, তুমি তাহাকে অন্ন জল দিতে পার না। আত্মা যখন কাতর হয়, তুমি তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পার না। ভার্য্যা, তুমিও আত্মার বন্ধু নহ। স্বামী ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আমার আত্মার বন্ধু? ভার্য্যা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি সংসারের বন্ধু। স্বামীর অনুগামিনী হইয়া তিনি স্বামীর সংসারের দুঃখ কষ্ট দূর করেন, কিন্তু স্বামীর আত্মার ভার তিনি লইতে পারেন না। ভাই ভগিনী ও প্রতিবাসীরাও কত অনুরাগভাজন, কিন্তু কেহই আত্মার বন্ধু, ধর্ম্মপথের সহায় হইল না। এই দুঃখে সংসার পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিলাম, মনে করিলাম সুপ্রভাত হইল; ব্রাহ্মসমাজের কত লোককে মনে করিলাম, ইনি বুঝি বন্ধু হইলেন; কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতে দেখি যাঁহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিলাম, তিনি হৃদয়ে অস্ত্রাঘাত করিয়া চলিয়া গেলেন। উচ্চ হইতে উচ্চতর, নির্ম্মল হইতে নির্ম্মলতর-চরিত্র ব্রাহ্ম দেখিলাম, কিন্তু তাহাতে আমার কি? আমার বন্ধু কৈ তাঁহারা হইলেন? হায়! কোন ব্রাহ্ম কি বলিতে পারিবেন না ঐ আমার বন্ধু? পাপী হই, সাধু হই, ঐ আমার চিরকালের বন্ধু। কিন্তু দুঃখের কথা বলিতে হইল এই কথা লিখিয়া রাখ, আজ পর্য্যন্ত কোন ব্রাহ্ম বন্ধু পান নাই। মতের মিলন, এবং রুচির মিলন বন্ধুতা নহে, কিন্তু দীনবন্ধু যাহার জীবনবন্ধু তিনিই প্রকৃত বন্ধু। আজ পর্য্যন্ত এরূপ সাকার বন্ধু পাই নাই, অতএব যাই বন্ধুহীনের বন্ধু যিনি তাঁহার কাছে। সকল বন্ধুর বন্ধু যিনি তিনি একমাত্র বন্ধু আজ কাল হউন। হরি হে দীননাথ, এ সম্বোধন যদি তোমার ভাল না লাগে, তোমারই অনুরোধে তোমাকে ডাকি হে দীনবন্ধু।

বিধাতা পূজা।

রবিবার, ২৫শে ফাল্গুন, ১৭৯১ শক।

ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আজ কাল বিধাতা পূজার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। জগতের সাধারণ ঈশ্বরের পূজা সকলেই করি, তাহাতে সুখ এবং পুণ্য উভয়ই আছে; কিন্তু বিধাতা পূজা না করিলে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং প্রগাঢ় আনন্দ সম্ভোগ করা যায় না। সাধারণরূপে ঈশ্বর জগৎ পালন করিতেছেন ইহা সকলেই জানি; কিন্তু তিনি আবার বিশেষরূপে প্রত্যেক জীবকে বল, জ্ঞান, পুণ্য, শান্তি বিধান করেন ইহা না বিশ্বাস করিলে, ধর্ম্মের গভীর এবং উচ্চ ভাব সকল প্রচ্ছন্ন থাকে, এবং উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হয়। আমরা প্রত্যেকে ব্রহ্মপূজাকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, অতএব প্রত্যেকের জীবনে বিধাতা পুরুষ কেমন বিশেষ বিধান সকল প্রকাশ করিতেছেন তাহা না দেখিলে প্রকৃত ধর্ম্ম সাধন হয় না। সাধারণ ঈশ্বরের পূজা এবং সাক্ষাৎ জীবন্ত বিধাতার পূজায় অনেক প্রভেদ। সকলেই আমাদের মধ্যে সাধারণ ঈশ্বরের পূজা করেন এবং যাঁহারা তাঁহার বিশেষ বিধানে বিশ্বাস করেন তাঁহা-দের সংখ্যা অতি অল্প। মনুষ্য স্বীকার করুক আর না করুক, প্রত্যেকেরই নিকট ঈশ্বরের বিশেষ বিধান আসিতেছে। প্রতি-জীবের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বর বিশেষরূপে তাঁহার পরিত্রাণের কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতেছেন। জগতের মঙ্গলের জন্য যত ঘটনা হইয়াছে সমুদয় একত্র হইলে, সাধারণ ইতিহাস হয়, ইহা গ্রহণ করিলে মনুষ্য ধর্ম্মের প্রথম পরিচয় পায়; কিন্তু ইহাতে ধর্ম্মজীবন উন্নত হয় না। সাধারণ দূরস্থ ঈশ্বরের হস্ত দেখিয়া

মনুষ্যের আত্মা সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হইতে পারে না। জীবন্ত ধর্ম্ম সাধন করিতে হইলে অতীত কালের ঈশ্বরকে বর্ত্তমান দেখিতে হইবে, দূরস্থ ঈশ্বরকে নিকটে আনিতে হইবে। যিনি সমস্ত বিশ্বরাজ্যের রাজা তাঁহার হস্তে বিশেষ বিশেষ প্রজা পালনের ভার ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে। জগতের সাধারণ কার্য্যপ্রণালীতে যাঁহাকে সময়ে সময়ে দেখা হইত তাঁহাকে প্রতিদিন উজ্জ্বলরূপে নিজের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনায় দেখিতে হইবে। জগতে যত ধর্ম্মসম্প্রদায় হইয়াছে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই এক একটী বিশেষ বিধানের উপর সংস্থাপিত। যদিও পৃথিবীর প্রায় তাবৎ ধর্ম্মশাস্ত্রেই অনেক ভ্রম আছে; কিন্তু প্রথমতঃ যখন এক একটী ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচারিত হয়, তাহা চিরকালই কতকগুলি লোকের দ্বারা ঈশ্বরের হস্তরচিত অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। যাঁহাদের দ্বারা সেই বিশেষ বিশেষ শাস্ত্র প্রকাশিত হইযাছিল, জগতের লোক তাঁহাদিগকে গুরু বলিযা গ্রহণ করিযাছে, এবং যাঁহারা তাঁহাদিগকে এইরূপে গুরু বলিযা স্বীকার করিযাছেন, তাঁহারা এক একটী বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায বলিয়া পৃথিবীতে পরিচিত হইয়াছেন। যখনই মঙ্গলময় বিধাতা দেখিলেন একটী ধর্ম্মসম্প্রদায় ক্রমে নির্জ্জীব হইতে লাগিল, আর তাহাদের দ্বারা তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না, তখনই জগতের পরিত্রাণের জন্য কতকগুলি অগ্নিময় শাস্ত্র দিয়া নূতন কতকগুলি সতেজ গুরু প্রেরণ করিলেন; যখন তাহারাও পুরাতন হইল, আবার আর এক নূতন বিধান প্রেরিত হইল। পুনশ্চ যখন দেখিলেন তদ্দারাও জগতের পরিত্রাণ হইল না, আবার আর এক বিশেষ বিধান প্রকাশ করিলেন, যাহারা সেই বিধান গ্রহণ করিল তাহারা আর একটী নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় হইল। এইরূপে ক্রমাগত

এক একটী ধর্ম্মসম্প্রদায় এক একটী বিশেষ বিধানের উপর সংগঠিত হইয়াছে। ইহাতেই দেখা যাইতেছে কেবল সাধারণ সৃষ্টি প্রণালীতে বিশ্বাস করিলে মনুষ্যজাতির সমুদয় অভাব দূর হয় না; বিশেষ বিধান এবং বিশেষ আবশ্যকীয় বিধানে বিশ্বাস স্থাপন করা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, বিশেষতঃ তাহা তৃপ্তিকর এবং পরিত্রাণপ্রদ। যাঁহার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক নাই, যিনি দূরে থাকেন, দেখা দেন না, কথা কন না; কিন্তু সাধারণ ভাবে সকলকে শাসন করেন, এমন ঈশ্বরকে কে চায়? মনুষ্যের হৃদয় স্বভাবতঃ নিকটস্থ প্রত্যক্ষ ঈশ্বরকে চায়। যে পথে আলোক না হইলে এক দিন চলে না, যে সাগরের ঢেউ দেখিয়া সর্ব্বদাই প্রাণ কাঁপিতেছে সেখানে কেমন করিয়া সাক্ষাৎ গুরু ঈশ্বরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি? সকল দেশের এবং সকল সময়ের লোকেরাই বিশেষ বিধানের জীবন্ত জাগ্রৎ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছে। কুসংস্কারাবিষ্ট অন্ধ ব্যক্তিরাও তাহাদের কল্পিত বিশেষ বিশেষ জাগ্রত দেব দেবীর উপাসনা করিয়া আসিতেছে, অতএব দেখা যাইতেছে, মনুষ্যপ্রকৃতি সাক্ষাৎ জাগ্রৎ ঈশ্বরকেই অনুসন্ধান করে। নিদ্রিত কিম্বা দূরস্থ দেবতাকে লইয়া কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারে না। ঈশ্বর ছিলেন, অথবা কোন স্থানে লুক্কায়িত আছেন ইহা তাঁহার সৃষ্টি পুস্তক পড়িয়া জানিতে পারি, কিন্তু তিনি সাক্ষাৎ ভাবে আমার নিকটে আছেন, ইহা জানিতে হইলে তাঁহার বিধানে বিশ্বাস করিতে হইবে। তিনি এই আমার সঙ্গে কথা কহিতেছেন, তিনি এই আমাকে দেখা দিতে আসিয়াছেন, আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি এই বিশেষ ঘটনা প্রেরণ করিলেন, এ সমুদয় বিশ্বাস করিলেই তাঁহার বিধান

গ্রহণ করা হয়। এই তাঁর বলে আমি বলী হইতেছি, তাঁর জ্ঞানে আমি জ্ঞানী হইতেছি, তাঁর পুণ্যে আমি পুণ্যবান্ হইতেছি, এবং তাঁর সুখে আমি সুখী হইতেছি, এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানেই আমাদের পরিত্রাণ। ইহাতেই ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের বিশেষ প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপিত হয়। যে শাস্ত্র কিম্বা যে ধর্ম্ম এই প্রকারে বিশেষ এবং প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরকে প্রকাশ করে, তাহাই আমাদের শাস্ত্র, তাহাই যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্রাহ্মদিগের সাক্ষাৎ গুরু এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রয়োজন। ইহা ভিন্ন জগতের পরিত্রাণ নাই। এই বিশেষ প্রত্যক্ষ বিধানে বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে বোধ হয় ঈশ্বর যেন অনেক দূরে রহিয়াছেন, ইহার জন্য দেশে দেশে যুগে যুগে মনুষ্যসন্তান সকল ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরকে নিকটে আনিতে চেষ্টা করিয়াছে। মূর্খ জগৎ জানে না যে ঈশ্বর চিরকালই নিকটে। নির্ব্বোধ মনুষ্য! যিনি কাছে বসিয়া আছেন তাঁহাকে নিকটে আনিবার জন্য কি পত্র প্রেরণ করিবে? জগৎ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না দেখিয়া চিরকালই কোন বিশেষ ব্যক্তি কিম্বা কোন বিশেষ পুস্তকের মধ্য দিয়া তাঁহাকে নিকটে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু আমরা ব্রাহ্ম কোন পুস্তক কিম্বা, কোন মনুষ্যের ভিতর দিয়া ঈশ্বরকে দেখিয়া আমরা তৃপ্ত হইতে পারি না, আমরা প্রত্যক্ষরূপে তাঁহাকে দেখিতে চাই, এবং প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহার শাস্ত্র পাঠ না করিলে আমাদের পরিত্রাণ নাই। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজ তাঁহারই বিশেষ বিধান। ইহার প্রত্যেক দিন এবং প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আমাদের প্রিয়। কেন না আমরা বিশ্বাস করি, ইহার প্রত্যেক ঘটনা বঙ্গদেশের, ভারতভূমির এবং সমস্ত পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর স্বয়ং সঙ্ঘটন

করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের সমুদয় ব্যাপার একত্র করিলে যাহা হয়, তাহার নাম ঈশ্বরের বিশেষ বিধান। অন্য ঘটনার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের এ সকল ঘটনার তুলনা হইতে পারে না। যে নিয়মে চন্দ্র সূর্য্য নিয়মিত হয় এবং জনসমাজ অন্নে পরিপুষ্ট এবং জ্ঞানে উন্নত হয়, সেই সাধারণ নিয়ম প্রণালীতে সে সমুদয় ঘটিয়াছিল এবং সাধারণ ভাবে সে সমুদয় চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ঘটনা সকল সেরূপ নহে। সাধারণ ঘটনাবলীতে কেহই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পায় না; কিন্তু জগৎ যখন দেখিতে পায়, একটী কিম্বা কতকগুলি পাপীর পরিত্রাণের জন্য অসামান্য এবং বিশেষ ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইল, তখন আর তাহারা অবিশ্বাসী কিম্বা অচেতন থাকিতে পারে না। সে সমুদয় অসাধারণ ঘটনার ভিতরে তখন তাহারা দেখিতে পায় ঈশ্বরের হস্ত প্রত্যক্ষরূপে কার্য্য করিতেছে। আমাদের ব্রাহ্মসমাজের এই বিশেষ বিধান সেইরূপ। ইহার মধ্য দিয়া ঈশ্বর প্রত্যক্ষ ভাবে বঙ্গদেশের, ভারতভূমির এবং সমস্ত জগতের পরিত্রাণের পথ পরিষ্কার করিতেছেন। এই বিশেষ বিধানের মধ্যেই কেবল তাঁহাকে আমরা বিধাতা বলিয়া পূজা করিতে পারি। যথাসময়ে ঈশ্বরহস্তরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের এই বিশেষ বিধান প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বিশ্বাস ভিন্ন আমাদের পরিত্রাণ নাই। ঈশ্বরকে যদি পৃথিবী হইতে নির্লিপ্ত বলিয়া পূজা করিলাম, তাহা হইলে অর্দ্ধ-বিশ্বাসী কিম্বা অবিশ্বাসী হইতে আমাদের অধিক প্রভেদ কি? যদি সাক্ষাৎ জাগ্রৎ ঈশ্বরকে দেখিতে চাও, তবে তাঁহার বিশেষ বিধান গ্রহণ করিতেই হইবে। গুরু এবং শাস্ত্র ভিন্ন বিশেষ বিধান হইতে পারে না। প্রত্যেকে পরিত্রাণের জন্য গুরু এবং

শাস্ত্র অন্বেষণ করে। যতক্ষণ না এই দুই আশা পূর্ণ হয়, ততক্ষণ মনুষ্যের আত্মা কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না। ব্রাহ্মগণ, তোমরা জান না তোমাদের গুরু কে, এবং তোমাদের শাস্ত্র কি? ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের গুরু, এবং ব্রাহ্মসমাজের সমুদয় ঘটনা তোমাদের শাস্ত্র। যাহারা বলে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাশীল মনুষ্যই ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য, উপাচার্য্য, এবং প্রচারক হয়, তাঁহারা অল্পবিশ্বাসী; কিন্তু বিশ্বাসী তাঁহারা যাঁহারা বলেন, এ সকল লোকের ভিতরে ঈশ্বরের অঙ্গুলী কার্য্য করিতেছে। আবার বাহিরে দেখিতেছি, কতকগুলি মনুষ্য উপদেশ দিয়া বেড়ান; ইহাতে কি এই বলিব যে আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মেও মনুষ্য গুরু? না, আমাদের একমাত্র গুরু সেই পরম গুরু ঈশ্বর। তাঁহার হস্ত-লিখিত ঘটনা সকল আমাদের এক্মাত্র শাস্ত্র। যে পরিমাণে মনুষ্য ঈশ্বরের কথা বলেন, সেই পরিমাণে তিনি আমাদের পরিত্রাণপথের সহায়; কিন্তু যে মুখের ভিতর হইতে ঈশ্বরের কথা না আসে তাহা গরল। ঈশ্বরের কথা না বলিয়া কেহ যদি আপনার কথা বলে তাহা আদৃত হইবে না। সেই পরম গুরু স্বয়ং বর্ত্তমান থাকিয়া যখন যাহাকে যাহা বলিবেন তাহাই তাহার শাস্ত্র। আমাদের গুরু স্বয়ং কথা বলিয়া প্রত্যেক শিষ্যকে উপদেশ দেন, সংসার-রণক্ষেত্রে বল এবং উৎসাহ দেন, এই জন্যই আমরা ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়াছি। সংসারের কোলাহল মধ্যে আমাদের গুরু অতি গম্ভীর ভাবে কথা বলিয়া সকল গোল মিটাইয়া দেন, তাঁহার এক একটী অগ্নিময় বাক্য আমাদের অন্তরের সকল প্রকার ভ্রান্তি এবং পাপ দগ্ধ করে। তাঁহার নিজের মুখের এক একটী বাক্য আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের এক একটী জীবন্ত সত্য। অন্তরে থাকিয়া

সর্ব্বদাই তিনি কথা বলিতেছেন, কেবল অবিশ্বাসী তাঁহার কথা শুনে না। মনুষ্যের অবিশ্বাসে তিনি দূর, বিশ্বাসে তিনি নিকটে। ব্রাহ্মগণ, তোমাদের গুরু নিকটে কি না বল। নিকটে যদি গুরু না থাকেন কাহার কথা শুনিতেছ? পরিত্রাণ কি এতই সহজ ব্যাপার যে মনুষ্য অথবা পুস্তকের কথায় নির্ভর করিয়া তাহা লাভ করিবে? পুস্তক কিম্বা মনুষ্যের প্রত্যেক কথা যদি ব্রহ্মের কথা না হয় গরল বলিয়া তাহা পরিত্যাগ কর। ব্রহ্মই আমাদের গুরু, ব্রহ্মই আমাদের শাস্ত্ররচয়িতা। ধর্ম্মশাস্ত্র কি? যাহাতে ধর্ম্মজীবনের ঘটনা সকল বর্ণিত থাকে। কখন কিরূপে একটী কিম্বা কতকগুলি পাপীর জীবন পরিবর্ত্তিত হইল, এক সময়ে পাঁচটী লোক কিংবা পাঁচটী পরিবার কিরূপে পবিত্র প্রেমে সম্মিলিত হইল, কিরূপে স্বার্থপর, অপ্রেমিক লোকদিগের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেমের জয় হইল, এ সকল ঘটনা যে পুস্তকে লিখিত হয়, তাহাই ধর্ম্মশাস্ত্র। অতএব আমাদেরও ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, যদিও তাহা কোন মনুষ্যের হস্ত লেখে নাই; কিন্তু আমরা বিশ্বাসচক্ষে তাহা পাঠ করিতেছি। এ সমুদয় ঘটনা লিপিবদ্ধ হইলেই অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র হইবে; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে এ চল্লিশ বৎসর যে সকল ঘটনা হইয়া গেল পৃথিবীর ভাষা কি সে সকল যথার্থরূপে লিপিবদ্ধ করিতে পারে? ঈশ্বরের অগ্নিময় সত্য সকল মনুষ্যের ভাষাকে দগ্ধ করে। বিধাতার জ্বলন্ত ঘটনা সকল মনুষ্যের সামান্য কথায় লেখা যায় না। যে দিন আমরা প্রত্যেকে ব্রাহ্ম হই, সেই দিন হইতে আমাদের প্রত্যেকের ধর্ম্মশাস্ত্র আরম্ভ হয়। যখনই কোন বিপাকে পড়িয়া অন্ধকার দেখি, নিজের জীবনগ্রন্থে কিংবা অন্যের জীবনপুস্তকে, ঈশ্বরের সেই জীবন্ত সত্য সকল দেখিলেই আলোক এবং উৎসাহ পাই। চক্ষের সমক্ষে

বিশেষ বিধানে বিশ্বাস।

রবিবার, ৩রা চৈত্র, ১৭৯৫ শক।

পৃথিবীতে কেবল ঐশ্বর্য্য সম্পদ থাকিলেই যে তাহার প্রতি আমরা অনুরাগী হই তাহা নহে। নেত্রপাত করিলেই চারিদিকে ঈশ্বরের বিপুল ঐশ্বর্য্য আমাদের নয়ন মন আকর্ষণ করে; কিন্তু এ সমুদয় ধন কি আমার বলিয়া মনে হয়? ধন যদি পরের হয় তাহাতে কি কাহারও অনুরাগ হয়? ধন নিজের হইলেই তাহার মূল্য শত গুণ বৃদ্ধি হয়, সেই ধন আবার পরের হইলেই তাহার মূল্য অল্প হইয়া যায়, এবং তাহার প্রতি অনুরাগ কমিয়া যায়। ঈশ্বর এই জগৎ সৃজন করিয়াছেন; কিন্তু যতক্ষণ তিনি ইহা আমার জন্য করিয়াছেন, এ প্রকার বিশ্বাস করিতে না পারি, ততক্ষণ ইহাতে আমার কি? সেইরূপ ঈশ্বর যে ধর্ম্মরাজ্যের রাজা হইয়া মনুষ্যদিগের কল্যাণের জন্য বিবিধ ধর্ম্মনিয়ম স্থাপন করিতেছেন, সে সকল আমার জন্য করিতেছেন, তাহা যদি বুঝিতে না পারি তাহার প্রতি আমার কেন অনুরাগ হইবে? মানিলাম সাধারণের উপকারের জন্য ঈশ্বর ব্যস্ত রহিয়াছেন জানিলাম তিনি জগতের প্রতি বড় দয়াময়, তথাপি তাঁহার প্রতি আমার হৃদয় আকৃষ্ট হইল না; কিন্তু যখন দেখিলাম, যিনি এত বড় জগৎকে পালন করিতেছেন, তিনি আমার জন্য ব্যস্ত, তখন হৃদয়ের অনুরাগ সবেগে আপনা আপনি তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। অতএব ঈশ্বর যে সকল ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছেন, এ সমুদয় সাধারণ মনুষ্যের জন্য, না আমার জন্য? যে পর্য্যন্ত এই প্রশ্নের মীমাংসা না হয় সে পর্য্যন্ত কাহারও মনে তাঁহার প্রতি

যথার্থ অনুরাগ হয় না। ঈশ্বরের এই বিশেষ বিধানে বিশ্বাসের উপর জগতের সকল ধর্মসম্প্রদায় স্থাপিত হইয়াছে। ভক্তমাত্রেই এইরূপে বিশেষ বিধানের দ্বারা দূর হইতে ঈশ্বরকে নিকটে আনিয়া আপনার করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। যে সকল বিধান হইয়াছে, এবং হইতেছে, তাহা সাধারণ মনুষ্যমণ্ডলীর জন্য, এ কথা বলিলে ভক্তের প্রাণ তুষ্ট হয় না; কিন্তু যখন তিনি দেখিতে পান ঈশ্বর যাহা করিতেছেন সকলই তাঁহার জন্য, তখনই তাঁহার হৃদয়ে প্রাণের সঞ্চার হয়। নতুবা পরের সঙ্গে ঈশ্বর আলাপ করিলেন, পরের জন্য তিনি মঙ্গল বিধান করিলেন, পরের চক্ষু তাঁহার সুন্দর মুখ দেখিল তাহাতে আমার কি? ঈশ্বরকে এইরূপে বাহিরে বাহিরে রাখিয়া কেহই চিরকাল ব্রাহ্মসমাজে থাকিতে পারিবে না। ব্রাহ্ম হইলেই যে ঈশ্বর এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিশেষ অনুরাগ হয় তাহা নহে। ঈশ্বর আমাকে দুঃখী জানিয়া দয়া করিয়া আমার মাথার আমার হস্তে এই বিধান পাঠাইলেন, এইরূপে নিজের বলিয়া দেখিলে কিংবা আপনার সামগ্রী বলিয়া বিশ্বাস করিলে যেমন তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। চন্দ্র সূর্য্য যে এত সাধারণ এবং দূরের বস্তু, আমি যে এই তৃণ তুল্য ক্ষুদ্র জীব, ঈশ্বর আমাকে আলোক দিবার জন্য সেই উচ্চ আকাশে ঐ বড় বড় পদার্থদ্বয় সৃজন করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিলে মন যেমন প্রফুল্ল হয়। ঈশ্বর, যিনি এত বড় রাজ্যের বিধাতা, আমি যে একজন ক্ষুদ্রতম প্রজা, আমাকেও তাঁহার স্মরণ আছে, আমার নাম লইয়া তিনি চন্দ্র সূর্য্যকে বলিয়া দিতেছেন, আমার অমুক সন্তানকে তোমার জ্যোতি দাও। যখন অন্তরে এই বিশ্বাস আসিল, তখন সমুদয়

ব্যাপারের ভাবান্তর হইল, সাধারণ বিশেষ হইল, দূর নিকট হইল। ঈশ্বর যে কেবল সাধারণরূপে সৃজন করেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার এক একটী পদার্থ প্রত্যেক ক্ষুদ্র কীটের জন্য। যখন দেখিতে পাই, আমাদের প্রতিজনের উপরে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি রহিয়াছে, তখন তাঁহার প্রতি আপনাআপনি হৃদয়ের গভীরতম অনুরাগ প্রধাবিত হয়। রাজা যদি সাধারণ ভাবে আজ্ঞা প্রচার করিয়া রাজ্যের উন্নতি সাধন করেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি প্রজাদিগের অন্তরে তেমন অনুরাগ হয় না; কিন্তু যখন দেখা যায় তাঁহার হস্তে এত বড় রাজ্যের ভার, তিনি এক একটী দুঃখী প্রজার দুঃখ দূর করিবার জন্য বিশেষরূপে ব্যস্ত, তখন সহজেই তাঁহার প্রতি প্রজাদিগের গভীর এবং প্রগাঢ় রাজভক্তি হয়। সেইরূপ যখন দেখি যিনি বিশ্বরাজ্যের রাজা, অসংখ্য অগণ্য প্রজাদিগের জন্য যাঁহার ভাবিতে হয়, তিনি আমার জন্য এত ব্যাপার সম্পাদন করিলেন, আমার সুখের জন্য প্রকৃতিকে এত মধুময় করিলেন, আমার জন্য সুশীতল সমীরণ পাঠাইলেন, আমার জন্য চন্দ্র সূর্য্য নির্ম্মাণ করিলেন, তখন মন স্বভাবতঃ তাঁহার প্রতি বিশেষরূপে অনুরক্ত হয়। তখন ঈশ্বর এবং আমার মধ্যে যে পূর্ব্বে ভয়ানক ব্যবধান ছিল, আর তাহা দৃষ্ট হয় না। যেমন জড়রাজ্যসম্পর্কে, তেমনি ধর্ম্মরাজ্যসম্পর্কে। জড়রাজ্যের এক একটী পদার্থ এবং এক একটী ঘটনায় ঈশ্বরের বিশেষ দয়া দেখিলে যেমন তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ হয়, সেইরূপ ধর্ম্মরাজ্যের বিধানের মধ্যেও তাঁহার বিশেষ কৃপা অনুভব করিলে মনুষ্যের পরিত্রাণ হয়। যতবার ঈশ্বর জগদ্বাসীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ বিধান প্রেরণ করিয়াছেন, সে সমুদয় আমারই

জন্য এই বিশ্বাস পরিত্রাণপ্রদ। অমুক সময়ে যে ঋষিরা ব্রহ্মনাম গান করিয়া হিমালয় কাঁপাইয়াছিলেন, অমুক শতাব্দীতে যে ঈশ্বর কয়জন বিশেষ ব্যক্তিকে পাঠাইয়া একটী পতিত রাজ্যকে উদ্ধার করিলেন, অমুক শুষ্ক দেশ যে তিনি ভক্তিস্রোতে ভাসাইলেন, এ সমুদয় আমারই জন্য। সহস্র সহস্র শতাব্দী পূর্ব্বে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল তাহা আমারই জন্য। এইরূপে ভক্ত বিশ্বাস দ্বারা ধর্ম্মরাজ্যের অতীত এবং বর্ত্তমান সমুদয় ঘটনা আপনার জীবনে গ্রথিত করিয়া সুখী হন। বিশ্বাসে দূরস্থ ব্যক্তি নিকটস্থ হয়, পরের বস্তু আপনার হয়, ভক্তের জীবন ইহার প্রমাণ। আমাদের বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজও ঈশ্বরের একটী বিধান ইহা আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু যাঁহারা মনে করেন কেবল বঙ্গদেশের কয়েকটী ঘটনা আমাদের জন্য, অন্যান্য দেশের গুরু, উপদেষ্টা, এবং ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের সঙ্গে আমাদের কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই, পৃথিবীর সমুদয় পর, কেবল বঙ্গদেশের কয়েকজন ব্রাহ্মই আমাদের আপনার লোক, তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ হৃদয় কদাচ স্বর্গীয় ধর্ম্মের উপযুক্ত নহে। বঙ্গদেশের এই দশ পাঁচটী লোক যাঁহারা ধর্ম্ম লইয়া ক্রীড়া করিতেছে কেবল ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া মরিব, এইজন্য আমরা পৃথিবীতে আসি নাই। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগ। সমুদয় যোগী ঋষি সাধু ভক্ত যাঁহারা জগতে আসিয়াছিলেন, সকলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। তাঁহাদের স্বর্গীয় জীবন এবং সমুদয় উপদেশের শেষ ফল এই ব্রাহ্মসমাজ। তাঁহাদের সকলের ভিতরে আমরা ছিলাম এবং আমাদের সকলের জীবনে তাঁহারা আছেন। যখন তাঁহারা সৃজিত হইয়াছিলেন, ঈশ্বর তখনই তাঁহাদের ভিতরে আমাদিগকে রাখিয়াছিলেন, নতুবা আমরা

তাঁহাদিগকে প্রেম দান করিব কেন? অতএব যদি বঙ্গদেশ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, যদি পাপনদীর ভয়ানক স্রোত আসিয়া ইহাতে যাহা কিছু ঈশ্বরের সত্য এবং পবিত্রতা ছিল সব লইয়া যায়, যদি এই স্থানে যে ব্রাহ্মসমাজ ছিল ইহার চিহ্নমাত্র না থাকে, তথাপি আমাদের অনন্তকালের ব্রাহ্মধর্ম্মের বিনাশ নাই। সকল দেশের এবং সকল কালের ভক্তদিগের সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের নিগূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে, এই জন্যই তাঁহাদিগকে ভক্তিভাজন জানিয়া আমাদের হৃদয়াসনে স্থান দান করি। তাঁহারা সকলেই আমাদের নিজস্ব ধন। কেবল বিশ্বাসের দ্বারাই সমুদয় আপনার হয়। সমুদয় আপনার হইলে যে কি হয় জগৎ তাহা অদ্যাবধি সম্যক্‌রূপে জানে নাই। সমুদয় একত্র হইবামাত্র প্রকাণ্ড দুর্জ্জয় একটী অগ্নি বাহির হইবে, সেই অগ্নি স্বর্গীয় ব্রাহ্মসমাজ নাম লইয়া চারিদিকে ধাবিত হইবে: সেই অগ্নি দ্বারা এখন যাঁহারা যে পরিমাণে পরিস্কৃত হইতেছেন সে পরিমাণে তাঁহারা ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম কতকগুলি মতের সমষ্টি নহে। সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত ঈশ্বর পৃথিবীতে যে সকল ভক্ত এবং অগ্নিময় সত্য প্রেরণ করিয়াছেন, সে সমুদয় একত্র হইলে যে একটী প্রকাণ্ড অগ্নি অথবা দুর্জ্জয় বল হয় তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম। ইহা যদি কতকগুলি মতের ধর্ম্ম হইত, ইহা কেবল জ্ঞানীদের হইত, মূর্খেরা বুঝিতে পারিত না। কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায় ইহা ধনী নির্ধন, জ্ঞানী মূর্খ, সুখী দুঃখী সকলেরই জন্য। ইহা জ্বলন্ত অগ্নি অথবা দুর্জ্জয় বিক্রমের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। ইহার পরাক্রম এবং দুর্জ্জয় প্রতাপে সকলেই পরাস্ত হইতেছে. এই অগ্নির দ্বারা তোমাদের এবং আমাদের সকলেরই জীবন পরিস্কৃত হইবে। ঈশ্বর হইতে এই অগ্নি আসিয়াছে,

আমাদের সকলের হৃদয়ে এই অগ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে, তোমরা কি ইহার উত্তাপ এবং পরাক্রম দেখিতেছ না? কেবল মত সাধন করিলে ধর্ম্মসাধন হয় না। পৃথিবী এতকাল ইহা করিয়াছে এবং এইজন্যই মরিয়াছে! আর আমরা ইহা করিব না, এই জন্যই ঈশ্বর এই বিশেষ বিধান প্রেরণ করিয়াছেন। জগতের পরিত্রাণের জন্য যত বিধান হইয়াছে সমুদয় বিধানের শেষ ফল এই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ইহাতে ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ এক হইয়াছে। কোটি বৎসর পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ্যে যাহা ঘটিয়াছে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের, এবং কোটি বৎসর পরে যাহা হইবে তাহাও ব্রাহ্মধর্ম্মের। আমরা যেমন ইহার অগ্নিসংস্কারে পরিষ্কৃত হইতেছি, আমাদের কোটি কোটি বৎসর পরে যাঁহারা আসিবেন তাঁহারাও ইহারই দ্বারা সংশোধিত হইবেন। ইহা কেবল বঙ্গদেশের কতকগুলি সামান্য ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার জন্য আসে নাই; কিন্তু ইহা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরিত্রাণের জন্য আসিয়াছে; অন্য দিকে ইহা তেমনই সত্য যে ইহা আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য আসিয়াছে। আমাকে বাঁচাইবার জন্য ঈশ্বর দূর হইতে নিকটে আসিয়া আমার হস্তে তাঁহার এত বড় ধর্ম্ম দিলেন। দুঃখী দেখিয়া অমিয় মাখিয়া আমার নামে পত্র লিখিয়া তাহাতে তাঁহার দয়াল নাম লিখিয়া দিলেন। আমাকে ক্ষুদ্র জানিয়াও এত দয়া করিলেন, ইহা দেখিলে কাহার হৃদয় না তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়? ইহাই পরিত্রাণপ্রদ বিশ্বাস। প্রত্যেক ব্রাহ্ম এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মিকার এই বিশ্বাস সাধন করা কর্ত্তব্য।

দুই শ্রেণীর বিশ্বাসী।

শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল পাইনের বাটী।

শনিবার, ৯ই ফাল্গুন, ১৭৯৬ শক।

ঈশ্বরের সকল উপাসকই বিশ্বাসী। যাঁহারা তাঁহার পূজা অর্চনা করেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার বিশ্বাসী সন্তান। কিন্তু ভীত বিশ্বাসী এক শ্রেণীর লোক, নির্ভয় বিশ্বাসী অন্য শ্রেণীর লোক। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা ঈশ্বর যে তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ দিবেন, তাঁহাদের চরিত্র নির্ম্মল করিয়া যে তাঁহাদিগকে আনন্দধামে লইয়া যাইবেন ইহা বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের মনে এই ভয় আছে, এই যে কতকাল পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া একটু শান্তি লাভ করিলাম, হয়ত আবার ইহা হারাইয়া মরুভূমির শুকতার মধ্যে পড়িয়া অবিশ্বাসী হইতে হইবে। এই ভয়ই তাঁহাদের নিরাশা এবং মৃত্যুর কারণ হয়। কিন্তু এমন বিশ্বাসী আছেন যাঁহারা ঈশ্বরকে ধরিয়াছেন কেবল তাহা নহে; কিন্তু তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে নির্ভয় হইয়াছেন। ভাল লোকের মধ্যেও মন্দ লোক আছে এবং মন্দ লোকের মধ্যেও ভাল লোক আছে; কিন্তু যদি শ্রেণীবদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে, এই দুটী শ্রেণী স্বীকার করিতেই হইবে। ব্রাহ্ম, তোমার জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্য আছে, ইহা মনে করিয়া তুমি অহঙ্কৃত হইও না, কেন না ইহা তোমার অভয় অবস্থা নহে; যদি ইহাতেই তুমি নিশ্চিন্ত থাক তবে তোমার উচ্চ অবস্থার উপরে বিশ্বাস নাই। তবে তুমি ধন্য যদি বিশ্বাস করিতে পার। পরিত্রাণ পাইবেন যাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে

তুমি চিহ্নিত। প্রাণেশ্বর তোমাকে তাঁহাদের মধ্যে গ্রহণ করিয়া অভয় দান করিয়াছেন। যতক্ষণ তনু থাকিবে ততক্ষণ অধীর হইয়া থাকিতে হইবে। তোমাকে আমি পরিত্রাণ করিবই করিব, তোমার পরিত্রাণ নিশ্চিত, আজ তোমাকে এই বর দিলাম; যিনি এই কথা ঈশ্বরমুখে শুনিয়াছেন, তিনিই নির্ভয় হইয়াছেন। সহস্র সাধকের মধ্যে দুই চারিটি লোক এইরূপে চিহ্নিত। আসে অনেক; কিন্তু চিহ্নিত হয় অল্প লোক। আমরা সকলেই পিতার চরণ বক্ষস্থলে ধারণ করি; কিন্তু 'তোমাকে আমি পরিত্রাণ হইতে বঞ্চিত করিব না, তোমাকে একজন চিহ্নিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি' পিতার মুখে কয়টী লোক এই কথা শুনিয়াছেন? আমরা যদি এই কথা শুনি, আমাদের পক্ষে সশরীরে স্বর্গে যাওয়া অসম্ভব নহে। সহস্র শত্রু যদি আমাদিগকে অধর্ম্মের দিকে টানিতে থাকে তথাপি আমরা স্বর্গে যাইব। পিতার মুখের কথা কখনই ব্যর্থ হইবে না। আমরা স্বর্গে গিয়া বসিবই বসিব। কেন না ঈশ্বর নিজ মুখে বলিয়াছেন, 'বৎস, আমি তোমাকে নিশ্চয়ই উদ্ধার করিব, তুমি নিরাশাকে বধ কর।' ধর্ম্মজগতের আর সকলই আড়ম্বর এবং ফাঁকি, সার কেবল পিতার এই অঙ্গীকার। এত বয়স হইল যদি পিতার মুখে এই আশার কথা না শুনি তবে আমাদের কি হইল? অতএব, ব্রাহ্মগণ, একটু ব্যস্ত হও। দীননাথের মুখে এই কথা না শুনিলে বাঁচিবে কিরূপে? তিনি প্রসন্ন হইয়া এই বরটী যেন প্রত্যেক সাধককে দেন যে, 'আমি আর তোমাকে ছাড়িব না।' আমাদের নিজের কোন গুণ নাই যে আমরা সেই সহস্রের মধ্যে দুই পাঁচ জন হইব। পিতা যদি কাছে ডাকিয়া বলিয়া দেন, 'এত দিন পর তোমার সাধন সকল

হইল, যাও তুমি নির্ভয় হইয়া সংসারে বিচরণ কর; আজ আমি তোমার হইলাম, তুমি আমার হইলে,' তবে তাহার তুল্য শুভ-আশীর্ব্বাদ, বল, আর কি আছে? এমন শুভাশীর্ব্বাদ কবে পিতার মুখে শুনিব? এইজন্য প্রাণ ব্যাকুল হউক। ঈশ্বরের আশ্বাস বাক্য, তাঁহার অভয়দান ভিন্ন কি সাধক বাঁচিতে পারে? সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চদান এই অভয়বাক্য। পুত্রকে যদি পিতা অভয় দিলেন তবে আর তার ভয় ভাবনা কি? যদি আমরা অভয় পদ না পাই তবে আমাদের ধর্ম্ম সাধনে ফল কি? এই কথা যেন পিতাকে বলিতে পারি, দুঃখ দাও, কষ্ট দাও ক্ষতি নাই; কিন্তু অভয় দিও, তাহা হইলেই সুখী হইব। কি একাকী কি ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে যতবার তাঁহাকে দেখিব ততবার তাঁহার কাছে এই ভিক্ষা চাহিব, ততক্ষণই মস্তক পাতিয়া থাকিব, যতক্ষণ না ইহার উপরে তাঁহার পবিত্র অভয় হস্ত স্থাপন করিবেন। তার মত দুঃখী কে আছে যে এই কথা শুনিল না। সাবধানে গ্রহণ কর। পবিত্র হইবই হইব যেন না ঈশ্বর বলিয়াছেন। মানুষ এবং নিজের বিকৃত বুদ্ধি শত্রু হইয়া আমাদিগকে ভয় দেখায়; কিন্তু ঈশ্বর বলিয়াছেন, আমরা পবিত্র হইবই, তবে ভয় করিব কাহাকে? যথাসময়ে তাঁহার শ্রীমুখাৎ এই আশীর্ব্বাদ শুনিব। এই আশীর্ব্বাদের সঙ্গে সঙ্গেই এক নূতন পবিত্র জীবন পাইব, অনন্তকালের আনন্দরাজ্যের দ্বার খুলিয়া যাইবে। দয়াময় আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ দিন, আমরা প্রতীক্ষা করিয়া তাঁহার চরণতলে পড়িয়া থাকি।

ইচ্ছাই ধর্ম্মের মূল।

রবিবার, ১৯শে মাঘ, ১৭৯৬ শক।

কিছুই ছিল না সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইল। কিছুই ছিল না তথাপি এই সুন্দর বিশ্ব ঘোর অন্ধকার হইতে উৎপন্ন হইল। হেতু কি? এক ইচ্ছা, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন, এই জগৎ আসিল। এক ইচ্ছা অন্ধকার হইতে জ্যোতি বাহির করিল, সেই ইচ্ছা ঈশ্বরেতে পূর্ণ এবং অনন্ত ভাবে রহিয়াছে। সেই ইচ্ছা প্রত্যেক মনুষ্যাত্মার মধ্যে রহিয়াছে; কিন্তু অনন্ত অসীম ইচ্ছা আমাদের নাই, ঈশ্বরের আছে। আমাদের যতটুকু পরিমাণে ইচ্ছা আছে, ততটুকু পরিমাণে আমরা অন্ধকার হইতে আলোক, নরক হইতে স্বর্গ, এবং কদাকার হইতে সুন্দর বস্তু লাভ করি। ইচ্ছা দুর্ব্বল এবং অসৎ হইতে পারে না। কিছু ছিল না আর এই ইচ্ছার প্রভাবে অনেক হইল। জয় লাভের আদি কারণ ইচ্ছা। যাহা কিছু হইয়াছে, যাহা কিছু হইতেছে, যাহা কিছু হইবে, সমুদয়ের কারণ ইচ্ছা। আলোক, সত্য লাভ করিতে যদি মনুষ্যের ইচ্ছা না হয় তাহার জীবনে অন্ধকার এবং অসত্য থাকিবেই। ইচ্ছা যেখানে সেখানে দুর্ব্বলতা নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইল, পৃথিবী সৃষ্ট হউক, অথচ পৃথিবীর সৃষ্টি হইল না ইহা কিরূপে হইতে পারে? ইহার বল অনতিক্রমণীয়। সেইরূপ মনুষ্যের ইচ্ছা যদি বলে পাপ দূর হউক, পাপ কি থাকিতে পারে? মানিলাম অনেক জঘন্য পাপ পোষণ করা হইয়াছে, অনেক উপদেশ এবং সাধুসঙ্গ অবহেলা করিয়া অন্তরে পাপরিপুকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু ইচ্ছা হইলে কোন্ পাপকে না দূর করিয়া দিতে

পারে ? ঈশ্বরের ইচ্ছার স্ফুলিঙ্গ অন্ধকার মধ্যে প্রবেশ করিল, আর তৎক্ষণাৎ আশ্চর্য্য জ্যোতি বাহির হইল, যদি তেমনই আমাদের একটী স্বর্গীয় ইচ্ছা হয়, তবে কি আমাদের মনে পাপ দুঃখ থাকিতে পারে ? মনুষ্য দেবতা হইতে পারে, কেবল একটী সামগ্রী থাকিলে, সেই সামগ্রী ইচ্ছা। ঈশ্বরেচ্ছায় যেমন জগৎ জন্মিল, মনুষ্যের ইচ্ছায় তেমনি স্বর্গীয় জীবনের উৎপত্তি হয়। সত্যের প্রদীপ, প্রেমের নদ নদী কোথা হইতে বাহির হইল ? এই এক ইচ্ছা হইতে। বস্তুতঃ এই ধর্ম্মজগতের সৃষ্টি তেমনই আশ্চর্য্য যেমন অনন্তগুণ অধিক পরিমাণে আশ্চর্য্য,—অন্ধকার হইতে এই জগতের সৃষ্টি। কিছুই ছিল না, আর কে রচিল এমন সুন্দর বিশ্ব ছবি, ইহা ভাবিয়া যেমন আমরা আশ্চর্য্য হই, তেমনই যখন দেখি পাপীর জঘন্য কদাকার হৃদয় হইতে সুন্দর স্বর্গীয় জীবন উঠিল, তখন সহজেই আমরা চমৎকৃত হই। যখন দেখি পাপী দুর্জ্জয় ইচ্ছাবলে ধর্ম্মজগৎ বাহির করিল, তখন বলি ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি আছে ? গভীর অন্ধকার যেখানে ছিল, কোথা হইতে সেখানে এত আলোক আসিল ? বাস্তবিক ইচ্ছার বলে আশ্চর্য্য ঘটনা সকল সংঘটিত হইতেছে। ইহার গুণ আমরা চিরদিন ঘোষণা করিব। ইচ্ছা সামান্য বল নহে। ঈশ্বরের শক্তি ভিন্ন ইচ্ছা আর কিছুই নহে। ঈশ্বরের দয়াও তাঁহার ইচ্ছার ভিতরে কার্য্য করে। ইচ্ছা দ্বারা ঈশ্বর তাঁহার কার্য্য সকল সাধন করিতেছেন। মনুষ্য সেইরূপ ঈশ্বরের দাস হইয়া এই ইচ্ছার বলে ক্ষুদ্র পরিমাণে এক একটী সুন্দর ধর্ম্মজগৎ নির্ম্মাণ করিতেছে। কেমন আশ্চর্য্য সেই বল যাহা পাপকে জয় করে, এবং নরকের মধ্যে স্বর্গ সৃজন করে। সমস্ত ধর্ম্মজগতে এই ইচ্ছারই মহিমা

দেখা যায়। যেখানে ইচ্ছার বিলোপ সেখানে মৃত্যু, অন্ধকার। অতএব যদি ধর্ম্ম জীবন চাও তবে এই ইচ্ছাকে অবলম্বন কর। একদিন ব্রহ্মাণ্ডসম্পর্কে যাহা হইয়াছে, ধর্ম্মজীবনসম্পর্কেও তাহারই প্রয়োজন। যেখানে সাধু ইচ্ছার প্রভাবে সুন্দর পুণ্য জগতের নির্ম্মাণ সেখানে অসাধুতার মৃত্যু। যে দিন মনুষ্য ভাল হইতে ইচ্ছা করে সেই দিন হইতেই তাহার নব জীবনের আরম্ভ হয়। সেই ইচ্ছার মূলে ঈশ্বরের কৃপা কার্য্য করে, এবং সেই ইচ্ছাই স্বর্গীয় জীবনের নেতা। যদি কেহ বলেন ইচ্ছাতে স্বর্গ হয় না, ইচ্ছাতে পাপ দমন হয় না, তিনি মিথ্যা বলেন। যেটুকু সাধু ইচ্ছা সেইটুক ঈশ্বরের। যিনি সূর্য্যকে আকাশে প্রকাশিত হইতে বলেন তিনিই আমাদের অন্তরের সাধু ইচ্ছাকে উদিত হইতে বলেন। প্রকৃত ইচ্ছা তাহা যাহা সৃজন করে। যাহা অন্ধকারমধ্যে আলোক প্রকাশিত করে। আমাদের পক্ষে ধর্ম্ম সৃজন করিতে হইবে। আমাদের ছিল দুর্ব্বলতা এবং অন্ধকার, সেই দুর্ব্বলতা এবং অন্ধকারের মধ্যে বল এবং আলোক আনিতে হইবে। এইজন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা চাই, কেন না সেই ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছার সঙ্গে যোগ দিয়া নূতন প্রেমের রাজ্য প্রকাশ করে। ঈশ্বরের সঙ্গে সাধু ইচ্ছার বিরোধ হইতে পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই মনুষ্যের পরিবর্ত্তন হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা না হইলে মনুষ্য কি আপনার বলে অধর্ম্ম হইতে আপনাকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাইতে পারে? ইচ্ছা হইল অথচ কার্য্য হইল না, ইহা হইতে পারে না। যেমন ইচ্ছাতে কোটী কোটী লোকমণ্ডলী নির্ম্মিত হইল, তেমনই সাধু ইচ্ছা হইলেই মনুষ্যের পরিত্রাণ হয়। সম্পদের মূল কারণ ইচ্ছা। ইচ্ছা ভিন্ন ধর্ম্মোন্নতি কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

ইচ্ছাতেই পরিত্রাণ, এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের সকল শাস্ত্র আশার ব্যাপার! এত অপরাধ করিয়াছ, ঈশ্বরের বক্ষে এত অস্ত্রাঘাত করিয়াছ, তথাপি সাধু ইচ্ছা হইলেই চির্নি যাইবে, ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের আশার কথা। মনের মালিন্য ধৌত হইবে না, পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, পাপ আপনাকে আপনি মারিবে কিরূপে? অন্ধকার কিরূপে আলোক আনিবে? পাপ করিলে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পার না, পৃথিবীতে সর্ব্বদাই এ সকল নিরাশার কথা শুনিয়াছি; কিন্তু ব্রাহ্ম এক দিকে যেমন পৃথিবীর অবিশ্বাস এবং নিরাশার কথা শুনিতেছেন, অপর দিকে তিনি আবার ঈশ্বরের মুখে আশার কথা শুনিতেছেন। মহাপাপীও যখন ঈশ্বরের কথা শুনে, সে বলে আমি পাপী; কিন্তু যখন আমার ইচ্ছা হইয়াছে যে আমি নির্ম্মল হইব, তখন কাহার সাধ্য আমাকে বাধা দেয়? আমি যদি যথার্থ ব্রহ্মসন্তান হই, আমি বলিতেছি, পাপসাগর শুষ্ক হউক, এখনই তাহা শুষ্ক হইবে। শত বৎসরের পাপ চূর্ণ হইবে। এমন পাপী কেহ পৃথিবীতে নাই যে ইচ্ছা করিলে নিষ্পাপ হইতে পারে না। প্রত্যেক পাপী একবার হৃদয়ের ভিতরে নতন ইচ্ছাকে স্থান দিয়া জিহ্বার অগ্রে এই কথা বলুক যে পাপ যাইবে; নিশ্চয়ই তাহার পাপ চূর্ণ হইবে। যখন হৃদয়ে শুভ ইচ্ছার উদয় হয়, তখনই পাপীর পরিবর্ত্তন হয়। আত্মার সাধু ইচ্ছা ব্যতীত সমুদয় দুর্ব্বলতা, সমুদয় অন্ধকার। ভাল হইবার অনেক উপায় আছে, কিন্তু যদি ইচ্ছা না থাকে কিছুই হইবে না। একবার বল, কোটী বার আমি পাপ করিয়াছি বটে; কিন্তু আমি এখন ইচ্ছা করিয়াছি ভাল হইব। যিনি এইরূপ ইচ্ছার বলে ভাল হইয়াছেন তিনি জানেন ইচ্ছার কত প্রতাপ। সামান্য একটা জিহ্বা, কিন্তু ইচ্ছা

থাকিলে ইহার একটী শব্দে মনুষ্য দেবতা হয়। জন্মাবধি আমি দুর্ব্বল, জন্মাবধি আমি পাপাসক্ত। কিন্তু যাই আমার ইচ্ছা হইল, আমি ঈশ্বরের বলে পুণ্যবান্ হইব, তখনই আমার জীবনে পরিবর্ত্তন হইল। এক ইচ্ছা, এক শব্দে সহস্র বৎসরের পাপ দূর করিতে পারে। একবার রসনা আজ্ঞা প্রচার করুক চন্দ্রদ্বন কি করে দেখিবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন কেহ জন্মিতে পারে না। ইচ্ছাতে যাহার জন্ম, বলিতে তাহার জন্ম। আমার পাপ পশ্চাতে রহিল, ইচ্ছা হইল, আর আমি পুণ্যপথে পরিত্রাণ পথে চলিতে লাগিলাম। পশ্চাতে কি হইতেছে মনুষ্যের শরীরের চক্ষুও তাহা দেখিতে পায় না। অতএব যখন জানিতেছি ইচ্ছা হইলেই ভাল হইতে পারি, তখন আমরা বিশ্বাস এবং আশার চক্ষে কেবল ভবিষ্যতের দিকেই দেখিব। কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা পূর্ব্বে যেমন এখনও তেমনই প্রবল রহিল, মনুষ্যসমাজ পূর্ব্বে যেমন পাপে লুণ্ঠিত ছিল, এখনও তেমনই রহিল, প্রমত্ততা আসে না প্রেম আসে না, পুরাতন অভ্যস্ত পাপ যায় না, নরকের সন্তান যদি আমরা হই, তবেই এ সকল কথায় বিশ্বাস করিতে পারি। যখন আমরা সাধু ইচ্ছার দুর্জ্জয় বল দেখিতেছি তখন কিরূপে আমরা এ সকল অন্ধকারের কথা বলিব? আমরা দেখিতেছি ঈশ্বরের বল আমাদের প্রতিজনের ভিতরে আছে; এই রসনাই পরিত্রাণ করিবে। ইচ্ছার বলে এই রসনার শব্দগুণে জগতের পরিত্রাণ হইবে। শব্দ দ্বারা পশুজীবনকে বিনাশ করিব। আমাদের যাবতীয় মঙ্গল ঘটনার মধ্যে এই ইচ্ছার প্রভাব দেখিতেছি। যদি বল আমাদের ইচ্ছা আছে তথাপি অসদ্ভাব যায় না, সেই বৃথা কথা পরিত্যাগ কর। কেন না ইচ্ছা তেমন হয় নাই। যে ইচ্ছার কথা

বলিলাম তাহা সামান্য ইচ্ছা নহে। ইচ্ছাশাস্ত্রে বিশ্বাস কর। ইহার জন্য স্বর্গের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা কর। যখন মনের সহিত বিশ্বাস করিবে তখন জীবনে বিশ্বাসের কার্য্য হইবে। অবিশ্বাসী ভগ্ন ব্রাহ্ম, তুমি মনে মনে এখনও এই ভয় পোষণ করিতেছ, হয়ত ইচ্ছা করিলেও ভাল হইব না। যাঁহারা ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং ব্রহ্ম-সন্তানের ইচ্ছার বলে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বলেন, যাও পর্ব্বত, দূর হও, পর্ব্বত তখনই স্থানান্তরিত হয়। তাঁহারা বলেন আসুক প্রেমধাম, তখনই প্রেমধাম নির্ম্মিত হয়। এখনই যদি ইচ্ছা করি, এখনই পরিত্রাণ পাইব। ইচ্ছা কর পরিত্রাণ পাইবে।

হে প্রেমময় পরমেশ্বর কত বার অন্তরের অন্তরে তুমি প্রকাশিত হইয়াছ। আমরা এত পাপ করিয়াছিলাম যে পৃথিবী বলিল এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই; কিন্তু তুমি বলিলে, আমরা ইচ্ছা করিলেই পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইব। ভাল উপাসনা যদি না হয় মনুষ্য ইচ্ছা করিলেই ভাল উপাসনা করিতে পারে। তোমার ইচ্ছা ভিন্ন কে কবে বাঁচিয়াছে? যথার্থ সাধু ইচ্ছা যখন উদিত হয়, তুমিত আপনি তাহার সহায়তা কর। সম্প্রতি যে তোমার এত ধন পাইলাম, বুঝিতেছি যদি ইচ্ছা হয় তবে রাখিতে পারিব। পিতা, ইচ্ছা থাকিলে কে তোমাকে দেখিতে পায় না? এমন কে রহিয়াছে যে, তোমার জন্য কাঁদিয়া তোমার দর্শন পাই নাই? এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা সাধু ইচ্ছা দিন দিন পোষণ করিতে পারি। যাহাতে অসাধু মনে সাধু ইচ্ছার উদয় হয় কৃপা করিয়া তুমি এমন বিধান করিয়া দাও।

ভক্ত দয়াবান্ কর্ম্মী।

২৪শে ফাল্গুন, রবিবার, ১৭৯৬ শক।

কর্ম্মীরা হস্ত দ্বারা পরিত্রাণ সঞ্চয় করে। তাহাদিগের পরিত্রাণসাধনের প্রধান অস্ত্র দক্ষিণ হস্ত। পাপবিনাশ, পুণ্যসাধন, প্রলোভনপরাজয়, প্রতিকূল অবস্থায় ধর্ম্মসঞ্চয়, এ সকল বিষয়েতেই কর্ম্মের উপর তাহাদিগের নির্ভর। কর্ম্মীর পক্ষে আশা ভরসা হস্ত। কর্ম্ম তাহাদিগের স্বর্গ, কর্ম্ম তাহাদিগের পরিত্রাণ, কর্ম্ম না করিতে পারিলে তাহারা অসুখী, কর্ম্ম করিতে পারিলে তাহারা সুখী। ভক্ত যিনি ভক্তি তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। কর্ম্মীদিগের শাস্ত্র পরোপকার, ব্রাহ্ম উহা অগ্রাহ্য করেন না, কিন্তু তিনি উহাকে স্বর্গ বলিয়া স্বীকার করেন না। পরোপকার পরিত্রাণের পথে সোপান, তন্মধ্যে স্বর্গ নাই। উহা বাহ্যাড়ম্বর, উহার দ্বারা স্বর্গধাম পাইতে পারি না। যিনি স্বর্গ চান, তাঁহাকে অন্যত্র অন্বেষণ করিতে বলিব। কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর, তন্মধ্যে স্বর্গ আছে ইহা স্থির করিলে কি হইবে? কর্ম্মের প্রণালী বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। সাধু ব্যক্তিরা আত্মীয় কুটুম্ব স্বজন বন্ধু বান্ধব দেশীয় বিদেশীয় সকলের বিবিধ প্রকারের হিত সাধন করিয়া থাকেন। পরোপকার মহাধর্ম্ম—পৃথিবীতে এ কথা চিরকাল প্রসিদ্ধ আছে। দেখ, পরোপকারের অসংখ্য কীর্ত্তি চারিদিকে বিদ্যমান রহিয়াছে; পরোপকারের কীর্ত্তি কীর্ত্তিত হইতেছে। যে স্থানে যে কালে সদনুষ্ঠান প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার শত শত কীর্ত্তিস্তম্ভ রহিয়া গিয়াছে। সদনুষ্ঠানের কত প্রশংসা; কিন্তু উহা অতি নিকৃষ্ট। উহাতে বিশেষ কিছুই নাই। উহা অতি সামান্য ব্যাপার।

পরোপকার কোন দিন কাহার সঙ্গে স্বর্গে যায় না, কিন্তু যে মূল হইতে পরোপকার উৎপন্ন হয়, তাহাই সঙ্গে যায়। পরোপকারের হেতু পরলোকে যায়, পরোপকার ইহলোকে পড়িয়া থাকে। পরোপকার দ্বারা জগতের কল্যাণ হয়, দুঃখ দূর হয়, সুখবর্দ্ধন হয় সত্য, কিন্তু কার্য্য হস্তের, হস্ত যেখানে থাকে, কার্য্য সেখানে থাকে। কার্য্য করিলাম কিন্তু হস্তের কার্য্য বলিয়া তাহা পৃথিবীতে রহিয়া গেল। আত্মা যখন পরলোক গমন করে, তখন তাহার সঙ্গে কি কোন কীর্ত্তি যায়? এখানকার প্রশংসা কি কখন আত্মার সহযোগী হইতে পারে? কার্য্য অতি সুন্দর মানিলাম, কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখিয়া লোকের মুখে প্রশংসা ধরে না স্বীকার করা গেল, কিন্তু এ হস্ত যে কিছুই নয়, আত্মা চলিয়া গেল, হস্ত যে আর তাহার সঙ্গে গেল না। আত্মা পরলোকে গেল, কিন্তু কে বলিবে উপকারিরের কীর্ত্তি সঙ্গে লইয়া গেল? কৃপণের ধনমান যেমন এখানে পড়িয়া রহিল, কীর্ত্তি তেমনি এখানে পড়িয়া থাকিল। সেই কীর্ত্তি দয়ালু ব্যক্তির সাক্ষী হইয়া এখানে রহিল, পরলোকে নহে। সাধুর নাম এখানে রহিল, কার্য্য রহিল, তিনি গেলেন। দয়া, ভালবাসা, মমতা, সদ্ভাব—পরোপকারের হেতু। কর্ম্ম ইহার প্রকাশ লোকে কর্ম্মের প্রশংসা করিল, কিন্তু ঈশ্বর প্রশংসা করিলেন না। এখানে সাধুরও প্রশংসা হইল, অসাধুরও যশ কীর্ত্তি হইল। যথার্থ প্রণয় যাহা স্বর্গে যাইবার মূল্য, উহা অতীন্দ্রিয় নিরাকার। প্রণয়ীর সঙ্গে সেই প্রণয় চলিল, ধনীর ধন সঙ্গে যাইতে পারিল না। শ্মশান কর্কশ স্বরে বলিল, তোমার বিষয় সম্পত্তি বাহিরের আড়ম্বর এখানে ছাড়িয়া যাও। সংসারী কিছুই সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিল না। সাধু একটী দ্রব্য সঙ্গে

লইয়া গেলেন, সেটি প্রণয়। ঈশ্বর উহার প্রশংসা করিলেন। আত্মার নিত্যধন ঈশ্বর গ্রাহ্য করেন, অনিত্য ধন নহে।

প্রণয় কি? যথার্থ "প্রণয়" অভিধানে পাই না। আত্মা স্বয়ং উহা দেখে, উহার মর্য্যাদা অনুভব করে। যে ভালবাসে না সে কিরূপে উহা বুঝিবে? যে অন্ধ তাহার নিকট অক্ষর কি শব্দ ও অর্থ প্রকাশ করিতে পাবে? প্রণয়ের সুমিষ্ট রস পান কর, নতুবা সহস্র কথায় অর্থ করিলেও উহার কিছুই বুঝিতে পারিবে না। আলোকে সকল বস্তু প্রকাশ পায়, কিন্তু আলোককে কোন্ বস্তু প্রকাশ করিতে পারে? বাহিরের কার্য্য ভালবাসার প্রকাশ, কিন্তু কার্য্য কি ভালবাসা প্রকাশ করিতে সক্ষম? উহার একটা নিরাকার একটা সাকার। সাকার দ্বারা নিরাকার কিরূপে প্রকাশিত হইবে? হৃদয়ের সাধু ইচ্ছা ভালবাসা হইতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু স্বয়ং সাধু ইচ্ছা ভালবাসা কি বিদ্যালয়ে তিষ্ঠিতে পারে? বিদ্যালয় দেখিয়া সংসার গৌরব দিল, কিন্তু গৌরবের পাত্র কে? বাহিরের প্রকাশ অসার অস্থায়ী, উহা চেনা যায়, হৃদয়ের ভালবাসা বুঝা যায় না। যাহা হইতে এই কার্য্য উৎপন্ন হইল, সেই অতলস্পর্শ প্রেমের পরিচয় বাক্যে কি দেওয়া যায়? দিন রাত্রি চেষ্টা করি, প্রিয়বন্ধুর উপকার সাধন করি, তবু তাহা প্রকাশ পাইল না। প্রেম অতীন্দ্রিয় সুন্দর বস্তু, হস্তে স্পর্শ করা যায় না, প্রেমিক সন্তানের হৃদয়ে তাহা বাস করে সেখানে গিয়া দেখিব। অভিধান, কথা, কার্য্য, অনুষ্ঠান, কিছুতেই উহা প্রকাশ করা যায় না। ভালবাসা আছে কি না দেখিবার জন্য নিজের হৃদয়ে কি প্রবেশ করি না? আমি কি হিতানুষ্ঠান সদালাপ করিয়া দুঃখ দূর করি না? বিবাদ চলিয়া যায় এজন্য কি সভা করি না? ভ্রাতৃগণ! এ

কথা বলিয়া কি তোমরা ভালবাসা বুঝাইয়া দিতে পার? বাহিরের অসার বিষয় দ্বারা যিনি ভালবাসা বুঝাইয়া দিতে চান তিনি মূর্খ। জানিলাম অজ্ঞানীকে জ্ঞান দেওয়া রোগীকে সান্ত্বনা করা, দুঃখিতকে সুখী করা দিবানিশি তোমার এই কার্য্য; এ সকলের জন্য স্বর্গ হইতে আমরা প্রশংসা পাই না, ঈশ্বর এ সকল দেখেন না, ইহার প্রশংসা করেন না। তিনি বাহিরের সমুদয় আড়ম্বর দূর করিয়া দিবেন। তিনি হৃদয়ের প্রণয় চান।

প্রেম আছে কি না লোকের মুখ দেখিলে বুঝিতে পারি। প্রণয়ীকে নিকটে বসাও, দৃষ্টি দ্বারা দর্শন পথে আন, দর্শন করিবা মাত্র হৃদয়ে গভীর বেগ উথলিত হইবে, তবে জানিবে ভালবাসা আছে। সহস্র কার্য্যের দ্বারা সেবা কর, বন্ধু বলিয়া ডাক, অন্তরের যে বিশুদ্ধ ভাব তাহাকেই ভালবাসা বলি। ব্রহ্মরাজ্যে যাহার ক্রয় বিক্রয় হয়, উহা অকৃত্রিম ভালবাসা। প্রণয় কি বন্ধুত্ব কি এখনও আমরা তাহা জানিতে পাই নাই, আমাদিগকে প্রকৃত প্রণয় প্রকৃত বন্ধুত্ব সঞ্চয় করিতে হইবে। যথার্থ প্রণয় যথার্থ বন্ধুত্ব না হইলে আমরা পরিবারকে কখনই সুখী করিতে পারিব না। বিশুদ্ধ প্রেম ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হয়। প্রেম যেমন তাঁহার, সাধকেরও তেমনি। ঈশ্বর যদি আমাদিগের জন্য কার্য্য না করেন, অন্নজল অন্ন পান দেন, যদি কষ্টে পতিত হই, তবে কি কুটিল যুক্তি অবলম্বন করিয়া বলিব তাঁহার ভালবাসা অপূর্ণ? যদি তাঁহার সমুদয় কীর্ত্তি বিনাশ হয়, তথাপি তাঁহার ভালবাসা নাই একথা বলিব না। সাধুভক্ত সম্বন্ধেও সেই প্রেম অন্তরে জন্মে, অন্তরে প্রস্ফুটিত হয়। যদি উহা বাহিরে প্রকাশ না পায়, কিছুমাত্র প্রকাশ না পায়, অন্তরে অন্তরে লুকাইয়া থাকে, তবে কি তাহা প্রশংসনীয়?

বিশ্বাসীর মুখ দেখিবামাত্র নিশ্চিতরূপে অভ্রান্তরূপে প্রেম জানিতে পারা যায়। শত্রুকে দেখিলেই বুঝিতে পারি প্রেম নাই, বন্ধু মাতা ভ্রাতাকে দেখিলে তাঁহাদিগের আকৃতি জানাইয়া দেয় প্রেম আছে। যিনি কার্য্য দ্বারা প্রেম প্রকাশ করিতে যান, তিনি প্রেম শেখেন নাই। জগতের অনিত্য বস্তু দ্বারা কি স্বর্গের বস্তুর তুলনা হয়? প্রবল বেগে প্রেমের স্রোত আসিতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গ, কোথায় থাকে স্বার্থপরতা? অমুক আমায় অপমান করিল, অমুক আমাকে উপেক্ষা করিল, তবে কেন তাহাকে প্রেম দিব? প্রেম-স্রোতের মুখে জীবন নিক্ষেপ কর, বিবাদ বিঘ্ন দূর করিয়া দিয়া উহা আপনার পথ পরিষ্কৃত করিয়া চলিতে থাকিবে। যত মুখ দেখিবে যত তাকাইবে, দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইবে, যতবার দর্শন ততবার বৃদ্ধি, ক্রমাগত বৃদ্ধি। আজ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এরূপ অবস্থা নাই, এখন যে প্রেম আছে উহা শেষ হইবে। ব্রাহ্মেরা বলিবেন, আমাদের প্রেমের প্রস্ফুটিত ভাব হইয়াছে, আর অগ্রসর হইতে চাই না। যাহারা এইরূপ ভাবে, প্রেম কি তাহারা জানে না। মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে প্রেমের বৃদ্ধি হয়। দশ বৎসরে দশ সহস্র গুণ প্রেমের যদি বৃদ্ধি না হইল, প্রেমের মিষ্টরসে যদি মন অভিষিক্ত না হইল, তবে আমি সত্যকে সাক্ষী করিয়া বলিতে পারি না, প্রেম আছে। এতদিন অভিধানে প্রণয় বলিয়া যাহা শিখিয়াছ, তাহা দূর করিয়া দাও! প্রেম কার্য্যের অতীত, অতীন্দ্রিয়, উহা স্বর্গধামে যাইবে। যে প্রেমিক তাহার আপনার মনই স্বর্গ। যিনি একজনকেও ভালবাসেন, তিনি দেখিবেন ভালবাসা আর স্বর্গে যাওয়া এক। ভালবাসিয়া সুখী হইলাম না ইহা হইতে পারে না। যে প্রণয় সংসারের

তাহার সীমা আছে, পরিমাণে উহা আর বৃদ্ধি পায় না, স্থির হইয়া যায়। স্বর্গীয় প্রেম তেমন নহে, উহার বৃদ্ধি ক্রমাগত বৃদ্ধি হইবেই হইবে।

ব্রাহ্মগণ! তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যত তোমরা পরের মুখ দেখ, ততই কি তাহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পার? যদি তোমাদের এরূপ হইয়া থাকে, মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারিব। তোমাদের মধ্যে এখনও তেমন মুখ দেখিতে পাই নাই। এখনও নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব প্রকাশিত হয় নাই, ঈশ্বরের উপাসনা এখনও তেমন প্রগাঢ় হয় নাই। মুখের দিকে তাকাইয়া আনন্দ-নীরে ভাসিব, অন্তরে মুখ দেখিয়া প্রেমসাগরে ডুবিব, ইহা যদি না হইল ভক্তি কোথায়? যেখানে প্রেম আছে বাহিরে কোন সেবা করিলে না, অনুষ্ঠান করিলে না তবু আনন্দ। ভক্তি আপনা হইতেই কার্য্য করিয়া লয়, যত্ন চেষ্টা করিয়া কার্য্য করিতে হয় না। স্তব স্তুতি করিয়া ব্রহ্মের মন ভুলাইতে পার না। পরোপকারের কীর্ত্তি প্রতারণা, স্বয়ং ঈশ্বর ভালবাসা চান। হৃদয়বন্ধুর ছবি রহিয়াছে; অনিমেষ নয়নে দেখিলাম, পাঁচ মিনিটের মধ্যে বুঝিতে পারিলাম বন্ধুর সঙ্গে প্রণয়ের মিল আছে কি না। যদি না থাকে, ক্রমাগত হৃদয়ে রাখিয়া উপাসনা দ্বারা প্রণয় বৃদ্ধি করিয়া লইব। দর্শনে প্রেম, তাহা না হইলে বিশ্বাস করিব না হৃদয়ে ভালবাসা স্থান পাইয়াছে।

বৈরাগী ঈশ্বর।

রবিবার ১লা চৈত্র, ১৭৯- শক।

পৃথিবীর পথে বৈরাগীর অভাব নাই। জগৎ সংসার এত নাচ বটে; কিন্তু জগতের পথে বৈরাগীর অভাব নাই। ইহাতে অনেক পাপ অনেক কলঙ্ক আছে বটে, এবং মনুষ্যের মন পাপে অচেতন হইয়াছে ইহা স্বীকার করি, তথাপি দুষ্ট পৃথিবীর মধ্যেও বৈরাগীর অভাব নাই; কিন্তু সুখী বৈরাগী অল্প। যাহাদের মুখ ম্লান, যাহারা কষ্ট পায় এমন বৈরাগী অনেক; কিন্তু যাহারা সুখ পায়, যাহাদের মুখ প্রসন্ন এমন বৈরাগী কৈ? বিরক্ত মনে স্ত্রী পুত্র সমুদয় জলাঞ্জলি দিয়া যে ব্যক্তি অরণ্যে চলিয়া যান জগতের অভিধানে তিনিই বৈরাগী নাম ধারণ করেন। এরূপ লোক অনেক আছে, ইহাদের সংখ্যা অল্প নহে। বিষন্ন বৈরাগী অনেক; কিন্তু প্রসন্ন বৈরাগী অল্প। শরীর ক্ষুধা তৃষ্ণায় মৃতপ্রায়, তথাপি ইহাকে অন্ন জল দিব না, রোগেতে প্রাণ যায় তথাপি ঔষধ সেবন করিব না, যৌবনকালে অনেক সুখভোগ করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু একটী সুখও গ্রহণ করিব না, জনসমাজে গিয়া বন্ধুতার সুখ আস্বাদ করিতে লালসা হয়, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক একাকী থাকিয়া মনকে সেই সুখে বঞ্চিত করিব। জ্ঞানের জন্য সহজেই মনে কৌতূহল উপস্থিত হয়; কিন্তু মনকে জ্ঞানের সুখ দিব না। ভাল খাওয়া ভাল পরা, সকলই ছাড়িয়া দিব, গৃহের পরিবর্ত্তে শ্মশানে বাস করিব, প্রতিনিমেষে সকল প্রকার সুখের কামনাকে বিদ্ধ করিব। যখন এইরূপে আত্ম নির্য্যাতন করিতে পারিব তখন আমরাও আপনাদিগকে বৈরাগী বলিব, লোকেও আমাদিগকে

বৈরাগী বলিবে। মূঢ় মন! কৃত্রিম বৈরাগ্য প্রশংসায় ভুলিয়া গেলে? কিন্তু এই বিকৃত বৈরাগ্য আত্মাকে সুখ দিতে পারে না। প্রকৃত বৈরাগীর পূর্ণ আদর্শ পৃথিবীতে নাই। পৃথিবীতে সর্ব্ব ত্যাগীরা বৈরাগ্যের যে সকল উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন সে সমুদয় অনুসরণ করিলেও যথার্থ বৈরাগ্য হয় না। ব্রাহ্মের বৈরাগ্যের আদর্শ স্বর্গে। তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার ঈশ্বর কি বৈরাগী? কিন্তু তাঁহার স্বভাব দেখিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে তাঁহার মত পূর্ণ এবং প্রকৃত বৈরাগী আর কেহ নাই। এই যে সুখময় সংসার ইহা কি তিনি নিজের সুখভোগের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন? তাঁহার যত কিছু কার্য্য দেখিতেছি সমস্ত তাঁহার সন্তানদিগকে সুখী করিবার জন্য। ঈশ্বর আজ্ঞা করিলেন সুখ সৃষ্ট হউক, আর তৎক্ষণাৎ সুখ সৃষ্ট হইল। তিনি বলিলেন, আমার সন্তানদিগের জন্য সহস্র সুখের প্রস্রবণ উন্মুক্ত হউক, আর তখনই সহস্র সুখের প্রস্রবণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। সন্তানদিগকে সুখী করিলেন; কিন্তু তিনি সেই সমুদয় সুখের মধ্যে থাকিয়াও নির্লিপ্ত রহিলেন। তিনি চিরকাল উদাসীন রহিয়াছেন, সন্তানদিগকে যে সকল সুখ দিতেছেন তাহার একটী সুখ ভোগ করিবার জন্যেও তাঁহার লোভ হয় না। ঈশ্বর আপনার আনন্দে আপনি মগ্ন এ সকল সুখ লইয়া তিনি কি করিবেন? সমস্ত দিন, সমস্ত মাস, সমস্ত বৎসর পরের সুখের জন্যই ব্যস্ত রহিয়াছেন। সমস্ত জগৎকে সুখের সাগরে ভাসাইতেছেন; নিজে সে সকল সুখে নির্লিপ্ত রহিয়াছেন। কিন্তু সংসারের সুখ লইলেন না বলিয়া কি ঈশ্বর দুঃখী হইলেন? ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইল বলিয়া কি ভাণ্ডারী দুঃখী হইলেন? অজস্রধারে সুখ বিতরণ করিলেন

বলিয়া যিনি অনন্তসুখের প্রস্রবণ তাঁহার কি দুঃখ হইল? স্বর্গের আনন্দে যাঁহাকে আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছে, পূর্ণতা যাঁহার স্বভাব, দুঃখ অভাব কি তাঁহার পক্ষে সম্ভব? নিজেই যিনি সুখ, যাঁহার স্বভাবই পূর্ণানন্দ, যাঁহার নাম সদানন্দ, সন্তানেরা তাঁহার প্রাণ হইতে সকল সুখ কাড়িয়া লইয়াছে এইজন্য কি তিনি দুঃখী? অতএব যদি প্রকৃত বৈরাগী হইতে চাই, তবে পিতার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতেই হইবে। পরস্পরের সুখের জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে। পরদুঃখে সুখী হইব না, পরসুখে দুঃখী হইব না; কিন্তু পরের দুঃখ দূর এবং সুখ বৃদ্ধি করিবার জন্য নিত্য চেষ্টা করিব। পরকেই কেবল সুখী করিব, নিজে কি দুঃখী থাকিব? না। যথার্থ বৈরাগী যিনি তাঁহার দুঃখ নাই। তিনি নির্লিপ্তভাবে পরকে সুখ দান করেন। ঈশ্বর আমাদিগকে সকল প্রকার সুখই দিতেছেন। তিনিত কেবল ধর্ম্ম দেন না, তিনি যে আমাদিগকে ধন, অন্ন ইত্যাদি সামান্য সামান্য বস্তু সকলও দান করিতেছেন, সেইরূপ ব্রাহ্ম যাঁহারা তাঁহারাও আর সকলকে মান, মর্য্যাদা, ইত্যাদি দিয়া নানা প্রকার সাংসারিক সুখেও সুখী করিবেন। ঈশ্বর যখন তাঁহার সন্তানদিগকে এ সকল সুখ দিতেছেন, তখন আমরা কিরূপে পরস্পরকে সে সকল সুখ দিতে কুণ্ঠিত হইব? আমরা অন্যকে সুখ দিব কিন্তু তন্মধ্যে লিপ্ত থাকিব না। নির্লিপ্তভাবে দাতা হইবে ঈশ্বরের এই আজ্ঞা, তাঁহার দৃষ্টান্ত এবম্প্রকার। অন্যকে যদি রাজা করিতে পারি নিজে প্রজা হইব। বিষয়ের সকল সুখ অপরকে দিব যাহারা সেই সুখের জন্য লালায়িত। দাতা হইলাম, নির্লিপ্ত হইলাম বটে, কিন্তু নিজে কি সুখী হইলাম? অন্যের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে গিয়া নিজে কি অতীন্দ্রিয় সুখ পাইলাম?

অপরকে সুখী করিতে গিয়া আমরা যদি নিজে সুখী না হই, সেই বৈরাগ্য কেবল কষ্টের কারণ। অন্যকে সুখী করিবার জন্য জীবন, সুস্থতা এবং প্রাণের শেষ রক্ত পর্য্যন্ত দিলাম; কিন্তু আমার অন্তরে দুঃখ থাকিবে না। নির্লিপ্তভাবে পরসেবা করিলাম বটে, কিন্তু যতই পরের সুখের জন্য নিজের সুখ পরিত্যাগ করিলাম, ততই অন্তরে গভীরতর সুখসম্ভোগ করিতে লাগিলাম। অন্যের সুখ-বর্দ্ধন করিতে গিয়া অকারণে আমরা কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিব ইহা ঈশ্বরের ধর্ম্ম নহে। উপবাস করিয়া কষ্ট পাইয়া শরীরকে শুষ্ক করিতে হইবে ইহা মনুষ্যের কৃত্রিম ধর্ম্ম। দুঃখের সাগরে নিমগ্ন করিবার জন্য ঈশ্বর আমাদের হস্তে তাঁহার ধর্ম্মব্রত দান করেন নাই; কিন্তু তিনি যেমন চিরপ্রসন্ন আমাদিগকেও সেইরূপ চির-প্রসন্ন করিবার জন্য তিনি যথার্থ বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে আদেশ করেন। বৈরাগ্য দ্বারা যে আমরা কেবল সুখ ছাড়ি তাহা নহে; কিন্তু ইহা দ্বারা আমরা অনন্ত সুখের রাজ্যে প্রবেশ করি। ত্যাগ-স্বীকার যিনি অনুভব করেন তিনি প্রকৃত বৈরাগী নহেন। যিনি মনে করেন আমি ত্যাগস্বীকার করিলাম তিনি যথার্থ ধার্ম্মিক নহেন। উচ্চ ধর্ম্মজীবনসম্পর্কে ইহা পাপ। যথার্থ বৈরাগী কিছুই ত্যাগ করেন না, বরং তিনি লাভ করেন। তিনি দিলেন কি? প্রাণ। পাইলেন কি? অনন্ত প্রাণ। ইহা কি ক্ষতি? বৈরাগী ক্ষতিগ্রস্ত হন না। জগৎকে সুখী করিয়া যিনি আপনাকে দুঃখী মনে করেন তিনি বৈরাগী নহেন। যথার্থ বৈরাগী যতই অপরকে সুখ দান করেন, ততই তিনি পুণ্য এবং সুখ শান্তি সঞ্চয় করেন। লোকে বলে তিনি দিতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি লাভ করিতেছেন। ঈশ্বরের ভাণ্ডারে যেমন "দাও, দাও, কিছুই

রাখিও না।" নিত্য এই মহাবাক্য উচ্চারিত হইতেছে প্রকৃত বৈরাগ্যেরও সেই বাক্য। ব্রহ্ম এত দিতেছেন তথাপি তাঁহার কিছুরই শেষ হইতেছে না কেন? যিনি অনন্ত সুখের সমুদ্র, দান করিলে কি তাঁহার প্রেমজলের শেষ হয়? সেইরূপ ব্রহ্মসন্তান যিনি সেই সমুদ্রে সাঁতার দিতেছেন, তিনি ব্রহ্মকে দৃষ্টান্ত করিয়া কেবলই বিতরণ করিতেছেন। সেই সুখী বৈরাগীকে দেখিলে মনে আনন্দ হয়, অতএব তোমরা বিষণ্ণ বৈরাগী হইবে না; কিন্তু প্রসন্ন বৈরাগী হও। দানের সামগ্রী ক্রমাগত অন্যকে দাও, কিন্তু যতই দিবে দেখ যেন তোমাদের হৃদয়ের আনন্দ ক্রমশঃ ততই বৃদ্ধি হয়। ব্রাহ্মদিগের ভিতরে এমন বৈরাগী কোথায়? দুই পাঁচটী বিষয়সুখ বিসর্জ্জন করিলাম ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের প্রশংসা হইল সত্য, কিন্তু অন্তরে কেবল ক্ষতি স্বীকার করা হইল। ইহা কি প্রকৃত বৈরাগ্যের লক্ষণ? ঈশ্বরের ন্যায় নির্লিপ্ত, নিষ্কাম এবং বাসনাশূন্য হইয়া, যথার্থ প্রীতির সহিত যখন তোমরা তোমাদের প্রিয় সামগ্রীগুলি অন্যকে দিয়া সুখী করিতে পারিবে তখনই তোমরা প্রকৃত বৈরাগীদিগের শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত হইতে পারিবে। পৃথিবীর উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া যাহারা মনুষ্যের প্রতি বিরক্ত হইয়া বৈরাগী হয় তাহাদের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিলে আমাদের দুঃখ হয়। যথার্থ বৈরাগী চিরপ্রেমিক, ভালবাসার পদ্ম সর্ব্বদাই তাঁহার দুই চক্ষে প্রস্ফুটিত। সংসারের বৈরাগী পৃথিবী হইতে সুখ লইবে না, পৃথিবীকে সুখী হইতেও দিবে না। ব্রাহ্মবৈরাগীকে পৃথিবী মারিতে চায; কিন্তু তিনি চান যে পৃথিবী বাঁচুক। তিনি আপনার প্রাণ দিয়াও পৃথিবীর পরিত্রাণ এবং কল্যাণ সাধন করেন। ঈশ্বর যেমন আপনার

সমস্ত ঐশ্বর্য্য দিয়া সন্তানদিগকে সুখী করেন, তাঁহার সন্তানও তাঁহার সেই সর্ব্বোচ্চ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। ঈশ্বর যেমন ভালবাসার সহিত সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়া সুখ দেন, ব্রাহ্ম-বৈরাগীও সেইরূপ নিষ্কাম হইয়া জগতে প্রেম বিতরণ করেন। পৃথিবীর লোকদিগের নির্যাতনে উৎপীড়িত হইলে মেঘোন্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার মুখশ্রী আরও উজ্জ্বল এবং সুন্দর হইয়া উঠে। যাঁহার প্রাণের মধ্যে স্বর্গের প্রসন্নতা, এবং স্বর্গের আনন্দ, বাহিরের লোক তাঁহাকে শরশয্যায় ফেলিলে তাঁহার কি হইবে? আনন্দ যাঁহার হৃদয়ে চিরপদ্মের ন্যায় প্রস্ফুটিত, তাঁহাকে কে দুঃখ দিতে পারে? এমন বৈরাগী কোথায়? ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যে কয় দিন এই পৃথিবীতে থাকিব, আমরা যেন আমাদের নিজের নিজের জীবনে এই বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি। তাহা হইলে এই পৃথিবীতেই যথার্থ সুখের অবস্থা, প্রফুল্লতার অবস্থা দেখিব।

হে ঈশ্বর, যতই তোমার বিষয় ভাবি, ততই অবাক্ হই। এত কাল মনে করিতাম যে ব্যক্তি একটু সুখ ছাড়িত সে বৈরাগী। কিন্তু তোমার মত বৈরাগী কে আছে? কে ঈশ্বর! দিলেত সকল সুখ, কিন্তু এক দিনও তোমার মুখ ম্লান দেখিলাম না। কৃপণত কখনও হইলে না। দাও, দাও, এই কথা তোমার স্বর্গবাদ্যে সর্ব্বদা উচ্চারিত হইতেছে। প্রেম বিলাইতেছ অপমান সহ্য করিয়া। দেখ পিতা, তোমার মধুর ব্যবহার আর আমাদের কঠোর ব্যবহার। প্রকৃত বৈরাগ্য পথ অনুসরণ করিতে আমা-দিগকে শিক্ষা দাও। কিসে ভাই ভগ্নী ভাল থাকিবেন এই জন্য যেন আমরা ভাবি, এই জন্য যেন আমরা যত্ন করি। হে বৈরাগী

পিতা, তুমি যেমন সকলকে সুখী করিবার জন্য বিস্তীর্ণ জগৎ বিস্তার করিয়াছ, আমরা যেন পরস্পরকে তোমার পবিত্র সুখে সুখী করিবার জন্য ব্যস্ত হই এই আশীর্ব্বাদ কর। রসশূন্য সুখশূন্য বৈরাগ্য লইয়া আপনাদিগকে এবং অন্যকে আর নির্যাতন করিতে দিও না। শান্তিপূর্ণ বৈরাগ্য লইয়া তোমার স্বর্গের অসীম সুখ সম্ভোগ করিয়া আমরা যাহাতে চিরসুখী হই, হে ব্রহ্মমন্দিরের দেবতা, তুমি আমাদের এই আশা পূর্ণ কর।

বৈরাগী পরিবার।

রবিবার, ৮ই চৈত্র, ১৭৯৬ শক।

যখন স্বর্গীয় ব্রাহ্মধর্ম্ম ভূতলে জন্মগ্রহণ করিল, তখন কি ইহার কোমল হস্তে কেহ অস্ত্র দেখিয়াছিল? যখন প্রথম ব্রহ্মমন্দির এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন কি ইহা জগতের পুরাতন ধর্ম্ম বিনাশ করিবার জন্য সংহারকর্ত্তার বেশ ধরিয়া আসিয়াছিল? কে বলিতে পারে, এই বর্ত্তমান বিধান পুরাতন বিধান সকল বিনাশ করিবার জন্য আসিয়াছিল? তোমরা কি জান না, পূর্ব্বকালে মহাত্মাদিগের হৃদয়ে যে সকল উচ্চতম পবিত্র আশা উদিত হইয়াছিল সে সমুদায় আশা পূর্ণ করিবার জন্য স্বর্গ হইতে আনন্দবীণা বাজাইতে বাজাইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিল? বিনাশ করা ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু পূর্ণ করাই ইহার উদ্দেশ্য। জগতের সৃষ্টি অবধি অদ্য পর্য্যন্ত যত জাতি, যত ধর্ম্মসম্প্রদায় এবং যত সাধু জন্ম হইয়াছে, তাঁহাদের সমুদয় আশা পূর্ণ হইবে যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতের এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। সমস্ত

দুঃখ যন্ত্রণা বিনষ্ট হইবে যদি পৃথিবীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ্যের যে দুর্জ্জয় বল তাহা যদি প্রকাশিত হয়, এ জগতে আর পাপ দুঃখ থাকিবে না। এক্ষণে প্রশ্ন এই এই ধর্ম্ম পূর্ণ হইবে কি উপায়ে? পুরাতন বিধি সকল বিনষ্ট করিবে না, কিন্তু সমুদয় একত্র করিয়া সংযোগ করিবে। সংসারী যেমন সংসারের সকল প্রকার সুখ একত্র করিয়া সংযোগ দ্বারা নিজের মনের মত একটী সুখের ছবি অঙ্কিত করে, ব্রাহ্মধর্ম্মও সেইরূপ সমুদয় বিধানের সার সত্য সকল সঙ্কলন করিয়া জগতের জন্য একটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ধর্ম্মজীবনের আদর্শ প্রস্তুত করে। সংসারী ব্যক্তি আপনার কল্পনাপক্ষীকে পাঠাইয়া, কাহার বাড়ীতে গাড়ী ঘোড়া, কাহার নিকট বিপুল সম্পত্তি, সংসারের লাবণ্য কোথায় অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশিত, সংসারের সূর্য্য কোন দেশে অত্যন্ত প্রবলভাবে আপনার তেজ বিস্তার করিতেছে সংসারের সুখ কোন স্থানে গভীর অতলস্পর্শ সাগরের ন্যায় আপনাকে অসীম বলিয়া পরিচয় দিতেছে, এ সকল তত্ত্ব অন্বেষণ করে। যেখানে যত সুন্দর বস্তু এবং সুখের ব্যাপার আছে, কল্পনাপক্ষী দ্বারা সমুদয়ের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া সংসারী ব্যক্তি একটী বিচিত্র ছবি অঙ্কিত করে। এইরূপে কল্পনা যখন চরিতার্থ হইল, সংসারী কিরূপে সেই সুখে সুখী হইবে তজ্জন্য ব্যস্ত হয়। তখন সেই সকল সুখের স্বপ্ন পূরণ করিবার জন্য সংসারী তাহার বুদ্ধি এবং বস্তু পদার্থ পরিচালন করিতে চেষ্টা করে। কোন পুরে গেলে সেই সমুদয় সুখ লব্ধ হয় ব্যাকুল হইয়া তাহাই জিজ্ঞাসা করে। সংসারী এইরূপে কেবল সুখের স্বপ্ন এবং কল্পনাই দেখে। এতগুলি সামগ্রী এই প্রকারে সংযোজিত না হইলে তাহার সুখ হইল না।

তাহার এই কল্পিত নূতন ছবি অনুসারে পৃথিবীতে কেহই সুখী হয় নাই, কিন্তু যে সমুদয় সুখের সামগ্রী যদিও এক স্থানে কিংবা এক সময়ে দেখা যায় না, তথাপি সে সমুদয় সুখ আংশিকরূপে, হয় এই দেশে নতুবা অন্য দেশে, হয় এই সময়ে নতুবা অন্য সময়ে ছিল। কল্পনাপক্ষী সংসারে গিয়া যে সকল সুখের দৃষ্টান্ত আহরণ করে, সে সমুদয়ই পৃথিবীর বস্তু। সেই পুরাতন ব্যাপার সকল লইয়াই কল্পনা, একটা নূতন ছবি চিত্রিত করে এই মাত্র। সেই ছবিই সংসারী ব্যক্তির সুখের স্বপ্ন। সংসারীর স্বপ্ন পূর্ণ হয় কি না তাহা আর বিস্তারিতরূপে বলিবার প্রয়োজন নাই। সংসারীর সুখের স্বপ্ন এখানেই শেষ হউক। এক্ষণে সত্যধর্ম্মের রাজ্যে প্রবেশ করি। সেখানে দেখি, পৃথিবীতে যেমন সংসারী সুখের জন্য ব্যস্ত, ধার্ম্মিকও সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া ধর্ম্মের সুখ অন্বেষণ করিতেছেন। আমরা ব্রাহ্ম, আমরাও সুখ চাই। আমরাও ইচ্ছা করি যে, বর্ত্তমান বিধানের অন্তর্গত হইয়া সুখী হই। আমাদের সুখের পূর্ণ আদর্শ কি? সমুদয় ছাড়িয়া যদি আমরা বৈরাগী হই তবে কি আমাদের আনন্দ হয়? যাহাদিগকে বাল্যকাল হইতে পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী, বন্ধু বান্ধব বলিয়া ভাল বাসিয়া আসিতেছি, তাঁহাদিগকে ছাড়িলে, না তাহাদিগের সঙ্গে থাকিলে সুখী হইব? ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া, না ধর্ম্মপুস্তকাদি বিসর্জ্জন দিয়া, কেবল ভক্তের মুখের সৌন্দর্য্য দেখিলেই কি সুখী হইব? আমাদের সুখের আদর্শ কি? কি হইলে, ব্রাহ্ম, তুমি সুখী হও? যথার্থ ব্রাহ্ম আংশিক ধর্ম্ম এবং আংশিক সুখ লইয়া তৃপ্ত হইতে পারেন না। তিনি বলেন পৃথিবীর যত স্থানে যত প্রকার ধর্ম্মের সুখ হইয়াছে সেই সমুদয় আমি চাই। বর্ত্তমান বিধানও ঠিক সেই সমুদয় আশা

পূর্ণ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বিধান কাহাকে বলি? যাহাতে দেখি সমুদয় পুরাতন বিধানের পূর্ণতা হইতেছে। জগতের সৃষ্টি অবধি আজ পর্য্যন্ত ব্রহ্মপরায়ণ সাধকেরা যত প্রকার যথার্থ ধর্ম্মের-সুখ সম্ভোগ করিয়াছেন, যে বিধান অবলম্বন করিলে সেই সমুদয় সুখের আশা পূর্ণ হয় তাহাই এই বর্ত্তমান বিধান। পুরাতন বিধান সকল বিনাশ করিবার জন্য নহে; কিন্তু সেই সমুদয় একত্র করিয়া সংযোগ দ্বারা একটী পূর্ণধর্ম্মজীবনে সুখ দান করিবার জন্যই এই বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্ম। কল্পনাপক্ষীকে এই উচ্চ কার্য্য করিতে দিব না; কিন্তু বিশ্বাসের ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া ঈশ্বরের ধর্ম্মরাজ্যে যে সকল মনোহর ফুল ফুটিয়াছে, যে সকল সত্যকলিকা প্রস্তুত হইয়াছে ভক্তিহস্তে সে সমুদয় গ্রহণ করিব। পরে দেখিব যখন সমুদয় ফুল এবং কলিকাগুলি সাজাইয়া রাখিলাম, তখন আমাদের স্বর্গ হইল এবং সেই স্বর্গের শোভা দেখিয়া আত্মার মধ্যে তাহার একটী অনুরূপ মূর্ত্তি আঁকিয়া লইলাম। সুখী কিসে হইব? পুরাতন কালের বৈরাগীর ন্যায় স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া অরণ্যে গেলে সুখী হইব না. আবার দাও সুখ. দাও ধন মান, এই অবস্থা হইলেও সুখী হইব না। বিষয়ভোগে লিপ্ত হওয়া আমাদের ধর্ম্ম নহে এবং পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে জীবন যাপন করাও যথার্থ বৈরাগ্য নহে। দুঃখী বৈরাগীকে আমরা মানি না. সুখী বৈরাগীকে আমরা মানি। সর্ব্বত্যাগী অথচ সকল সুখ গ্রহণ করেন যিনি, তাঁহাকেই আমরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, পুরুষোত্তম বৈরাগী বলিয়া মানি। বর্ত্তমান বিধানমতে এখনকার শ্রেষ্ঠ বৈরাগী কে? যিনি সপরিবারে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। ইতিহাস বলিয়া দিতেছে, মহাত্মা

চৈতন্য যখন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মাতা কাঁদিয়াছিলেন। এই তিনি ছিলেন সংসারে সুখের মধ্যে, এই সর্ব্বত্যাগী, দুঃখী হইয়া ম্লান-মুখে তিনি চলিয়া গেলেন। তাঁহার মাতা, তাঁহার স্ত্রী কাঁদিতে লাগিলেন। কবে সেই দিন হইবে যখন ব্রাহ্ম সন্ন্যাসিগণ চলিয়া যাইবেন জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য, অথচ তাঁহাদের জননী, তাঁহাদের স্ত্রী ঈশ্বরের জয়ধ্বনি এবং সাধুবাদ করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিবেন। আশা করি, ব্রাহ্মধর্ম্ম শীঘ্রই সেই দিন আনিয়া দিবেন, যখন জগতের লোক এই বলিয়া আনন্দধ্বনি করিবে, ঐ দেখ, আমাদের কুলের একজন জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য বৈরাগী হইয়াছেন। তখন পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু বান্ধব নিকটে আসিয়া সেই বৈরাগীকে এই কথা বলিবেন, ছাড় যাহা কিছু সংসারে বিষ আছে, আমরাই তোমার সংসারের কণ্টক তুলিয়া লইতেছি। তখন যতই তিনি তাঁহার আত্মীয়দিগের মুখে এ সকল কথা শুনিবেন, ততই তিনি সুখী হইবেন এবং তাঁহারাও পরম সুখী হইবেন। সন্ন্যাসী হওয়া আর কাহার পক্ষে দুঃখের ব্যাপার হইবে না। নগরের সকলে বলিবে, অমুক ব্যক্তি সুখের সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিলেন। আগেকার সন্ন্যাসীরা পরিবার এবং জনসমাজ ছাড়িয়া যাইতেন, এখনকার সন্ন্যাসীরা তাঁহাদের মধ্যেই বসিলেন; তাঁহাদের অনাসক্ত হৃদয়ের মোহিনী শক্তিতে সকলেই মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরও উৎসাহ দিতে লাগিলেন। তাঁহারা যত্ন করিয়া বলেন, তুমি কি ছাড়িবে বল, আমরাই ছাড়াইয়া দিব, তুমিও সন্ন্যাসী হও, আমরাও সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী হই। জগতের মুখে ইহা শুনিয়া আরও প্রফুল্ল মুখে তাঁহারা বলেন, জগৎ, যদি

যথার্থ সুখ চাও, আমার সঙ্গে এস, নিশ্চয়ই সুখী হইবে। পূর্ব্বে বলিত ঐ দেখ, সংসারের বাহিরে বৈরাগ্য; কিন্তু এখন দেখ, বৈরাগ্য সংসারে। আমাদের সুখের স্বপ্ন এই যে, পৃথিবীতে শীঘ্রই একটী বৈরাগী পরিবার সংগঠিত হইবে। বৈরাগী পরিবারের একটী ঘর চাই। সেই ঘর কোথায়? ঈশ্বরের চরণে। ঐ চরণতলে সেই সকল সর্ব্বত্যাগী অথচ সর্ব্বসুখপ্রাপ্ত বৈরাগী সকল দিবারাত্রি ভক্তিনদীর তটে বাস করিবেন। সেই পরিবারের কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা সকলেরই মুখে কেবল ব্রহ্মনাম। স্বামীর যদি ধর্ম্মসাধনসম্পর্কে কোন ত্রুটি হয়, তাঁহার ব্রহ্মপরায়ণা স্ত্রী তাহা দূর করেন, এবং স্ত্রীর যদি কোন বিষয়ে আধ্যাত্মিক অভাব থাকে তাঁহার স্বামী বন্ধুভাবে তাহা মোচন করেন। সেই বৈরাগী পরিবারের সকলেই খড়্গহস্ত হইয়া পরস্পরের পাপাসক্তি বিনাশ করেন। সেই পরিবারের মধ্যে পিতা মাতা, ভাই, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র কেহই কাহাকেও এমন একটী কথা বলেন না যাহা আসক্তিকে বৃদ্ধি করে। এই বৈরাগী পরিবারই বৈরাগীদিগের স্বর্গ। পূর্ব্বে যাঁহারা বৈরাগী হইতেন তাঁহাদিগকে পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইত। এক্ষণে বর্ত্তমান বিধানে, ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশে, বৈরাগ্য এবং পারিবারিক ধর্ম্মের সামঞ্জস্য হইল। পৃথিবীতে যাহা কখনও কেহ দেখে নাই, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহা দেখাইবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইন্দ্রিয়দমন কর, অথচ পরিবার মধ্যে থাক, ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মেরই উপদেশ। ইহাতে নূতন উপকরণ আনিলে না, কেন না বৈরাগ্য এবং গৃহধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্ত জগতের সকল ইতিহাস দেখাইয়া দিতেছে। সেই সমুদয় একত্র করিলে উহাদের সংযোগ দ্বারা যে ছবি হইল তাহাই

বৈরাগী পরিবারের আদর্শ। পৃথিবীতে এই বৈরাগী পরিবার প্রতিষ্ঠিত হইলেই আমাদের স্বর্গের আশা পূর্ণ হইবে। এই স্বপ্ন যদি দেখি ইহা স্বপ্ন নহে। নিশ্চয়ই একদিন ইহা হইবে! ব্রাহ্ম-গণ, যদি সুখী হইতে চাও তবে যাহাতে পৃথিবীতে শীঘ্র এই বৈরাগী পরিবার সংসৃষ্ট হয় তজ্জন্য কায়মন-প্রাণ উৎসর্গ কর! তাহা হইলে মনের উচ্চ কামনার পরিসমাপ্তি হইবে; এবং তখন দেখিবে স্বামী, ভার্য্যা, ভাই, ভগ্নী, কাহারও মুখে আসক্তির চিহ্নমাত্র নাই; কিন্তু সকলেরই হৃদয়ে বৈরাগ্যের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া পৃথিবীতে স্বর্গের শোভা বিস্তার করিয়াছে।

গৃহবাসী বৈরাগী এবং জগদ্বাসী বৈরাগী।

রবিবার, ১৫ই চৈত্র, ১৭৯৬ শক।

রাগী ও বিষণ্ণ বৈরাগী, শান্ত ও প্রসন্ন বৈরাগী এ দুয়ের মধ্যে কত প্রভেদ তাহা তোমরা জানিয়াছ। শুষ্ক ভাব ধারণ করিয়া লোকের প্রতি বিরক্ত হইলেই পৃথিবীর বৈরাগী সকল জগতের নিকট সমাদৃত হয়; কিন্তু শান্তি ও সুখ যাঁহার মুখকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল করিয়াছে, যিনি সকলের প্রতি প্রসন্ন তিনিই যথার্থ বৈরাগী। সেই ব্যক্তিকে বৈরাগী বলা যায় না, যে সকলের প্রতি অপ্রসন্ন, কিছুতেই তুষ্ট হয় না। অসুখী যে ব্যক্তি তাহার হৃদয়ে ঈশ্বরের বাসস্থান হয় নাই। যিনি ঈশ্বরেতে আত্মা সমর্পণ করিয়া সর্ব্বদাই নির্ভয় এবং চিরপ্রসন্ন, তিনিই যথার্থ বৈরাগী। যেমন বিষণ্ণ ও প্রসন্ন বৈরাগীর মধ্যে প্রভেদ, তেমনই গৃহবাসী ও জগদ্বাসী বৈরাগীর মধ্যে প্রভেদ। গৃহবাসী বৈরাগী আপনার

জন্যই ব্যস্ত, সর্ব্বদাই আপনার হিতসাধনে বিব্রত, আপনার চিত্তশুদ্ধিসাধনই তাহার সমুদয় কার্য্যের লক্ষ্য, আপনাকে আপনার প্রতি কর্ত্তব্যসাধনে নিযুক্ত করিলেই সেই ব্যক্তি কৃতার্থ হয়। তাহার জীবন দেখিলেই বুঝা যায় যে, এই ব্যক্তি শুদ্ধ ইহার নিজের জন্যই জগতে বাস করিতেছে। এই ব্যক্তি আপনি উপাসনা করে, আপনি অমৃত পান করে; কিন্তু আর কাহাকেও ডাকিয়া অংশী হইতে দেয় না। পরের মুখ দেখিলে তাহার তপস্যা ভঙ্গ হয়। নির্জ্জনে তাহার হৃদয় উচ্চ উপাসনাতে নিমগ্ন থাকে বটে, তপস্যাভূমিতে যোগের বলে স্বর্গ তাহার নিকটস্থ হয়; কিন্তু জগজ্জনের সংস্পর্শেই তাহার সমস্ত যোগ ভঙ্গ হয়, অতএব সে কেবল জগজ্জনের প্রতি নহে, কিন্তু সজ্জনের প্রতিও বিরক্ত। কোন মতেই সেই ব্যক্তি তাহার যোগ ভঙ্গ হইতে দিবে না। এই শুভ অভিপ্রায়ে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া সেই ব্যক্তি নির্জ্জন গহন বনে সাধন আরম্ভ করিয়া মনুষ্যমাত্রকে বিঘ্নের আলয় মনে করে এবং নরনারী কাহাকেও নিকটে আসিতে দেয় না। কিসের জন্য? বিঘ্নহীন উপাসনার জন্য। যত কিছু সদ্ভাব দয়া ও অনুরাগ ঈশ্বর মনুষ্যকে মনুষ্যের সঙ্গে বদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য সৃজন করিয়াছেন সেই সমুদয় ছেদন করিয়া, পরিবারচ্যুত, সমাজচ্যুত এবং জগচ্চ্যুত হইয়া একটী সাধনের দ্বীপে বসিয়া সেই ব্যক্তি তপস্যা করে। তাহার সকল দিকেই গুণ দেখা যায়, উচ্চ সাধন জন্য সেই বৈরাগী প্রশংসনীয়; কিন্তু তাহার অন্তরে প্রেম নাই। সমুদয় নরনারীকে ঈশ্বরের পুত্র কন্যা জানিয়া আদর করা দূরে থাকুক, বরং তপস্যার বিঘ্ন বলিয়া ঘৃণার সহিত সেই ব্যক্তি সকলের সহবাস পরিত্যাগ করে। অতএব তাহার ধর্ম্ম যে

ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত নহে, ইহাতে আর কে সন্দেহ করিতে পারে? বৈরাগ্যের ভূষণ যে প্রেম তাহাই যাহার নাই তাহাকে কিরূপে বৈরাগী বলিবে? তাহার সাধন ভজন সকলই গুপ্ত ব্যাপার। লোকশূন্য স্থানে থাকিয়া আপনাকে ঈশ্বরের পূজায় উৎসর্গ করিবে এই তাহার লক্ষ্য। গৃহবাসী বৈরাগীর এই লক্ষ্য। কিন্তু জগদ্বাসী বৈরাগীর লক্ষণ একরূপ নহে। গৃহবাসী বৈরাগীর আপনিই আপনার গৃহ; কিন্তু জগদ্বাসী বৈরাগীর গৃহ সমস্ত জগৎ। জগতের জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করেন, জগতের জন্য তিনি জীবন ধারণ করেন। তাঁহার হৃদয়ের ভিতরে তিনি থাকেন না; কিন্তু তিনি বাস করেন পরের আলয়ে। প্রত্যেক জগদ্বাসীর মধ্যে তিনি বাস করেন। তাঁহার আমিত্ব পরের মধ্যে, আত্মপর প্রভেদ তিনি জানেন না। আর সকল স্থানে তাঁহাকে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার আপনার মধ্যে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। যথার্থ বৈরাগী নিজের শরীর এবং নিজের হৃদয় ছাড়া আর সকলের মধ্যে বাস করেন। তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া জগতে ব্যাপ্ত হইয়া জগতে বাস করিতেছেন। আমি জগতের মধ্যে এবং জগৎ আমার মধ্যে এই বিনিময় সাধন দ্বারা আরম্ভ হয়। কেহ কেহ প্রথম বয়সেই এই প্রেমযোগে যোগী হন। তাঁহাকে বৈরাগী বলি যিনি পরের ঘরে আহার করেন, পরের ঘরে সুখ সঞ্চয় করেন, পরের ঘরে পুণ্য সঞ্চয় করেন। তাঁহার নিকটস্থ এবং দূরস্থ সমুদয় লোকের মধ্যে তিনি বাস করেন; কিন্তু তাঁহার নিজের ঘরে তিনি থাকেন না। তাঁহার শরীর ছেদন করিয়া দেখ, তাহা হইতে যত রক্তবিন্দু পড়িবে দেখিবে প্রত্যেক রক্তবিন্দু মধ্যে জগতের জীবন। জগৎ ঘুরিতেছে তাঁহার মধ্যে, তিনি ঘুরিতেছেন জগতের মধ্যে, চির-

কালই তিনি জগতের। সাধু বৈরাগীর জীবন এইরূপ হইবেই হইবে। পরোপকারের জন্য তাঁহার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন ইহা বলিলেও যথার্থ বৈরাগীর সম্পর্কে কিছুই বলা হইল না। কিন্তু তিনিই জগৎ অথবা জগতের ভিতরে তিনি থাকেন, ইহাই তাঁহার সম্পর্কে সত্য কথা। যিনি যথার্থ বৈরাগী তাঁহাকে কষ্ট দিবার জন্য তাঁহার গাত্রে হস্ত স্থাপন করিতে হয় না; কিন্তু জগতের একটী লোককে মারিলেই তাঁহাকে মারা হইল। কেহ পরের ধন হরণ করিল, তিনি মনে করিলেন, সেই ব্যক্তি তাঁহার ধন হরণ করিল, কেন না যথার্থ বৈরাগী অভিন্ন-শরীর, অভিন্ন-মন, এবং অভিন্ন হৃদয় হইয়া সেই ধনীর জীবনের মধ্যে বাস করিতেছেন। পৃথিবীর লোক পরস্পরের প্রতি যত অত্যাচার করিতেছে, যত লোককে মারিতেছে, তিনি মনে করেন, সকলেই তাঁহাকে মারিতেছে। কেন না তিনি জগতের দুঃখে দুঃখী। তাঁহার মত সমদুঃখী আর কেহ নাই। জগতের দুঃখকষ্টভার কোথায়? কেবল যাহারা কষ্ট পাইতেছে তাহাদের নহে; কিন্তু যত বৈরাগী এই পৃথিবীতে বাস করিতেছেন, জগতের সমুদয় দুঃখভার তাঁহাদের অন্তরে। পরসুখে সুখী পরদুঃখে দুঃখী, জগদ্বাসী বৈরাগীর এই লক্ষণ। জগতের দুঃখে তাঁহার দুঃখ, জগতের সুখে তাঁহার সুখ। সকলের হৃদয়ে তিনি আছেন, এবং জগতের সঙ্গে তিনি এক শরীর এক-প্রাণ হইয়া গিয়াছেন। তিনি আমিত্ব বিনাশ করিয়াছেন, আপনার জন্য কিছুই রাখেন নাই, আপনার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া পরের উপকারার্থে তিনি পথে পথে বেড়াইতেছেন। একাকী নির্জ্জনে বসিয়া থাকিলেও তিনি জগতের কল্যাণ চিন্তা করেন। জগৎ ছাড়া তিনি থাকিতে পারেন না। কখনও তিনি

আপনার মধ্যে আপনি থাকিতে পারেন না, এবং নিজের জন্য কিছুই করিতে পারেন না, কি সজনে কি গোপনে জগতের সেবা করাই তাঁহার জীবনের ব্রত। সেই স্বর্গের বৈরাগী, ঈশ্বর যেমন আপনার জন্য কিছুই করেন না, কিন্তু তাঁহার সন্তানদিগকে সুখে রাখিবার জন্যই ব্যস্ত, তাঁহার অনুগত শিষ্য জগদ্বাসী বৈরাগীও সেইরূপ তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসারে নিজের জন্য কিছুই করেন না; কিন্তু জগৎকে সুখী করিবার জন্যই তিনি আপনার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। গৃহবাসী স্বার্থপর বৈরাগীর স্বর্গে ঈশ্বর এবং সেই ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু যে স্বর্গেতে মনুষ্য নাই, নরনারী নাই সেখানে যদি ঈশ্বর থাকেন তিনি ঈশ্বর নহেন। জীবশূন্য মনুষ্যশূন্য যদি কোন পবিত্র স্থান কল্পনা করা যায় তাহা ভাবিতে সুন্দর বটে; কিন্তু তাহা কি মিথ্যা কল্পনা নহে? যথার্থ ঈশ্বর যেখানে সেখানে জীব নাই, সেখানে নরনারী নাই, ইহা হইতে পারে না। ঈশ্বরের দয়া তাঁহাকে টানিতেছে, জীব-দিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক প্রেমের অনুরোধেই তিনি তাঁহার কলঙ্কিত সন্তানদিগের নরকের মধ্যে আসেন। তিনি আপনার স্বভাবগুণেই পাপীদের মধ্যে বাস করিতেছেন, দয়া আপনার মধ্যে থাকিতে পারে না। যখন দুঃখীরা দুঃখ পাইতেছে দেখেন, তখন কি দয়াময় ঈশ্বর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? কেন তিনি দয়ালু হইলেন? পাপীর পরিত্রাতা কি পাপীদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন? ভক্তবৎসল ভক্তদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। তিনি পাপীর দ্বারে, দ্বারে গিয়া তাঁহার প্রেমামৃত বিতরণ করিতেছেন। ঈশ্বরের যদি এ স্বভাব হইল তবে পৃথিবীর সামান্য বৈরাগীরা কি জগতের

দুঃখীদিগকে সুখী করিতে চেষ্টা করিবে না? স্বর্গের রাজা নিষ্কলঙ্ক ঈশ্বর যদি পাপীদিগকে এত দয়া করেন, পৃথিবীর ক্ষুদ্র বৈরাগীরা কিরূপে তাহাদিগকে ঘৃণা করিবে? এই কারণেই যথার্থ বৈরাগীরা যাহাতে জগতের লোক ভাল হয়, যাহাতে তাহাদের শারীরিক মানসিক সুখ বৃদ্ধি হয়, সেইজন্য আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহারা পরের উপকার করাকে কঠোর কর্তব্য মনে করেন না, কিন্তু আনন্দের সহিত সুখের সহিত সকলের ইষ্টসাধন করেন। জগদ্বাসী বৈরাগী জগতের সঙ্গে একীভূত হইয়া তাহার সকলই জগৎকে দিয়াছেন। ক্ষুদ্র তাঁহার হৃদয়; কিন্তু তাঁহার মধ্যে প্রকাণ্ড জগৎ অথবা জগদ্বাসী সকলের ঘর বাড়ী, অট্টালিকা অঙ্কিত রহিয়াছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের লোক তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে ক্রীড়া করিতেছে। তিনি যে জগদ্বাসী প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন তাহা নহে; কিন্তু ঘরের ভিতর বসিয়া তিনি জগৎকে ভালবাসেন। যতবার নিমীলিত নয়নে তিনি ভিতরে দেখেন, ততবারই তিনি আপনাকে দেখেন না; কিন্তু দেখেন সমস্ত জগতের লোক তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে বেড়াইতেছে। তিনি যে বাহিরের কার্য্য দ্বারা লোকদিগের উপকার করিয়া প্রেমসাধন করেন তাহা নহে; কিন্তু তিনি অন্তরে অন্তরে জগদ্বাসী লোকদিগের প্রতি মধুময় ভালবাসা পোষণ করেন। যখন কার্য্য আরম্ভ করেন তখন তাঁহার প্রেম পরিপক্ক হয়। দয়ার কার্য্য পরকে আপনার করা। দয়ালু বৈরাগীই যথার্থ বৈরাগী। নির্দ্দয় বৈরাগী বৈরাগী নহে। জগদ্বাসী বৈরাগী আহার করেন জগতের সেবা করিবার জন্য। তিনি ধন সঞ্চয় করেন পরের জন্য, পড়েন পরের জন্য। আমিত্ব তিনি অনেক কাল ছাড়িয়াছেন। চিরকালই

পরের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তিনি আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। নির্দ্দিগত, তিনি জানেন না। জগতের কল্যাণে তাঁহার কল্যাণ। জগৎ ছাড়া স্বর্গ তিনি দেখিতে পান না। চিরকাল তিনি প্রেমার্দ্র-নয়নে জগতের মঙ্গল সাধন করেন। জগৎ তাঁহার ভিতরে, এবং তিনিই জগৎ হইয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে ত্যাগস্বীকার কি? অন্যকে অন্ন দিলেন, তিনি মনে করিলেন তিনি আপনি আহার করিলেন, কেন না তিনিই যে জগৎ। ঔষধ দ্বারা কোন দেশের রোগ দূর হইল, তিনি মনে করিলেন আমার ভার কমিল। জগদ্বাসীদের দুঃখ আপনার ভিতরে লইয়া তিনি জগতের ভৃত্য, জগতের কল্যাণেই তিনি বিরত থাকেন, এবং এই প্রেমের ব্রতেই তিনি আপনাকে সুখী মনে করেন।

স্বর্গীয় প্রেম।

রবিবার, ১৫ই চৈত্র, ১৭৯৬।

মন এমনই নির্ব্বোধ যে, ধর্ম্মের বর্ণমালা পর্য্যন্ত ইহাকে বার বার শিক্ষা দিতে হয়। যতই ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হই, ততই যে আমরা গাঢ়তর সত্য সকল লাভ করি তাহা নহে; কিন্তু অত্যন্ত পুরাতন এবং অতি সহজ মূল সত্য সকল যাহাতে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহার জন্য আমাদিগকে বারম্বার চেষ্টা করিতে হয়। যে সকল সত্য পাইয়া আমরা সুখী হইয়াছি, যদি দশ বৎসর পরে সে সমুদয় দৃষ্ট, পরীক্ষিত সত্যকে আবার পরিত্যাগ করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের জ্ঞানও নাই, বুদ্ধিও নাই। আজ যাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে কাল যদি তাহাকে ছায়া বল, আজ

যাহাকে পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে কাল যদি তাহাকে কল্পনা বল, তবে তোমরা মূর্খ, নিতান্ত নির্ব্বোধ, এবং কল্পনার রাজ্যে বাস করিতেছ। যাহারা যথার্থ বিশ্বাসী এবং জ্ঞানবান্ তাহাদের বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন নাই। যদি অন্তরে যথার্থ বিশ্বাস থাকে তবে যাহা একবার সত্য বলিয়া হৃদয়ের সঙ্গে বাঁধিয়াছি, সাহসপূর্ব্বক, মুক্তকণ্ঠে, দৃঢ়বাক্যে সমস্ত জগৎকে বলিব, তাহা সত্য, কদাচ মিথ্যা নহে। কেমন সত্য? অটল অপরিবর্ত্তনীয়। পাহাড় প্রস্তর যেমন ভাঙ্গে না, সেইরূপ সত্যের প্রস্তরের উপর কোটি কোটি তর্কের অস্ত্র পড়িলেও তাহার বালুমাত্র খসিবে না। সেই বিশ্বাস কাহাদের? যাহাদিগকে সাগরের সহস্র ঢেউ ভাসাইতে পারে না, ক্রমাগত অস্ত্রাঘাত করিলেও যাহারা চূর্ণ হয় না, পৃথিবী যদি প্রলয়দশা প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে যদি চন্দ্র সূর্য্য খসিয়া পড়ে তথাপি যাহারা চিরস্থায়ী হইয়া থাকে। কেহ বলিবেন ব্রাহ্মদের, আমি বলি আমাদের, যাঁহারা এই ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন। যাঁহার পদাশ্রয়ে আমরা আশ্রিত, যাঁহার আশাবাক্যে আমরা আশ্বাসিত যে গুরুর শিষ্য আমরা, তাঁহারই কৃপাতে আমাদের কয়জনের বিশ্বাস এমন হইয়াছে। ঈশ্বরসম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস যেমন, পরস্পরের সম্বন্ধেও আমাদের বিশ্বাস তেমনই। যদি বুঝিয়া থাকি যে, ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে আমাদের প্রণয় হইয়াছে, ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া তাহা স্বীকার করিতে হইবে। যদি এখনও ভাই ভগ্নীকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাকি, তবে কি এতদিন আমরা কতকগুলি মিথ্যা ছবি আঁকিয়া আত্মপ্রতারিত হইলাম? আমরা কি ধর্ম্মরাজ্যের কবি যে স্বীয় রচিত কতকগুলি সুন্দর কবিতা লইয়াই ভুলিয়া রহিলাম? আমরা কি এতকাল কেবল

কল্পনা দ্বারা বলিলাম, ঐ দেখ কেমন সুন্দর ঘর, ঐ দেখ কেমন আশ্চর্য্য প্রেমের ব্যাপার ? না, এত বৎসরের ধর্ম্মরাজ্যের ব্যাপার কল্পনা নহে, কবিত্ব নহে। আমরা দেখিয়াছি যথার্থ প্রণয় আসিয়াছে। অযথার্থ নহে, কৃত্রিম নহে ; কিন্তু ইহা ঈশ্বর স্বহস্তে হৃদয়ে রাখিয়া দিয়াছেন। বাহিরের বিবাদ, কলহ এবং বিপদ প্রলোভনের তরঙ্গে বন্ধু বান্ধব সমুদয় ভাসিয়া গেল, কিন্তু হৃদয়ের প্রেম গেল না। যাহাদের উপর একবার প্রেম শ্রদ্ধা দিয়াছি আর তাহা ফিরাইয়া লইতে পারি না। তাহা যথার্থ পদার্থ, কল্পনা নহে। ব্রাহ্মসমাজে এত অবিশ্বাস, এত অপ্রণয়, এত কলহ বিবাদ ; যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে কোথায় প্রেম, কোথায় প্রণয় ? আমরা বলিব, এই দেখ হৃদয়ের মধ্যে যাহা আছে, কোন মুখে বলিব তাহা নাই। কাহারও অনুরোধে সত্যকে অসত্য বলিতে পারি না। যাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি তাহা আগুনে পুড়িবার নহে, সাগরে ডুবিবার নহে। যখন অন্তরে প্রেম দেখিতেছি, তখন নিরাশ হইব কাহার কথায় ? ক্রমশঃ শত্রুদল বৃদ্ধি হইল, তাহাতে আমাদের ভয় কি ? আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে প্রেম তাহা ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত, তাহা কিছুতেই কলঙ্কিত হইবার নহে। যাহা ঈশ্বর স্বহস্তে রচনা করিয়া স্বয়ং রক্ষা করিতেছেন, কোন্ শত্রুর সাধ্য তাহা বিনাশ করিতে পারে ? এই প্রকার দৃঢ় বিশ্বাস প্রত্যেক ব্রাহ্মের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যখন দেখিব, এ ব্যক্তির উপর যে প্রেম স্থাপন করিয়াছি তাহা মিথ্যা নহে, তখন সেই প্রেমের কথা কেন স্বীকার করিব না ? আমাদের মধ্যে কাহারও কি সেই প্রেম হয় নাই যাহা বিপদ প্রলোভনে যায় না ? বাহিরের বিবাদ কলহ দেখিয়া কি আমরা বলিব যে আমাদের মধ্যে প্রেম নাই ? সময়ে

সময়ে আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না, তবুও কি আমরা বিশ্বাস করি না যে ঈশ্বর আছেন? আমরা পাপে পড়ি বলিয়া কি মনে করিব যে ঈশ্বর নাই? সময় সময় অন্ধকার দেখি বলিয়া কি সূর্য্য নাই বলিব? অন্তরে অন্তরে গভীর প্রেম, ব্রাহ্মোচিত প্রেম, ঈশ্বর দেওয়া ভালবাসা আছে। কেহই সেই প্রেম ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতে পারে না। যিনি ভালবাসিযাছেন, যিনি ভালবাসিতে শিখিযাছেন, যিনি ভালবাসিতে জানেন, কে তাঁহার হৃদয়ের ভালবাসা দূর করিযা দিতে পারে? সত্যকে অসত্য বলিতে পারে কে? কলহ হইযাছে বলিয়া কি ভালবাসা চলিয়া গিযাছে? অন্তরে সেই ভালবাসা, সেই প্রেম আছে যাহা স্বর্ণ অপেক্ষায়ও উজ্জ্বল। সেই প্রেম যেমন ঈশ্বরের দিকে, তেমনই মনুষ্যের দিকে রহিয়াছে। নিরাকার পরিবার যেখানে প্রতিষ্ঠিত সেখানে প্রবেশ কর, দেখিবে প্রবেশ করিবামাত্র, তোমার হৃদয়ে ঈশ্বর স্বহস্তে যে পবিত্র প্রেম রচনা করিয়াছেন তাহা উথলিয়া উঠিবে, এবং তাহা একদিন সমস্ত জগতে উথলিযা পড়িবে। আমাদের অন্তরে গভীর প্রেম আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। যতটুকু প্রেম আছে তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব। পূর্ণ প্রেম আমাদের হয় নাই, কেন বলিব আমরা পূর্ণ প্রেমের আধার? আবার যখন ভালবাসি, তখন ভালবাসি না, মিথ্যা বলিব কেন? এবং যখন জানি যে আমরা শত শত পাপে কলঙ্কিত, তখন কেন বলিব আমরা কোন অধর্ম্মাচরণ করি নাই? যাহা সত্য তাহা স্বীকার করিব। কাটিযা যদি কেহ দেখিতে পারেন আমাদের জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। যদি বালুকণার ন্যায় বিশ্বাস এবং প্রেম আমাদের অন্তরে থাকে, তাহা পৃথিবীর সমুদয় বাধা এবং শত্রুতা অতিক্রম

করিয়া পর্ব্বত সমান হইবে। যেটুকু বিশ্বাস, যেটুকু প্রেম পাইয়াছি তাহা চিরকালের। এই বিশ্বাসই ব্রাহ্মের বাঁচিবার একমাত্র পথ। কে বাঁচিবে যদি অন্তরে এই বিশ্বাস না থাকে? যদি আমাদের জীবনের একটু অংশও দৃঢ় অপ্রতিহত দুর্জ্জয় সত্য না হয় তবেত আমরা অসার, চঞ্চল বালুর উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছি। না, দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগকে এমন দুর্দ্দশার মধ্যে রাখেন নাই। তিনি আমাদিগকে সার নিত্য ধন দিয়াছেন, এই জন্য সত্যকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, সত্য প্রেম পাইয়াছি। যতটুকু পাইয়াছি, কেহই তাহা অস্ত্রাঘাত করিয়া চূর্ণ করিতে পারে না, কদাচ পারিবে না। সেই প্রেম সেই যথার্থ প্রণয় বন্ধুদিগকে দিয়াছি, তাঁহাদের মুখাপেক্ষা করিয়া নহে। ঈশ্বর-সম্পর্কে যেমন বলি, "তিনি যদি বিনাশ করিতে আসেন তথাপি তাঁহার উপর নির্ভর করিব এবং তাহাকে মানিব," সেইরূপ বন্ধুরাও যদি অস্ত্রাঘাত করিয়া মারিতে আসেন তথাপি তাঁহাদিগকে ভালবাসিব। বন্ধুগণ, তোমরা ভয়ানক ভয়ানক কথা বলিয়া প্রাণকে ব্যথিত করিতে পার, শেষ হয়তো বন্ধু বিচ্ছেদ দ্বারা প্রাণকে বিদ্ধ করিতে পার, কিম্বা তুমুল বিরহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে ভস্মীভূত করিতে পার, কিন্তু প্রাণের মধ্যে যে গভীর প্রেম রহিয়াছে তোমাদের মধ্যে কে তাহা বিনাশ করিতে পারে? আকাশের চারিদিক হইতে মেঘ সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আসিয়া চন্দ্রের মুখ ঢাকিল; কিন্তু চন্দ্র যেমন তেমনই রহিল, তাহার বিন্দুমাত্র জ্যোৎস্নার হ্রাস হইল না। সেইরূপ আপাততঃ মনুষ্যদিগের অবিশ্বাস অপ্রণয় বিরোধ বিবাদ আসিয়া মনুষ্যের হৃদয়কে, প্রেমচন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিল; কিন্তু সেই প্রেমচন্দ্র পূর্ব্বে

যেমন তেমনই উজ্জ্বল রহিল। এই প্রেমচন্দ্রের যদি সামান্য একটু অংশও আমাদের হৃদয়ে থাকে তবে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। যদি এই প্রেমের আস্বাদন না পাইতাম, তবে ব্রাহ্মসমাজে আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল হইত না, এবং এ সকল কথা বলিতে পারিতাম না। ব্রাহ্মসমাজে সহস্র বার বিরোধানল জ্বলিল, তথাপি পুনর্ম্মিলনের কথা, শান্তিসংস্থাপনের কথা উঠিতেছে কেন? ভালবাসা আছে, নিশ্চয়ই আমাদের অন্তরে সেই ভালবাসা জন্মিয়াছে, যাহা কোন আক্রমণে নষ্ট হইতে পারে না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে প্রকার কলহ এবং অপ্রণয় ইহা হইতে নিশ্চয়ই একদিন ব্রাহ্মসমাজ অপ্রেমের ভয়ানক যুদ্ধক্ষেত্র হইয়া উঠিবে, এই বলিয়া যাহারা আমাদিগকে নিরাশ করিতে চায় তাহারা মিথ্যাবাদী এবং জগতের মহাশত্রু; এই ভয়ানক গরলময় নিরাশার কথা কাহাকেও আমরা বলিতে দিব না। ঈশ্বরপ্রসাদে যদি আমরা স্বর্গের প্রেম না পাইতাম, তবে এতদিন পরস্পরের সেবা করিতেছি কেন? এই অপ্রেম আসিল, অশান্তি আসিল, ঘোর নিরাশার জন্য প্রস্তুত হও; এ সকল মিথ্যা কথা দ্বারা বালকেরা ভীত হইতে পারে; কিন্তু আমরা যে ঈশ্বরের শ্রীমুখাৎ, প্রাণসখার মুখে আশার কথা শুনিয়াছি। কাহাদিগকে সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিবে? যাহাদের হৃদয়ে প্রেমময়ের প্রেম তাহাদের মধ্যে দল কোথায়? যেখানে সকলের প্রাণ মন ঈশ্বরের চরণে গ্রথিত রহিয়াছে সেখানেত বিবাদ অপ্রণয় নাই। সংসারবাজারেই এ সকল নীচ কথা শুনা যায়। পৃথিবীর অসার জঘন্য সংবাদপত্রে শুনিলাম অমুক স্থানে বিবাদানলে শত শত ঘর জ্বলিতেছে, এইজন্য দৌড়িয়া ঈশ্বরের ঘরে, তাঁহার প্রেমনিকেতনে প্রবেশ করিলাম। বলিলাম, হে

দয়াল প্রভু, বল দেখি, এ সকল কি সত্য কথা? তিনি বলিলেন, এ সকল জঘন্য, অসার মিথ্যা কথা। যথার্থ কথা এই, যিনি একবার মনুষ্যকে প্রণয় দিয়াছেন, তিনি আর তাহা ফিরাইয়া লইতে পারেন না। এই প্রেম হইল, এই প্রেম গেল, এই ভয়ানক নিরাশার কথা বলিতে চাও, ব্রহ্মমন্দির পরিত্যাগ কর। ব্রাহ্মসমাজে অপ্রণয় আসিল, এই দলাদলি হইতে চলিল, এ সমুদয় নিরাশার কথা শুনিয়া যদি তোমরা মনে কর ব্রাহ্মসমাজ ডুবিবে, তবে শীঘ্রই তোমাদের ব্রাহ্মসমাজ ডুবুক। তাহাতে তোমাদের এবং জগতের মঙ্গল হইবে। কিন্তু আমাদের যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ ডুবিতে পারে না। আমরা যে প্রণয়ের কথা বলিতেছি তাহা যথার্থ প্রণয়, কিছুতেই যাইবার নহে। আধ্যাত্মিক হৃদয়-নিকেতনে তাহা আছে। সেই প্রেমধনে ধনী হও, অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। মানুষের জঘন্য কথা শুনিও না। এখনই প্রেম-প্রস্রবণ হইতে ক্রমাগত প্রেম জল বিনিঃসৃত হইতেছে, তোমাদিগকে শীতল করিবার জন্য, তোমাদের পরিবারকে শীতল করিবার জন্য এবং সমস্ত জগৎকে শীতল করিবার জন্য। ঈশ্বর-প্রসাদে আমাদের মধ্যে ভালবাসা আছে এবং ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া নিশ্চয়ই ইহা সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইবে।

ব্রহ্মদর্শন।

রবিবার, ১৩ই বৈশাখ ১৭৯৭ শক।

অনেক দিন ব্রহ্মদর্শনের কথা বলা হয় নাই; আজ সেই বিষয়ে কিছু বলিব। ব্রহ্মদর্শন আন্তরিক, সকলেই মুখে বলে। চক্ষু-

নিমীলিত করিয়া বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া বাহিরের আকর্ষণ হইতে মন বিচ্ছিন্ন করিলে, হৃদয় কপাট বন্ধ করিলে, ব্রাহ্মগণ ভিতরে অন্ধকারমধ্যে নির্জ্জনে বিশ্বাসচক্ষে ইন্দ্রিয়ের অতীত, দর্শনের অতীত, চক্ষু সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। বাহিরের বিষয় সকল সেখানে প্রবেশ করিয়া মনকে বিক্ষিপ্ত করিতে সমর্থ হয়। এই প্রকার সাধন প্রাচীন হিন্দুসম্প্রদায় মধ্যে বহুকাল প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, সম্প্রতি ব্রাহ্মগণও আত্মার অভ্যন্তরে নিমীলিত নয়নে ব্রহ্মদর্শনে চেষ্টা করেন। ঈদৃশ চেষ্টা হইলে, চেষ্টার ফল হইবেই হইবে। ধন্য সেই সাধন যাহা বিষয় হইতে অতীন্দ্রিয় উচ্চ স্থানে লইয়া যায়। এ সময়ে বিষয় আর মনকে অপহৃত করিতে পারে না, চঞ্চল করিতে পারে না। ব্রহ্মদর্শনের সুধ পান অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার, কিন্তু উহার গুণ বর্ণনা করা উপদেশের উদ্দেশ্য নয়। সাধক যখন হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেন বাহিরের বিষয়জ্ঞান চলিয়া গেল, তখন তিনি বলিলেন, বিশ্বাস ও ভক্তিচক্ষুতে এই তো তাঁহাকে দেখিতেছি, তিনি প্রাণের মধ্যে বিরাজ করিতে-ছেন। যাই বলিলাম এই দেখিতেছি, বলিতেই দেখা হইল, আমাদিগের দৃষ্টির সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎকার হইল। এই অবস্থায় আত্মা তাঁহাতে নিমগ্ন হইয়া যায়, ভিতরের বাহিরের প্রভেদ বিলুপ্ত হয়। ভিতরের দর্শন বাহিরের দর্শন দুই এক হইয়া যায়। চক্ষু নিমীলিত করিয়াই দেখি আর উন্মীলন করিয়াই দেখি এ উভয়ের প্রভেদ থাকে না। ইহার একটী উৎকৃষ্ট একটী নিকৃষ্ট বলিতে পারা যায় না, ভিতরের দর্শনও উৎকৃষ্ট বাহিরের দর্শনও উৎকৃষ্ট।

চক্ষু নিমীলিত করিয়া সমুদয় বস্তুর চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হইলে ঈশ্বরকে দেখা যায়। সর্ব্বপ্রকার কোলাহলশূন্য না হইলে

অতীন্দ্রিয় দর্শন কি প্রকারে সম্ভবে সত্য. কিন্তু দক্ষিণে বামে কেবলই বিষয়ের আড়ম্বর, সকল দিকে কোলাহল, ইহার মধ্যে চক্ষু খুলিবামাত্র যদি ঈশ্বরকে দেখা যায় তবে সেই অবস্থা উচ্চাবস্থা। আত্মা স্বভাবতঃ জিজ্ঞাসা করে, যাঁহাকে ভিতরে দর্শন করিলাম, বাহিরে দেখিব না কেন? পৃথিবীতে কোলাহল অনেক, সাংসারিক বিভীষিকা অনেক, সংসারের সুখে হৃদয় মন বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল। এজন্য সাধনের বাল্যাবস্থায় পৃথিবী ছাড়িয়া হৃদয়ে প্রবেশ করি. চক্ষু মুদিত করি, সেখানে বাহিরের বিষয় গিয়া ব্যাকুল করিতে পারে না; সুতরাং উপাসনায় নিমগ্ন হই। এ সময়ে অতি সামান্য কারণে মন বিক্ষিপ্ত হয়, হৃদয়ের একাগ্রতা নষ্ট হয়, মন বাহিরে যায়, কর্ণ বাহিরের শব্দ শুনে, চক্ষু বাহিরের বিষয় দেখে। বাহিরে যে বিষয় দর্শন করিলাম, মনের ভিতরেও উহার ছায়া ঘোরে। সাধন করিতে করিতে অনেক চেষ্টার পর মন শান্ত হয়। মন শান্ত না হইলে একাগ্রতা হয় না, একাগ্রতা না হইলেও ব্রহ্মদর্শন হয় না। সুতরাং প্রথমে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া মনকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া ঈশ্বর দর্শন করিতে হয়। এতো বাল্যাবস্থার কথা। এখন তো আর তুমি বালক নও; এখনও কি তোমায় শুদ্ধ চক্ষু নিমীলন করিয়া ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে? সমুদয় দিন চক্ষু খুলিয়া থাকিতে হইবে, দিনের মধ্যে পাঁচ মিনিট মুদিত করিয়া ব্রহ্মদর্শন করিলে, ইহা স্বাভাবিক অবস্থা নহে। এরূপ সাধনকে উৎকৃষ্ট সাধন বলিতে পারি না, ইহাতে অনেক ঘণ্টা বাদ দিতে হয়, অতি অল্প সময় ব্রহ্মদর্শনসুখ হয়। এরূপ অবস্থায় প্রাণপণ করিয়াও কেহ আত্মাকে বিষয়কোলা-হল মধ্যে স্থির রাখিতে পারে না; হৃদয় হইতে বাহির হইয়া

বহির্জগতের সমুদয় আকাশের সমুদয় স্থানে ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে। ব্রহ্মদর্শন অভ্যাসে এত ক্ষমতা জন্মান আবশ্যক যে ভিতর হইতে বাহির হইয়া যে দিকে দেখিব, দেখিব ফল পুষ্প তরু লতা পর্ব্বত কানন আকাশ সরোবর সকলই ব্রহ্ম আবির্ভাবে হাসিতেছে। উচ্চতর পর্ব্বত শিখরে উঠিলাম সেখানে ঈশ্বর, জলস্রোতের নিকটে গমন করিলাম সেখানে ঈশ্বর, সমুদ্রের উজ্জ্বল তরঙ্গজ্যোতি অবলোকন করিলাম সেখানে ঈশ্বর, কেবল শূন্য আর কিছুই নাই, সেখানেও ঈশ্বর। সকল স্থান ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ, সর্ব্বত্র কেবলই তাঁহার প্রেমমুখ। চক্ষু নিমীলিত করিয়া ভিতরে আশ্চর্য্য শোভা দেখিতে পাইলাম, দেখিয়া প্রাণ তুষ্ট হইল হৃদয় সুশীতল হইল। চক্ষু খুলিয়া গেল আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। একি? বাহিরের রাজ্য কি অপদেবতার রাজ্য? যাঁহার ঘর ভিতরে তাঁহারই রাজ্য বাহিরে, সুতরাং যে হৃদয় বাহিরে তাঁহার দেখা পাইল, তাহার দর্শনের দ্বার আর অবরুদ্ধ হইল না। সে যখন সংসারে ফিরিয়া আসিল, তখনও সেখানে তাঁহাকে দর্শন করিল। ঘরে গিয়া তাঁহার প্রেমমুখ দেখিতে পাইল, বাহিরে চারিদিকে তাঁহার সম্বন্ধে সেই প্রেমমুখ প্রকাশিত রহিয়াছে। ভিতরে বাহিরে কত আনন্দ। চক্ষু মুদ্রিত করিলেও প্রাণেশ্বরের মুখ দর্শন করিব, চক্ষু খুলিলেও তাঁহার মুখ দেখিতে পাইব এই অবস্থা প্রার্থনীয়।

বাহ্যজগতের দর্শন অতি মনোহর দর্শন। ভিতরে বাহিরে একই দর্শন এবং দুইই সমান বলা যায়। কোন কোন অবস্থাতে একটীকে বিশেষ বলিয়া অনুভূত হয়। কাহার পক্ষে কোনটী কোন্ সময়ে অধিক সুখপ্রদ হইবে বলা যায় না। অন্তর বাহিরে

দর্শন করিবার তত্ত্ব যদি জানিয়া থাক সাধন কর। অন্তরে দেখিতে দেখিতে এমন সাধন কর যে কার্য্যালয়ে গিয়া বিষয়ের মধ্যে থাকিলে তাহাতেই বা ক্ষতি কি? সমুদয় দিন চক্ষু খুলিয়া থাকিলে তাহাতেই বা ক্ষতি কি? চক্ষের সমক্ষে তিনি আত্মাকে প্রকাশ করিলেন দেখিয়া ভক্তিজলে ভক্তের নয়ন পূর্ণ হইয়া গেল। সপ্তাহে সপ্তাহে ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়াছ, হৃদয়ের মধ্যে তিনি যে মনোহর মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছ, এখন শরীর মন সংযত করিয়া যাহাতে অন্তরে বাহিরে তাঁহাকে দেখিতে পাও এমন অবস্থা গ্রহণ কর। এমন অবস্থা লাভের জন্য যত্ন প্রাণান্তেও ছাড়িও না। বরং আর সকল ছাড়িয়া এই অবস্থা লাভের জন্য যত্নশীল হও।

যখন ছেলে বেলা ছিল তখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য হৃদয়ের মধ্যে যাইতাম। বাহিরের কোলাহলে উত্তেজিত হইয়া দৌড়িয়া ঘরের মধ্যে গিয়া বসিতাম। এটী বালক বালিকাদিগের অভ্যাস, আর এখন ইহাতে হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। এখন আর আমরা বালক বালিকা নহি, এখন আমাদের অনেক বয়স হইয়াছে, জ্ঞান চৈতন্য জন্মিয়াছে। সংসার আমাদিগের মন বিক্ষিপ্ত করিবে এখন আর এ ভয় করিলে চলে না। এখন এমনই চাই যে, বিশ্বাসচক্ষু তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে, এখন সর্ব্বত্র তাঁহাকে দেখিতে পাই। আমাদিগের হৃদয়ের সঙ্গে তাঁহার পাদপদ্ম এমনই সংলগ্ন হইয়া যাইবে যে, তাঁহার এবং আমাদিগের মধ্যে কোন ব্যবধান বা বিঘ্নের কারণ উপস্থিত হইবে না। এমন কথন বলিতে হইবে না যে, হৃদয়ের মধ্যে গিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম না, চক্ষু খুলিয়া চারিদিক্ কেবল শূন্য প্রতীত হইল। বাহি-

রের ধন বস্তু বাহিরের চক্ষু দেখিল, মনের চক্ষু তাঁহাকে দেখিল। লোকে মনে করিল সাধক বাহিরের বস্তু দেখিতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি সেই সময়ে মনের মনকে দেখিতেছেন, বাহ্য বস্তু অতিক্রম করিয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্মের আবির্ভাব দর্শন করিতেছেন। ভিতরে বাহিরে ব্রহ্মদর্শন তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন জীবন থাকিতে থাকিতে আমাদিগের সেই দিন আইসে। তখন চক্ষু খুলিয়া দেখা ভিন্ন আর কোন কার্য্য থাকিবে না। যত দিন আমাদিগের জীবন এইরূপ না হয় যেন আমরা তাঁহার দ্বারে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকি। এরূপ না হইলে আমাদের যন্ত্রণার শেষ নাই।

সংসারপথে পরিশ্রান্ত পথিক পাঁচ মিনিটের দর্শনে পরিতৃপ্ত হয় না। সংসারের কর্ম্মে দশ ঘটা যায়। বিষয়ের ভারে অবসন্ন হইয়া নিস্তেজ হইয়া অতি অল্প সময় ঈশ্বরকে দেখিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। এই অল্প সময়ও তাহার সাধন করিতেই গেল। আর কতক্ষণ সাধনে থাকিবে, এখনি কার্য্যালয়ে যাইতে হইবে। এই যে সময় আগতপ্রায়, আজ বুঝি আর দেখা হইল না, বিনা দর্শনে কার্য্যালয়ে যাইতে হইবে। কাতরে চিৎকার করিয়া দর্শন প্রার্থনা করিল, বড় হইল তো পাঁচ মিনিটের জন্য সাক্ষাৎকার হইল, কিন্তু তাড়াতাড়ি সম্ভোগ করিতে না পারিয়াই কার্য্যালয়ে চলিয়া গেল। এইরূপ করিয়া সাধকের জীবন ভারবহ হইয়া উঠিল, আর তাহাকে কিছু ভাল লাগে না। এক ঘটা কাল তাঁহাকে দেখিব তাহাও ঘটে না। সে সময়েও তাড়াতাড়ি করিতে হয়। লোভী আত্মার অল্প সময়ে লোভের বিরাম হয় না। অনেক সময় অন্য বিষয়ে দিলে আর চলে না, অধিকাংশ সময়

অন্তরে থাকা যায় না, বাহিরে থাকিতে হয়, সুতরাং বাহিরে তাঁহাকে না দেখিলে আর চলিল না। যখন ইচ্ছা তখনই তাঁহাকে দর্শন করিব এ প্রকার সাধন এখন নিতান্ত প্রয়োজন। অন্তরে বাহিরে দেখিতে দেখিতে ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারিব। ভক্তবৎসল, বলিতে বলিতে অন্তর বাহির পূর্ণ হইয়া যাইবে। যেমন তোমাকে এবং ভাই ভগ্নীগণকে সহজে অনায়াসে বিনা কষ্টে দেখিতেছি তেমনই সহজ অবস্থায় যখন তাঁহাকে দেখিব, মন গভীর আনন্দে নিমগ্ন হইবে। চক্ষু বাহিরে রহিয়াছে, লোকে বলিবে এ ব্যক্তি উপাসনা ভুলিয়া গেল, এ কেবল বাহিরের বস্তুই সর্ব্বদা দর্শন করে দেখিয়া উপহাস করিবে। গভীরভাবে তথায় তাঁহার প্রেমমুখ বাহিরে দেখিতেছি, লোকে বুঝিল না। শরীর যাহা করিতে চায় করুক, কিন্তু মন তাঁহাতে লগ্ন রহিয়াছে, এ অবস্থা কি প্রার্থনীয় নহে? যখন যেখানে যাই, সেই ব্রহ্মমূর্ত্তি আকাশে বিরাজমান। শত্রুর ঘরে যাই, বন্ধুর ঘরে যাই, সেই মনোহর মূর্ত্তিতে পরিবেষ্টিত। আকাশ, পৃথিবী, হৃদয় সেই মুখচন্দ্রে ঘেরিল। আর ব্রহ্মদর্শন ছাড়িতে পারি না। ভিতরে বাহিরে ঈশ্বর এমনি করিয়া ঘেরিয়া ফেলিলেন যে, পলায়ন করিতে চাহিলেও আর পলায়ন করিবার উপায় রহিল না। যেদিকে যাই সেইদিকে তিনি, ত্রিলোকীকাল আর এখন তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। আমার কি সৌভাগ্য উপস্থিত? এ সকল দেখিয়া কি বলিব মনে এই আলোচনা উপস্থিত। আর কি বলিব, জানিলাম ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্রাণের ধর্ম্ম। সকলে নিয়ত ঈশ্বরের নাম সাধন কর, অন্তরে বাহিরে তাঁহাকে দেখিয়া কৃতার্থ হও।

ব্রহ্মদর্শনের উপায়।

রবিবার, ২৭শে বৈশাখ, ১৭৯৭ শক।

ব্রহ্মদর্শনের নিগূঢ় কথা সকলের নিকট বলা যায় না। যাহা বলিলে আদর হয় না, তাহা বলিলে অনিষ্ট সম্ভব। নিগূঢ় তত্ত্ব তাহাদিগের নিকট প্রচার করা কর্ত্তব্য যাহারা স্বভাবতঃ উচ্চ আদরের সহিত গ্রহণ করে। তাহাদিগেরই সে সকল তত্ত্বে অধিকার। শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া উহা সাধন দ্বারা জীবনে পরীক্ষা করা উচিত। ব্রাহ্মের যদি ব্রহ্মদর্শন না হইল জীবন বৃথা। সুখের যন্ত্র এই সংসার শ্মশান হইল। তোমাদিগের সম্বন্ধে ব্রহ্মদর্শন ইহ পরকালের সম্বল। আনন্দ, সুখ, শান্তি, ব্রহ্মদর্শন বীজমন্ত্রের উপরে নির্ভর করে। তোমাদিগের বিশ্রাম, পুণ্য, পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সকলই ব্রহ্মদর্শন। এই ব্রহ্মদর্শনের কথা তোমাদিগের নিকট বলিব না তো আর কোথায় বলিব? একাকী নির্জ্জনে চিন্তা করিতে করিতে কে না আমাদিগের মধ্যে ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছেন? ব্রহ্মদর্শনের নিগূঢ় তত্ত্ব বিদ্যুতের ন্যায় আমাদিগের কাহার না হৃদয়াকাশে প্রকাশিত হইয়াছে? তোমা-দিগের জীবনে সাধক হইয়া এরূপ ঘটিয়াছে, বার বার না ঘটুক অন্ততঃ একবারও ঘটিয়াছে। যুক্তির অতীত, উপদেশের অতীত, এমন সাধন অতীব নিগূঢ়, উহা স্বয়ং সাধকের দর্শনপথে আসিয়া উপস্থিত হয়। সাধক চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মের নিকট হইতে উহা লাভ করেন উহা দর্শন দ্বারা শিক্ষা করা যায়, অন্য উপায়ে লাভ করিতে পারা যায় না। সেইজন্য বলি কেহ উহা অনুমান দ্বারা বুঝিতে বা শিক্ষা করিতে পারে না। নির্জ্জনে বসিয়া সাধন

কয়, তোমাদিগের জীবনে নিগূঢ় তত্ত্ব আবির্ভূত হইবে। প্রেমমুখ দর্শনে মত্ত হইয়া সে মুখের কি প্রকার লক্ষণ, তখন হৃদয়ের কি প্রকার অবস্থা হয়, আপনি জানিয়াছি। অধিক পরিমাণে জানি আর না জানি উহার মূলতত্ত্ব বুঝিয়াছি। আমি যদি কিছু পাইয়া থাকি, বিনিময় করা যাইতে পারে। কেন না পরের সঙ্গে বিনিময় করিলে আরো উহা উজ্জ্বল হইবার পক্ষে সহায় হয়। একদিন বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে জানিলাম তিনি দর্শন দিয়া মনুষ্যের মন মোহিত করিয়া পবাস্ত করেন। এই তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা, তিনি স্বয়ং দেখা দিলে দেখিতে পাওয়া যায়।

ঈশ্বরদর্শনের মধ্যে দুইটী ভাব দেখিতে পাওযা যায়। প্রথমতঃ আমি ভক্তিতে ও প্রেমেতে উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাই। এই সময়ে হৃদযের প্রেম ভক্তি অনুরাগ উচ্চ পর্ব্বত শিখরে উত্থিত হইবার ন্যায় উচ্চ সীমা প্রাপ্ত হয়। প্রেম, ভক্তি, অনুরাগ পরিণতাবস্থা লাভ করিলে ব্রহ্মদর্শন হয়। এই সকল পরিণত না হইলে কেহ কি ব্রহ্মদর্শন করিতে পারে? আমি ব্রহ্মকে দেখিয়াছি একথা মুখে বলিলে কি হইবে? ফলতঃ ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ, ভক্তি, ভালবাসা একত্র হইয়া প্রস্ফুটিত হইলে উহা ব্রহ্মদর্শনে পরিণত হয়। দর্শনে অভিলাষ হৃদযকে উন্নতাবস্থায় টানিয়া লইয়া যায, কেন না উন্নত না হইলে ঈশ্বরকে দেখা যায় না। ঈশ্বর যেন ঊর্দ্ধে লুকাইত আছেন, ঊর্দ্ধে গিয়া তাঁহাকে দেখিতে হয়। এই সময়ে হৃদয় উদ্যানের লাবণ্য সৌন্দর্য্য বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই দর্শনের আনন্দ অতি উচ্চ আনন্দ। আমি মনুষ্যজন্ম ধারণ করিয়া এই অসার শরীর লইয়া জঘন্য সংসারের স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধব বাহিরের সমুদয় বস্তু ভুলিয়া পাপ মনে তাঁহাকে দর্শন করি-

তেছি, ইহার অপেক্ষা আর আহ্লাদের কারণ কি আছে? বস্তুতঃ এই আনন্দ আমাদিগের হৃদয়ের সমুদয় উৎকৃষ্ট উচ্চ উচ্চ ভাবগুলিকে প্রস্ফুটিত করিয়া ক্রমশঃ আনন্দের উপর আনন্দ উপভোগে সমর্থ করে। জীবনের এই অবস্থা অতি উচ্চ অবস্থা অতি উৎকৃষ্ট অবস্থা। যাঁহারা ব্রহ্মকে দেখিতে চান, তাঁহারা যেন হৃদয়কে প্রেম ভক্তি অনুরাগের উন্নত সোপানে তুলিতে যত্ন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের জীবন অতি উন্নত পবিত্র শান্তির অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

এইতো আমাদিগের দিক্ হইতে দেখিবার তত্ত্ব জানিলাম। হৃদয়কে উন্নত করিয়া ব্রহ্মের দিকে দৃষ্টি করিলে আনন্দ হয়, বিশ্বাস, প্রীতি, ভক্তি, অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়, দিন দিন নির্ভর বাড়িতে থাকে। এখন ইহার অপর দিক্ দেখা যাউক। ব্রহ্মকে দর্শন করিতে গিয়া আমরা কি দেখিতেছি আমাকে তিনি দেখিতেছেন আমি তাঁহাকে দেখিতেছি। জড়বস্তু দেখিলে আমাদের কত আনন্দ হয়, জড়ের সমুদয় সৌন্দর্য্য আমাদিগের নিকটে প্রতিভাত হয়, কিন্তু উহা ছাড়িয়া চিন্তা আর অধিক দূর যায় না। ধর্ম্মের মধ্যে বিশ্বাসনয়নে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই মুগ্ধ হইবার বিষয়। আমার চক্ষু তাঁহাকে দেখিতেছে, আর আমি তাঁহাকে চিন্তা করিতেছি, এ দুই পরস্পর ভিন্ন। কারণ ইহার একটি দর্শন, একটি স্মরণ। ইহার মধ্যে আবার আমি তাঁহাকে দেখিতেছি তিনি আমাকে দেখিতেছেন, এই যে চক্ষে চক্ষে মিলন ইহাই পূর্ণ ব্রহ্মদর্শন। এই মিলনে অশ্রু কম্প রোমাঞ্চ প্রভৃতি লক্ষিত হয়। যেখানে সমুদয় স্বর্গীয় প্রেমের জ্যোৎস্না নিপতিত হইয়াছে, সেই স্থানে সাধকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। তিনি মনে মনে বুঝিলেন, সাধারণ স্থানে দৃষ্টি

পড়ে নাই। আর সেখান হইতে নয়ন ফিরাইবার ক্ষমতা নাই, উহা মুগ্ধ হইয়া সেই স্থানেই রহিয়া গেল। ফলতঃ এক দিক হইতে দৃষ্টি যাইতেছে, অন্য দিক হইতে দৃষ্টি আসিতেছে, এই দুয়ের মিলনে যে ব্রহ্মদর্শন হয়, তাহাই আমাদিগের বিশেষ লক্ষ্য। অনেকে দেখেন, কিন্তু সেই সকল লোক বিরল, ঈশ্বরকে দেখিতে গিয়া যাঁহাদিগের চক্ষে চক্ষে মিলন হয়। যাঁহারা এইরূপে ঈশ্বরকে নিরীক্ষণ করেন, তাঁহারা কৃতার্থ হন। কেবল তাঁহাকে দর্শন, দর্শনের অর্দ্ধাংশ মাত্র। ইহাতে অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা ও মিষ্টতা চলিয়া যায়। আমি যেমন ছিলাম, তদপেক্ষা উন্নত প্রেম, ভক্তি, অনুরাগ আমাকে উচ্চ স্থানে লইয়া গেল, বিশ্বাসনয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। তাঁহার দিকে যে দৃষ্টি গেল, তাহাতে তাঁহার চক্ষু নিপতিত হইল। ইহাতে শুধু ভক্তি বিশ্বাস বাড়িল তাহা নহে, আমার মধ্যে স্বর্গ ছিল না, নূতন স্বর্গ দেখিতে পাইলাম। সেই চক্ষু আমার চক্ষুকে আক্রমণ করিল। মনে করিয়াছিলাম, একবার তাঁহাকে দেখিয়া নমস্কার করিয়া ঘরে চলিয়া যাইব; কিন্তু তিনি প্রীতিকটাক্ষে এমনি দৃষ্টি করিলেন যে, বিস্মিত হইয়া ভূতলে পড়িলাম, প্রাণ মন মুগ্ধ হইয়া গেল। অমন করুণাদৃষ্টি পার্থিব জননীর স্নেহ হইতেও অনুভব করা যায় নাই।

তিনি আমাকে দেখিলেন, আমি তাঁহাকে দেখিলাম, উভয় দৃষ্টির মিলন একটী স্বর্গের অদ্ভুত ব্যাপার। তোমাদের জীবনে উহা সাধন কর, ধর্ম্মজগতের নিগূঢ় সত্য সকল পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ কর। এরূপ দৃষ্টিলাভ জীবনে প্রতিদিন হয় না। এ প্রকার প্রেমদৃষ্টিবাণে বিদ্ধ হইয়া পাপী পরাজিত হয়, আর পলায়ন করিতে পারে না। ঈশ্বর পরাজয় করিবার সময় উপস্থিত দেখিয়া পাপীর

উপরে দৃষ্টিনিঃক্ষেপ করেন। তিনি দেখিলেন পাপী তাঁহা হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে, মনে করিতেছে, আমি উপাসনার সময়ে ইচ্ছা করিলে তাহাকে দেখিতে পারি, নাও পারি, তখন তিনি তাহাকে দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ করিলেন, আর তাহার পলাইবার সামর্থ্য থাকিল না। যখন তাঁহার দৃষ্টি আমার উপরে পড়িল, দৃষ্টি-রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া পড়িলাম। আমরা তাঁহাকে আর দেখিতে না চাহিলেও তিনি বলপূর্ব্বক আমাদিগকে আপনারে দেখাইবেন। পাপাচরণ করিয়া মনে করিলাম, জননী আর এ দুরন্ত সন্তানকে দেখিবেন না, তাঁহার সম্মুখে যাইতে ভয় হইল। কিন্তু একবার সাহস করিয়া যাই তাঁহার সম্মুখে গেলাম, তিনি কিছু বলিলেন না, কিন্তু মা এমনি এক অসাধারণ দৃষ্টিতে সন্তানের প্রতি তাকাইলেন যে উহা দেখিবামাত্র মূর্চ্ছা হইল। মাতে এত দয়া, মার দৃষ্টি এমন দৃষ্টি, সে দৃষ্টি সন্তানের উপরে পড়িল। আর সে তাকাইতে পারে না, মুখও ফিরাইতে পারে না। জননীর স্নেহদৃষ্টিতে তাহার পাষণ্ড ভাব চলিয়া গেল। সন্তানের প্রতি জনক জননীর এরূপ দৃষ্টি সহজ ব্যাপার নহে। এক মিনিট তাকাইতে গিয়া আর চক্ষু ফিরিবে না, সেই দৃষ্টিতে ক্রমে আরও আকৃষ্ট হইতে থাকিবে। পাপী মনে করিয়াছিল একবার ব্রহ্মকে দেখিয়া চলিয়া যাইবে; দর্শন তাহার কর্ত্তৃত্বাধীন, ইচ্ছার অধীন, হয় সে তাহার দৃষ্টি ব্রহ্মের উপরে রাখিতে পারে, নয় সে উহা ফিরাইয়া সংসারে লইয়া যাইতে পারে। তুমি আপনাকে স্বাধীন বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়াছিলে, এক মিনিট দুই মিনিট তাঁহার দিকে তাকাইলে, দেখ সেই দৃষ্টি তোমার দৃষ্টিকে বাঁধিয়া ফেলিল। এখন অবিশ্বাসী হইয়া ফিরিয়া যাও দেখি? আর কি ক্ষমতা প্রকাশ করিবার সামর্থ্য আছে?

একেবারে চক্ষু স্থির হইয়া গেল। এখানে এত বিপদ্ বুদ্ধি তাহা পূর্ব্বে স্থির করিতে পারে নাই। ব্রহ্মের দৃষ্টিতে পাশবদ্ধ হইতে হয়, অগ্রে ইহা কে জানিত? বস্তুতঃ একবার ব্রহ্মের দৃষ্টিজালে পড়িলে আর তাহা হইতে বাহির হইতে পারা যায় না। জগতের বন্ধু বান্ধব ভাই ভগিনীর প্রেমজালে স্নেহজালে বদ্ধ হইয়া বশীভূত হইতে হয়, তাহারা সমক্ষে আসিলে নয়ন আর ফিরান যায় না, তাহারা হতবুদ্ধি করিয়া ফেলে, হৃদয় মন একেবারে কাড়িয়া লয়। যদি পৃথিবীর এই ব্যাপার হইল, কি জানি স্বর্গের দৃষ্টি প্রবল বাত্যার ন্যায় আমাদিগের মনকে কেমন তটস্থ করিয়া ফেলিবে। যখন সেই সুকোমল দৃষ্টি সাধকের উপর নিপতিত হয়, তখন কিরূপ অপূর্ব্ব ভাব হয়, কোন শাস্ত্রে ইহা বলিতে পারে না, কেবল সাধকের জীবনেই উহার তত্ত্ব প্রকাশিত হয়।

লোকে দর্শন কাহাকে বলে? নয়নে নয়নে সম্মিলন। ঈশ্বরকে এই প্রকারে দর্শন করাই আমাদিগের স্বর্গ। ঈশ্বর আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি দিন, যেন এই প্রকারে তাঁহার সৌন্দর্য্য চিরদিন দেখিতে পাই। আমাদিগের সমুদয় অনুরাগ ভক্তি যেন তাঁহার দর্শনলাভের জন্য নিযুক্ত হয়। "তোমার চক্ষু আমার চক্ষু যেন এক হইয়া যায়" এ প্রার্থনা কখন অগ্রাহ্য হইবার নহে। তিনি যে আমাদিগকে প্রেমনয়নে দেখিতেছেন, তাঁহার সেই দৃষ্টি আমাদিগের উপর নিপতিত রহিয়াছে, আমাদিগের দৃষ্টি তাহা দেখে না। আমরাই কেবল তাঁহাকে দেখিতেছি আমরা এরূপ মনে করি। এ অবস্থায় তাঁহার করুণা ভাবিয়া ব্রাহ্ম যদি আত্মসমর্পণ করেন, সে আত্মসমর্পণ মানি না। যে দর্শনে যে ধ্যানে দুই দৃষ্টি মিলিত হইল না, সে দর্শন সে ধ্যান কিছুই হইল না। ফলতঃ তাঁহার

সঙ্গে মিলন হইলে কোন ভয় কোন ভাবনা থাকে না। আশ্চর্য্য এই, পাপের সময়েও এমন শুদ্ধ নয়ন আমার দিকে তাকাইয়া আছে। এ দৃষ্টি কল্পিত দৃষ্টি নয়। আকাশে অগণ্য চক্ষু কল্পনা করিয়া বলিতে পারা যায়, আহা আকাশ কি মধুময় দেখাইতেছে। কিন্তু সেই অকল্পিত দৃষ্টির নিকটে কল্পনা যাইতে পারে না। সেই দৃষ্টি হইতে যে কিরণ আসিতেছে, সাধক ইচ্ছা করিলেও তাহার একটীকে নিবারণ করিতে পারেন না। এই দৃষ্টিতে অতি সুকোমল বল আছে। উহা মানুষকে হতবুদ্ধি করিয়া সমুদয় কুটিলবুদ্ধি দূর করিয়া দেয়। একবার সেই দৃষ্টিতে বিদ্ধ হইলে সংসারের সমুদয় অসার জঘন্য সুখ অনায়াসে বিসর্জ্জন করিতে পারা যায়। যদি একবার এই দর্শন হয়, সমুদয় সংসার সুখে যায়, এমন কি সমুদয় জীবন সুখে অতিবাহিত হয়। কত সুখ, যদি প্রতিদিন এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সংসারের সমুদয় কলহ শোক ভুলিয়া গিয়া অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মের দিকে তাকাইয়া থাকিব। তাঁহার নয়নচন্দ্রের জ্যোৎস্না আমার ভক্তিনয়নের মধ্য দিয়া আসিতেছে, তাঁহার দৃষ্টি আমার উপরে পড়িয়া তাঁহার প্রেম অনুরাগ আমার চক্ষের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া মধু বর্ষণ করিতেছে। দুই দৃষ্টিতে একটী প্রণালী হইয়া অনন্ত প্রেম আমার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। একেবারে রসসাগরে ডুবিলাম। তাঁহার অমৃতময় চক্ষু ব্রাহ্মের চক্ষুর ভিতরে প্রকাশিত হইল; ব্রাহ্ম অমৃতসাগরে সন্তরণ করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মদর্শন এরূপ হওয়া চাই, যাহাতে তাঁহার দিকে তাকাইলে আর ছাড়িতে পারিব না। চিরদিন তাঁহার পদতলে বদ্ধ হইয়া থাকিব। ব্রহ্মদর্শন জীবনে সাধিত হইলে সুখের আর অবধি

থাকিবে না। যতবার তাঁহাকে দেখিতে পাই, তিনি কি ভাবে দেখিতেছেন, ইহা দেখিবার জন্য যেন নয়ন স্থির করিয়া রাখি। তাঁহার দৃষ্টি দেখিতে না পাইলে কখনই ছাড়িব না। দেখিতে দেখিতে চৈতন্যবিহীন হইয়া কি ছিলাম কি হইলাম ভাবিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িব, সে মুগ্ধভাব আর যাইবে না। সেই দৃষ্টিতে একেবারে মোহিত হইয়া যাইব। তাঁহার দৃষ্টিতে দৃষ্টিগোচর হইয়া আর নড়িতে পারিব না। হে ব্রাহ্ম, ব্রহ্মের নয়নের দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকা তোমার সর্ব্বস্ব! বার বার বলিতেছি বিশ্বাসনয়নে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাঁহার নয়নের দিকে তাকাও প্রেমচন্দ্র তোমার হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া অমৃতবর্ষণ করিবেন। তখন কোথায় থাকিবে তোমার কুটিল বুদ্ধি, কটিল যুক্তি তর্ক? সেই দৃষ্টি সমুদয় জয় করিবে। এই দৃষ্টিতে সমুদয় জগৎ পরাজিত হইবে, তোমাদিগের জীবন যেন সপ্রমাণ করিতে পারে। ঈশ্বর পাষণ্ড সন্তানকেও দেখা দিয়া পরাজয় করেন, ইহা দেখিয়া যেন জগতের আশা বৃদ্ধি হয়। আমাদিগের মধ্যে সেইরূপ সাধন হউক যে, আমরা চারিদিকে ধাবিত হইয়া বলিতে পারি, এই দেখ আমাদিগের কেমন সুখ হইয়াছে। দয়াময় নাম শুনিব শুনাইব, সাধন করিব, সাধন করাইব, ইহাতে আমাদের পরিত্রাণ, জগতের পরিত্রাণ।

যোগ ও মহাযোগ।

রবিবার, ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৭ শক।

ধর্ম্মরাজ্যে যোগ আছে এবং মহাযোগ আছে। যোগ হইতে উন্নত মহাযোগ। অদ্য যোগ এবং মহাযোগের বিষয় বলিতে

প্রবৃত্ত হইব। যোগ সুধাসমুদ্র, মহাযোগ সুধার মহাসমুদ্র। যোগ এবং মহাযোগ ভিন্ন বিষয় নয়, এ দুয়ের মিলন আছে। যোগ হইতে মহাযোগ উপস্থিত হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবনের যোগে কত আনন্দ। যদি উচ্চ যোগ কল্পনা করা যায়, তাহা হইতে উচ্চতর যোগ আছে, সাধক অনুভব করিতে পারিবেন এবং বুঝিতে পারিবেন "ধর্ম্মরাজ্যে যোগ আছে এবং মহাযোগ আছে।" ব্রহ্মদর্শনে সাধক হৃদয়ে কি উপলব্ধি করেন? সেই অনন্ত ঈশ্বর কোথায়, আর নিতান্ত ক্ষুদ্র আমি মনুষ্য কোথায়? অথচ এই দুয়ের মধ্যে যোগ। সে যোগ কেমন পবিত্র, কেমন উচ্চ। এই অদ্ভুত যোগ পরিশেষে কিসে পরিণত হয়? ব্রহ্মদৃষ্টি মনুষ্যদৃষ্টি এ উভয়ের যোগে। যোগের অবস্থা উন্নত অবস্থা। ইহার পূর্ব্বে ভক্তিপূর্ণ নয়নে দেবালয় দর্শন হয়, দেবতা বহু দূরে থাকেন। আকাশ, ভূমি, পর্ব্বত কানন সাগর, মহাসাগর, নদ নদী জীব জন্তু এবং পবিত্র উন্নত সাধু, এ সকল দর্শনে দেবালয় দর্শন হয়। ক্রমে ক্রমে সেই দেবালয়ে দেবতার আবির্ভাব অনুভূত হইয়া থাকে। দেবালয়ে পরম দেবতার আবির্ভাব দর্শন করিতে করিতে যখন অন্তরে তাঁহার আবির্ভাব অনুভূত হয়, তখন সাধকের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। বিষয়লোভ বিষয় পাইয়া যেমন পরিতৃপ্ত হয় না, দর্শনে তেমনি দর্শনলোভ বৃদ্ধি পায়, যত দেখে আরো দেখিতে চায়। সাধক ঈশ্বরের দিকে নয়ন স্থির করেন ঠিক সেই স্থানে তাঁহার নয়ন স্থির হয় যেখানে ঈশ্বরের নয়ন বিদ্যমান। সেই স্থান অব্যবহিত এবং সেই স্থানে মঙ্গল চক্ষু স্থির রহিয়াছে। চন্দ্রের পানে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে সমুদয় সুখস্রোত নয়নের ভিতরে প্রবেশ করে, নয়নমধ্যে চন্দ্রের জ্যোৎস্না আইসে। চন্দ্র চক্ষুর ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন পরীক্ষা

দ্বারা জানিতে পারা যায়। সুধার সাগর আপনি সুধা দর্শকের চক্ষে ঢালিয়া দিতেছেন। চক্ষু দেখিয়া সাধকের নয়ন মত্ত হইল, হৃদয় তাহার অংশী হইল। চক্ষের সঙ্গে চক্ষুর মিলনে চক্ষুর কেমন শোভা হইল, হৃদয়ের আনন্দ বর্দ্ধিত হইল। সুখসমুদ্রের সঙ্গে ক্ষুদ্র সুখচক্ষুর মিলন হওয়াতে প্রাণযোগ হইল। সেই সুধাস্রোত আমাদের চক্ষের ভিতরে প্রবিষ্ট হইলে এত সুধা লাভ হয় যে, উহা গ্রহণে আমাদের সামর্থ্য থাকে না। স্থান অল্প, পাত্র ক্ষুদ্র, পথ সঙ্কীর্ণ, প্রেমচন্দ্রের নয়নের সঙ্গে যোগ হইয়া একটী প্রণালী সৃষ্ট হইল। চক্ষু চক্ষু অন্বেষণ করে, চক্ষু চক্ষু চায়। ব্রহ্মের চক্ষু অগ্রসর হইয়া প্রেমচক্ষে অবতরণ করিল। যাই উভয় চক্ষুর মিলন হইল অমনি চক্ষু স্থির মন স্থির, উভয়ে সুধাপানে নিমগ্ন হইল। প্রেম, পবিত্রতা, পুণ্য, শান্তি, সুখে নয়নের জলপ্লাবন হইল, মনেরও সেই দশা হইল। ক্রমাগত প্রবাহ আসিতে লাগিল, সাধক আর উহার পরিমাণ ধারণ করিতে পারিলেন না, পূর্ণ হইয়া উথলিয়া পড়িতে লাগিল। দৃষ্টিতে মত্ততা বৃদ্ধি হইল, যত দেখেন আর দেখা ছাড়িতে পারেন না। ব্রহ্মের দিকে তাকাইয়া সমুদয় সংসার অসার হইয়া গেল। সাধক বলিতে লাগিলেন 'হে প্রেমের চন্দ্রমা, যদি শুভক্ষণে সাক্ষাৎ হইয়াছে, অস্তাগত হইও না।' সংসারী বিষয়ী জননীর দিকে তাকাইয়া যে আনন্দ পাইল, তাহাই পরম লাভ, এই বলিয়া প্রেমময়ী জননীর মুখের প্রতি ভক্ত অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া রহিল। ইহাকে বলি যোগ। যোগের পূর্ব্বে দেবালয় দর্শন, পরে দেবদর্শন ও চন্দ্রদর্শন। যোগান্তে মহাযোগ উপস্থিত হয়। দর্শন ও শ্রবণের একত্র যোগ মহাযোগ। ব্রহ্মকে দেখা যায়, ব্রহ্মকে শুনা যায়, এই বেদী হইতে এ সম্বন্ধে প্রচুর উপদেশ

হইয়াছে। অদ্য এ দুয়ের মিলন উল্লিখিত হইতেছে। দর্শনে শ্রবণ, শ্রবণে দর্শন, এইরূপে দর্শন শ্রবণ সমকালিক হয়। দর্শনে অপূর্ণতা রহিল লোভ তৃপ্ত হইল না। সাধক সংসারে পাপে ক্ষত বিক্ষত হইল, দর্শনে নয়ন বিগলিত হইল। কি আশ্চর্য্য কৃপা! দেখিয়া সাধ মিটিল না। অগ্নিতে ঘৃত দিলে যে প্রকার ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তেমনি অভিলাষ বর্দ্ধিত হইল। এখনও মহাযোগ হয় নাই, বাকী আছে। দর্শনে আনন্দ লাভ হয় বটে, কিন্তু উপদেশেরও প্রয়োজন আছে। বিপদের সময় কোন পথে চলিব উপদেশ পাইবার জন্য সাধক গুরু অন্বেষণ করেন। ক্ষুদ্র বিশ্বাসী এ পাড়ায় উপদেষ্টা আছেন কি না, ও পাড়ায় উপদেষ্টা আছেন কি না, অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। নিম্নদিকে দৃষ্টি না করিয়া পরমগুরু সদ্‌গুরুর দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ কর, তিনি স্বয়ং মন্ত্র দিবেন, পথ দেখাইবেন, পথপ্রদর্শক এবং নেতা হইয়া সৎপথে লইয়া যাইবেন। জিজ্ঞাসার উত্তর চাই, ঈশ্বর কথা কহিয়া উপদেশ দিলেন না, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে মন উজ্জ্বল হইয়া যায়, শুনিতে শুনিতে জ্ঞান লাভ হয়। আর একবার দর্শন ও শ্রবণের কথা বলিয়াছি, আজ বলিতেছি দেখা শুনা একই সময়ে হয়। দেখা ও শুনা এই দুয়ের যোগে মহাযোগ হয়। তাঁহার প্রেমদৃষ্টিই বাক্য। তিনি কথাবিহীন হইয়াও সন্তানের সঙ্গে কথা কন। সত্যকে সাক্ষী করিয়া সাধককে স্বীকার করিতে হইবে, ঈশ্বরের দর্শনে সুখ হয়, এবং সেই দর্শনের মধ্যে তাঁহার মধুর কথা শ্রবণে হৃদয় মুগ্ধ হয়। এ সম্বন্ধে বলিতে গেলে জীবনের গূঢ় কথা বলিতে হয়, গোপন বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে হয়। মা বলিয়া তাঁহাকে ডাকিলাম তিনি দেখা দিলেন, প্রেমদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া

রহিলেন, তাঁহার প্রেমদৃষ্টির ভিতরে সহস্র সহস্র কথা শুনিলাম। কে না জানে জননীর স্নেহের দৃষ্টির মধ্যে প্রেমের কথা আছে? যথার্থ বন্ধু দেখিয়া থাকিলে তাহার চক্ষু বন্ধুতার কথা বলিয়াছে। যিনি যথার্থ গুরু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলে শিষ্য তাঁহার দৃষ্টিতে শত শত সহস্র সহস্র সত্য শেখেন। সাধক "দেখা দাও" বলিয়া প্রার্থনা করিলেন, ব্রহ্মের এই প্রার্থনার উত্তর অতি গভীর। তিনি কি দেখাইলেন? আপনার মুখ, আপনার দৃষ্টি। তিনি দেখা দিলেন, উচ্চ স্বর্গীয় ভাষায় কথা বলিলেন। চক্ষু এমন কথা কয়, ইহাতো জানি না। ব্রহ্মের চক্ষু ভাষাবিহীন কথা প্রয়োগ করে। উহা অতি উচ্চ ধ্যানের সময় অনুভূত হয়। সাধক তাঁহার দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন "শীঘ্র দ্বার খোল, ঘোর বিপদ আক্রমণ করিয়াছে, এক বার উপদেশের প্রয়োজন।" তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন ব্রহ্মের মুখবিনিঃসৃত কথা শুনিলেন, কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া কার্য্য করিলেন। সংশয়মেঘে মন আচ্ছন্ন হইল, মনে হইল এবার সংশয়েতেই প্রাণ যাইবে! পুস্তক সংশয় দূর করিতে পারিল না, জ্ঞানের প্রয়োজন হইলে সহস্র গুরুও জ্ঞান শিখাইতে পারিলেন না। ঈশ্বর একটী কথা বলিলেন, সমুদয় সংশয়চ্ছেদ হইল, সমুদয় শিক্ষা লাভ হইল। সাধক সংশয়ের হাত হইতে বাঁচিলেন। যখন উপদেশের প্রয়োজন হয়, তখন তিনি তাঁহারই নিকট উপদেশ শ্রবণ করেন। এইরূপে সমুদয় সংশয় মিটিয়া যায়, সমুদয় শাস্ত্র পাঠ করা হয়, সাধক জ্ঞানের উচ্চ শ্রেণীতে আরোহণ করেন। এমন অবস্থায় উপনীত হইলে গভীর ধ্যানে সাধক ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকেন, কোন উপদেশ শুনিবার প্রয়োজন থাকে না। জীবনাকাশ

মেঘে অ চ্ছন্ন হইল, চারিদিক হইতে ক্লেশ বিপদ আসিয়া মনকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। প্রাণ কেমন করিতেছে আজ প্রেমময়ের সহবাসে থাকিব, আজ দয়াল বন্ধুর নিকটে থাকিব। প্রাণ উত্তেজিত হইতেছে, অস্থির হইতেছে, মন কোথাও থাকিতে চায় না, আজ তাঁহাকে লইয়া দিন কাটাইব। এ অবস্থায় কি হয়? সাধক আস্তে আস্তে ঘরে গেলেন, ঈশ্বর তাঁহার নিকটে প্রকাশিত হইলেন। দয়াময়ের প্রেমপূর্ণ চক্ষু পূর্ণ জ্যোতি প্রকাশ করিল, মনের সমুদয় অন্ধকার ঘুচাইল। নদীকূলে হউক, বৃক্ষতলে হউক, নিজ গৃহে হউক, স্বজন বন্ধু বান্ধব লইয়া হউক, সাধক সেই প্রেম-চক্ষুর উপরে দৃষ্টি স্থির করিয়া বসিয়া রহিলেন। যাহা আশা করেন নাই, লব্ধ হইল, দর্শন মধুময় হইয়া গেল। অনেক কার্য্য আছে, মনে ছিল চলিয়া যাইবেন, এমনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন, আর চলিতে পারিলেন না। যে জড় প্রায় হইল সে আর চলিবে কিরূপে? সাধক দৃষ্টিবাণে একেবারে পরাস্ত হইয়া গেলেন। শত বাণ সহস্র বাণ কোটি বাণে বিদ্ধ হইয়া শত্রু সন্তান নিরস্ত হইল। জ্যোৎস্নার উপর জ্যোৎস্না, সহস্র চন্দ্রের উপরে কোটী চন্দ্র উদিত হইল, সাধক আর কোথা যাইবেন? এমন অবস্থায় কি হইল? সেই চক্ষু অবাক্ সন্তানের চক্ষু অবাক্। ভাষার সম্পর্ক যেখানে নাই, দৃষ্টি ভাষার কার্য্য করিল। সে ভাষা মুগ্ধ সন্তান বুঝিলেন, আর কেহ বুঝিলেন না।

সংসারের লোকে ইঁহাকে পাগল বলে। কিন্তু সংসারের ভিতরেও দেখিতে পাওয়া যায়, মাতার চক্ষু কথা কহিতে পারে। জগতের জননীর দিকে তাকাইয়া সাধক শুনিতে লাগিলেন সেই চক্ষু কথা কহিতে লাগিল। কি যে বলা হইল, যিনি বলেন যিনি

শুনেন তাঁহারাই জানেন। সেই ঈশ্বরের চক্ষু বলিল "কেমন সন্তান আর কি পলায়ন করিতে পারিবে? পাপ করিয়া তাহাতে কি লজ্জা হইতেছে না?" কে বলিতেছেন? সেই মাতা বলিতে-ছেন "সন্তান তুমি আমায় আর ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না।" সাধক যতই শুনিতে লাগিলেন ততই অবাক্ হইতে লাগিলেন। বিশেষ উপদেশের আর প্রয়োজন রহিল না, নয়নই কথা কহিতে লাগিল। জননীর দৃষ্টি সাধকের হৃদয়ে পড়িয়া শুধু জ্যোতি আসিল শান্তি আসিল তাহা নহে, প্রাণপর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গেল। পুস্তক পাঠ বৃথা। শিশু হইয়া মাতৃদৃষ্টি পাঠ কর। উহাই জ্ঞানগর্ভ-শাস্ত্র। মাতার চক্ষু দর্শন কর পাঠ কর, মনের মধ্যে যে জ্ঞানের সুধাসরোবর আছে, তাহা উৎসারিত হইবে, এবং সেখানে আপনাকে ভাসাইয়া দিলে সুধা সঞ্চয় হইবে। সেখানে সন্তরণ করিলে এত কথা আসিবে, জ্ঞানের উপদেশ পাইবে যে বাহিরের শ্রবণ বন্ধ হইয়া গেল, তথাপি সেখানে সমুদয় জ্ঞানের কার্য্য একত্র সম্পাদিত হইবে। আর জিজ্ঞাসা করিও না, আর শ্রবণ করিও না। মা বলিয়া তাকাইয়া থাক, সমুদয় দুষ্টতা চূর্ণ হইয়া যাইবে, সমুদয় অজ্ঞানতা তিরোহিত হইবে। এ অবস্থার ন্যায় মনের অবস্থা আর হইতে পারে না। যখন আর জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, জড়ের ন্যায় পড়িয়া রহিলাম, উহাতেই তখন আনন্দ পাইলাম, জ্ঞান পাইলাম। আর জানিবার লাভ করিবার কি অবশিষ্ট রহিল? ঈশ্বরের চরণ ধরিয়া তাঁহার চক্ষু পানে দুমিনিট তাকাইয়া থাকিলে, সমুদয় দুঃখ চলিয়া যাইবে সন্দেহ মিটিবে।

জ্ঞানের কথা শক্ত কঠোর, উহা অর্জ্জনে যত্ন করিয়া কি হইবে? ঈশ্বর সন্তানের দিকে তাকাইলেন, আর এ ওজর চূর্ণ

হইয়া গেল। সেই চক্ষু দর্শন করিয়া চক্ষু পাষণ্ড ভাব ভুলিয়া গেল। জীবন যেমন চলিতেছে তেমনি কাটাইব, আর লোভ কমাইব না, আর ইহা অপেক্ষা বৈরাগ্য অবলম্বন করিব না, মন্দিরে আসিয়া যদি ঈশ্বরের চক্ষু দর্শন করিয়া থাক তবে এ প্রতিজ্ঞা বিসর্জ্জন দিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। মনে হইবে এমন জঘন্য প্রতিজ্ঞা কেন করিলাম ? আর যে সংসার বাসনা থাকিল না, আব যে সে পাষণ্ড ভাব থাকিল না। হে ঈশ্বর! কি ক্ষমতা-জাল বিস্তার করিলে, কি মোহিনীমূর্ত্তি প্রকাশ করিলে, কি অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না চারিদিকে বিকীর্ণ হইল। এ যে উপদেশের উপর উপদেশ, কথার উপর কথা, বাণের উপব বাণ। হা দুষ্ট মন! তোমাব উপযুক্ত শাস্তি হইল, আজ তুমি দুষ্টতার উপযুক্ত দণ্ড পাইলে। প্রাণসখার মুখের দিকে তাকাইলাম, এমন দু এক বার তাকাইয়া পরে আর জ্ঞান থাকে না। একবার তাকাইয়াই ব্রহ্ম-কর্ত্তৃক পরাস্ত হইল, আর নয়ন দেখিতে চায় না। আর একটু দেখিলেই সমস্ত পাপ থাকিত না, দুষ্ট মন আব সেটুকু দেখিল না। আব দু এক মিনিটে সমুদয় পাপ ভস্ম হইবে, এই আশা হৃদয়ে রাখিয়া আপনাকে সাধনে নিয়োগ কব এইরূপ সাধন দ্বারা ব্রহ্মরসপানে তৃষ্ণা বাড়িবে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা নিয়ত ব্রহ্মরসপান করিতে সমর্থ হই।

পরলোকজাত বৈরাগ্য।

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৭ শক।

যথার্থ বৈরাগ্যবৃক্ষ পরলোকে জন্মে, ইহলোকে নহে। পরলোক ভিন্ন অন্য ভূমিতে উহার বীজ রোপণ করিলে ফল ফুল হয় না। পৃথিবীর উৎকৃষ্ট স্থান পরীক্ষা করিয়া লইয়া খনন করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ কর, সে বীজে বৃক্ষ হইবে না। বীজ প্রস্ফুটিত না হইয়া বিনষ্ট হইয়া যাইবে। যথার্থ স্বর্গীয় বৈরাগ্য পরলোকভূমি ভিন্ন অন্যত্র জন্মগ্রহণ করে না। প্রকৃষ্ট বৈরাগ্য পারলৌকিক সামগ্রী, ইহলোকের নহে। উহার মূল ও ফল পারলৌকিক। এই পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে পরলোক সাধন কর। জ্ঞানী হইয়া ধীর হইয়া ইহলোক এবং শ্মশান ছাড়িয়া বৈরাগ্য সাধন কর। ইহলোক এবং শ্মশানের অতীত ভূমি পরলোক। তন্মধ্যে বৈরাগ্য বীজ রোপণ করিয়া স্বর্গীয় ফল লাভ করিবে। সংসারে থাকিয়া ইন্দ্রিয় দমন চেষ্টা কর, মৃত্যু চিন্তা করিও না। মৃত্যুচিন্তার দিক্ দিয়া না গিয়া রিপুদমনে যত্নশীল হও। পৃথিবীর সুখ পরিমিতরূপ সম্ভোগ কর। বিষয় ব্যাপার যথাপরিমাণ অনুসরণ কর। যেরূপ অনুসরণে রিপুদমন অসম্ভব তাহা পরিত্যাগ কর। সর্ব্বদা সেই পরলোক লাভের জন্য লালায়িত এবং যত্নবান থাক। এক সম্প্রদায় বলেন, ধর্ম্মবুদ্ধিসহকারে এক একটী সীমা করিয়া লও। যাহাতে তাহা অতিক্রম করিতে না হয় এরূপ যত্নবান হও। ইহলোকে অল্প বৈরাগ্য সঞ্চয় কর। এরূপ করিলে বিষয়ে আসক্তি জন্মে, সুতরাং এগুলি পরিত্যাগ করিতে হইবে, এরূপে আসক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং এগুলি ভোগ করিবে, এইরূপ অঙ্কশাস্ত্রের

গণনা করিয়া বিচার কর, সাধন কর। কতদূর অগ্রসর হইলে, সর্ব্বদা সুখের দ্বারা ধর্ম্মের দ্বারা পরিমাণ কর। আর এক সম্প্রদায় বলেন, যথার্থ বৈরাগ্য পৃথিবীর মধ্যে থাকিয়া উপায় অবলম্বন করিয়া লাভ করা যায়। শ্মশানে বসিয়া মনুষ্যের অস্থি সম্মুখে রাখিয়া ক্রমাগত মনুষ্যের পরিণাম চিন্তা কর। দেখ এই মনুষ্য-শরীর দগ্ধ হইতেছে, উহার সমুদয় সৌন্দর্য্য সমুদয় অভিমান ভস্ম হইয়া গেল, উহার আর কিছু থাকিল না। ভাবিতে ভাবিতে শরীরের অসারতা উপলব্ধি করিবে। শ্মশানে বসিয়া কেহ সংসারে ধন মান মর্য্যাদা দেখিতে পায় না। সেখানে কোন লালসা মনে উদয় হয় না। স্ত্রী পুত্র পরিবার আর সেখানে থাকিতে পারে না। চারিদিকে কেবলই ধূ ধূ করিতেছে, সকলই শূন্য। মনে কেবলই ভয়ের উদয় হয়, প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, বিষয় বাসনা চলিয়া যায়। শ্মশানে বসিয়া শরীর যাহাতে কষ্ট পায়, সেই বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা হয়। সাধনে কি না হয়? উহাতে অসাধ্য সিদ্ধ হয়! শ্মশানের সকলই ভয়ানক, চারিদিকে কেবল মৃত দেহেরই ব্যাপার। পৃথিবীর সুখ সেখানে মুহূর্ত্তের মধ্যে ভস্ম হইয়া যাই-তেছে, চিহ্নও থাকিতেছে না। এ সকল দেখিতে দেখিতে সংসারের প্রতি অনুরাগ হ্রাস হইয়া যায়, সংসার মনেও থাকে না। সমুদয় বাসনা দগ্ধ হইয়া এইরূপে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। পাঁচ বৎসর দশ বৎসর এইরূপ ভবে সামগ্রী সাজাইয়া সাধন করিতে করিতে সংসারসুখ বিসর্জ্জন হইল। এ কোন্ প্রকারের বৈরাগ্য উপস্থিত? শ্মশানবৈরাগ্য। এত সাধন করিয়া এত কষ্ট করিয়াও উহা উৎকৃষ্ট বৈরাগ্যে পরিণত হইল না। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বৈরাগ্যলাভের সাধন স্বর্গীয় এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যে

কোন সম্প্রদায় পৃথিবীর ধর্ম্ম সাধন করে, আমরাও কি তাহাই করিব?

ইহলোক, পরলোক, মধ্যে মৃত্যু, ব্রাহ্ম একথা স্বীকার করেন না। ইহলোক তাঁহার নিকটে পরলোক. তিনি মৃত্যুকে বিশ্বাস করেন না। এই পৃথিবীতে বসিয়া সাধন ভজন কর. মনকে বশীভূত কর, শ্মশানের ভিতর থাকিয়া পৃথিবীকে জয় করিতে চেষ্টা কর; অগ্নিতে জলের শীতলতা. জলে অগ্নির উষ্ণতা যেমন অসম্ভব, ইহা তেমনি অসম্ভব। সংসারে থাকিয়া কেহ বৈরাগ্য শিখিবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব কথা। অসারের মধ্যে সার সংগ্রহ করিয়া পরিশেষে সমুদয় সার বস্তু লইয়া হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। যাহার মধ্যে সার নাই, তাহা লইয়া সাধন করিলে তাহা হইতে অসার বস্তুই উৎপন্ন হইবে, অসার সাধনে সার উৎপন্ন হইবে ইহা কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না। পাপের ভিতর দিয়া পুণ্য আসিবে এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। এরূপ চেষ্টা দ্বারা এরূপ কষ্ট সাধন দ্বারা ভাল হওয়া অসার। যে ধর্ম্মভাব স্থায়ী হয় না, তাহাও অসার। শ্মশান চিন্তা করিতে করিতে যে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, সেই বৈরাগ্য আবার সেইরূপ সংসার দেখিতে দেখিতে চলিয়া যাইবে। অসার বৈরাগ্য চলিয়া যাইবে না কেন? যে বৈরাগ্য-আগুন সংসারকে গ্রাস করিল, সেই সংসারের আগুন আবার বৈরাগ্যকে গ্রাস করিবে। শ্মশানবৈরাগী সংসারের বৈরাগ্য চান, সুতরাং তাহার পরিণাম এইরূপ হইবে। যে স্থান সংসারের ক্রীড়ার অতীত, ব্রাহ্মেরা সেই স্থানের বৈরাগ্য চান, সুতরাং তাহাদের বৈরাগ্য স্থায়ী। এই জন্যই তাঁহারা মৃত্যু আছে ইহা স্বীকার করেন না। মৎস্যের স্থান জলে, জল ভিন্ন

মৎস্যের জীবিত থাকা অসম্ভব। বৈরাগ্যও জলস্থ মৎস্যের ন্যায় পরলোকে থাকিবে এজন্য সৃষ্ট হইয়াছে। পরলোকে উপস্থিত হইলে বৈরাগী হইতে পারিবে। ইহলোক পরলোকের মধ্যে যে একটী চিহ্ন আছে লোকে বলে, তাহা বিলুপ্ত করিতে হইবে। মরণকে বিলোপ করিয়া ইহলোককে পরলোকে পরিণত কর। ইহলোকেই পরলোকের আরম্ভ হয়, তবে যে মৃত্যুর পর পরলোক বলা উহা কেবল চলিত ভাষায় ব্যবহার মাত্র। যিনি ব্রাহ্ম তিনি পরলোকগত, তিনি সংসার সম্বন্ধে মৃত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু হইবে, ইহা নহে। অমুক অমুক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে বলিতে পারা যায়। ব্রাহ্ম যিনি তিনি সংসারের ভিতরে বাস করিয়াও পৃথিবীতে বাস করেন না, পরলোকে বাস করেন। বিশ্বাসী ব্যক্তি উপাসনা সময়ে ধ্যানযোগে পরলোকে আরূঢ় হন এবং তিনি পরলোকে বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। এই অবস্থায় বৈরাগ্য-সাধন সুলভ। সংসারী লোক শ্মশানে বসিয়া বৈরাগ্যকে আহ্বান করে, উহাকে স্বদেশ হইতে বিদেশস্থ করিতে চায়। যে স্থানের বস্তু সেখানে উহা যত তেজে বাড়ে, বিদেশস্থ হইয়া উহা তেমন কেন বাড়িবে? সাবধান, বৈরাগ্যবৃক্ষকে পরলোকের ভূমিতে বাড়িতে দাও, দেখিবে ফল ফুল শাখা পল্লবে কেমন উহার শোভা হইবে। সেখানে আপনার সার আপনি টানিয়া লইবে, সার দেওয়ার জন্য প্রয়াস পাইতে হইবে না। মৎস্যকে জলে আনিয়া ছাড়িয়া দাও তৎক্ষণাৎ সে আমোদে সন্তরণ করিবে। সেখানে স্বাভাবিক বায়ু এবং জল বৈরাগ্যবৃক্ষকে দৃঢ়িষ্ঠ এবং বলিষ্ঠ করিতে লাগিল, আমাদের আর চিন্তা রহিল না। শ্মশানবৈরাগ্য পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র, পরিবার, ধন সম্পত্তির বিষয় চিন্তা করিব না বলিয়া

ক্রমাগত চেষ্টা করে, কিন্তু সংসারের চিন্তা বার বার সংসারে ফিরিয়া আইসে। বৈরাগ্যের জন্মভূমি যেখানে নয়, সেখানে উহা একটু প্রতিকূল ব্যবহার পাইলেই চলিয়া যায়। এখানে বৈরাগ্যকে বারম্বার ডাকিয়া আনিতে হয়, পরলোকে আর ডাকিয়া আনিতে হয় না। মৃত্যু আমাদিগকে গ্রাস করিবে ইহা বলিয়া আর চিন্তা করিতে হয় না। ধন, জন, মান, সম্ভ্রম, এ সকল অসার অস্থায়ী একপও ভাবিতে হয় না। পরলোকবাসীর নিকটে সকলই সার, অসার বলিয়া বিশেষণ নাই। যত সামগ্রী দর্শন স্পর্শন শ্রবণ করেন, সে সকলই সার—চিরকাল স্থায়ী। বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সমুদয় পরাজয় করিতে হইবে, এ উপদেশ দিতে হয় না। এপথে সমুদয় অনুকূল এবং স্থায়ী। বৈরাগ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য চিন্তা করিতে হয় না, সংসার হইতে মনকে টানিয়া আনিয়া বুদ্ধিকে বারম্বার বৈরাগ্যে স্থাপন করিতে হয় না। বৈরাগ্য নিঃশ্বাসের ন্যায় সহজ হইয়া পড়ে। উপাসনা ধ্যানে বৈরাগ্য-ভাব বৃদ্ধি হইয়া উঠে। চিন্তা, পাঠ, অনুষ্ঠান সকলই পরলোকে বাস করিবার ভাব অনুভব করিবার পক্ষে সহায় হয়।

ইহলোক পরলোক স্বতন্ত্র এই ভ্রান্তি বৈরাগ্য পথে প্রতিবন্ধক হইয়া রহিয়াছে। আমরা ইহলোকের সুখে কেন মুগ্ধ হইব? আমাদিগকে পরলোকের সুখ লাভ করিতে এবং ভাবনা দ্বারা সেই পরলোক মনের ভিতরে আনিতে হইবে। ইহা হইলে বৈরাগ্য স্ফূর্ত্তি পাইবে। ইহলোককে পদাঘাত করিয়া শ্মশানকে অতিক্রম করিয়া আত্মা উড্ডীন হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হয় যাহা কিছু করা যায় সকলই বৈরাগ্য সহকারে। সেখানে বলের দ্বারা আর বৈরাগ্য সাধন করিতে হয় না। পৃথিবীর লোকে বৈরাগ্য

সাধন করিতে গিয়া ইহলোকের সীমা মৃত্যুতে পর্য্যবসান করে। মৃত্যু তাহাদিগের সম্বন্ধে প্রাচীর, কিন্তু ব্রাহ্ম সাধক প্রাচীর দেখিতে পান না। ইহলোক পরলোক মধ্যে মৃত্যু দ্বার, এ কথা তিনি বলেন না। তিনি বলেন, সাধক সম্বন্ধে ইহলোক নাই, পরলোক আছে। তিনি ইহলোকবাসী হইয়াই পরলোকবাসী। তাঁহার সম্বন্ধে লোক এক, দুই নয়। সে লোক—অনন্ত লোক, ব্রহ্মলোক। সকল অবস্থার মধ্যে থাকিয়াই তিনি সেই লোকে বাস করেন। তাঁহার সম্বন্ধে প্রাচীরের ব্যবধান নাই। ব্রহ্মসাধক দিব্যচক্ষে দেখেন চারিদিক্ ধূ ধূ করিতেছে। সমুদ্র, প্রান্তর, প্রসারিত ভূমিখণ্ড অতিক্রম করিয়া ক্রোশ ক্রোশান্তর চক্ষু চলিল, ইহলোক পরলোক এক হইয়া অনন্তকালের দিকে ধাবিত, তাহার অন্ত পাইল না, চক্ষু কোথাও ব্যবধান দেখিতে পাইল না। ফলতঃ এমন প্রাচীর দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা ব্রহ্মলোককে বিভক্ত করিয়াছে। আত্মার জন্ম হইয়াছে, মৃত্যু নাই। দৃষ্টি যত অগ্রসর হয়, তত উজ্জ্বল হইয়া ইহলোকে পরলোক দেখিতেছে। ব্রহ্মসাধক ব্রহ্মকে দেখেন, পরলোককে দেখেন। শুদ্ধ বিশ্বাসের বস্তু নহে, ব্রহ্ম আছেন যেমন প্রমাণ করিতে হয় না, পরলোক আছে এ কথাও তেমনি প্রমাণ করিতে হয় না। ঈশ্বর আছেন, পরলোক আছে মানিতে হইবে। মৃত্যু নামে অবরোধক কোন প্রাচীর নাই। এই জীবনই প্রসারিত হইতেছে, বিস্তৃত হইতেছে, উহা ইহলোক নহে, পরলোক নহে, একই লোক। ব্রাহ্মের জীবনে উহার আরম্ভ হয়, কিন্তু অন্ত নাই দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি।

ইহলোক পরলোকের ব্যবধান চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হও। সংসারের অনিত্য বস্তু সকলকে ছাড়িবে বটে, কিন্তু

চেষ্টা করিয়া নয়। কালে যেমন শুষ্ক পত্র সকল পড়িয়া যায়, পুরাতন বিষয়বাসনা সকল সেইরূপ পড়িয়া যায়। যখন উপযুক্ত সময় আইসে, তখন পুরাতন পত্রের স্থলে নূতন পল্লবে বৃক্ষলতা সুশোভিত হয়, সংসারের বৃথা আড়ম্বরের সম্বন্ধ চলিয়া গিয়া বিশুদ্ধ পবিত্র সম্বন্ধ উপস্থিত হয়। সমুদয় বাসনা খসিয়া পড়িতে লাগিল, মান মর্য্যাদা ধন সম্পত্তি যাহা কিছু পাপ সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া গেল। চেষ্টা করিয়া দূর হইল তাহা নহে। যাইতেছে না, সাধন করিয়া তাড়াইব, শ্মশানবৈরাগী সংসারী বৈরাগীরা এইরূপে সাধন করে। কোন প্রকারে বাসনা দূর হয় না, মনে করে পরলোকে গিয়া বাসনা মরিবে। এরূপ করিলে বাসনা নিবৃত্ত হয় না। যেখানে ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থ নাই, শরীর নাই, আত্মা কেবল পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে শারীরিক বিষয় কেমনে যাইবে? পৃথিবী মনকে অধীর করিবে কি প্রকারে? এখানে আর কোন সামগ্রী নাই যে মনকে তাহা হইতে টানিয়া আনিয়া বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে হইবে। সমুদয় পার্থিব বস্তুর আকর্ষণ চলিয়া গেল, আর তাহাদের সাধকের উপরে অধিকার নাই। ধন মান সম্পত্তি অধিকার নাই বলিয়া প্রস্থান করিল। সেখানে কেবল ঈশ্বর এবং তাঁহার দাস। আত্মা যখন ব্রহ্মেতে মোহিত হইয়া যায়, সে অবস্থায় কোন বস্তু আর আকর্ষণ করিতে পারে না। তথায় কেবলই ব্রহ্মের আকর্ষণ। এ সময়ে কেবল ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মস্পর্শ, ব্রহ্মশ্রবণ, অন্য বস্তুর আকর্ষণ কিরূপে হইবে? সাধক তখন সংসারের পথে বেড়ান বটে, কিন্তু সংসার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই সময় প্রকৃতিস্থ বৈরাগ্য কাহাকে বলে বুঝিতে পারি। প্রেম-আকাশে অমৃতসাগর ঈশ্বর উদিত হন, শুষ্ক কঠোর অসার ভূমিতে তাহার উদয় কি

প্রকারে হইবে? সহজে প্রাণ রসসাগরে ডুবিয়া সেই বস্তুর প্রতি লোভ বাড়িতে লাগিল। সংসার আকর্ষণ বহীন হইল, পরলোকের আকর্ষণ প্রবল হইল। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ সকলই পারলৌকিক। এ অবস্থায় বৈরাগ্য অনন্তকাল স্থায়ী। অমৃতের সাগরস্বরূপ এই বৈরাগ্য আমাদিগের অন্তরে প্রবিষ্ট হউক। বৈরাগ্য গৃহে বসিয়া থাকিব, প্রেমযোগে সমুদয় বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিব, পৃথিবীতে থাকিয়াও উহা বিনষ্ট হইবে না; কিছুতেই আর অপহৃত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না; অনন্তকাল অমৃত লাভ হইবে, আর কোন বস্তুর কামনা বা বাসনা থাকিবে না। বৈরাগ্য নিশ্বাসের ন্যায় সহজ হইবে, সুতরাং সকল অবস্থায় পৃথিবীতে নির্লিপ্ত হইয়া সাধক অবস্থান করিবেন। বৈরাগ্য-সাধনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া সমুদয় শারীরিক বাসনা কামনা ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে, সাধক পরলোকে বসিয়া আছেন, দিব্যচক্ষে দেখ। শ্মশানের অতীত পরলোকভূমিতে তাঁহার বাস। যখন দেখিবে পরলোকবাসী বৈরাগ্য পাইয়াছ, তখন জানিবে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছ। তখন বৈরাগ্য দৃষ্টিতে দেখিবে, বৈরাগ্য ভালবাসিবে, বৈরাগ্য আত্মার ভূষণ ও আনন্দ হইবে।

সেবানন্দ ও ভোগানন্দ।

রবিবার ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৭ শক।

দুইটী আনন্দের পাত্র লইয়া অমৃতময় জগৎস্বামী জগদ্বাসি-গণকে সর্ব্বদা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। দুই আনন্দের রসই অমৃত। একটী ভোগানন্দ, আর একটী সেবানন্দ। ব্রহ্ম

সাধককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, দুই আনন্দের মধ্যে যেটী অভিরুচি গ্রহণ কর। ব্রাহ্ম কোনটী গ্রহণ করিবেন, কোনটী ফিরাইয়া দিবেন, সেবার আনন্দ, না ভোগের আনন্দ—চিন্তায় নিমগ্ন। হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলে হৃদয় এই উত্তর দিবে, দুই পাত্রই গ্রহণ করিতে হইবে। দুইয়ের একটীকে ছাড়িয়া আর একটী গ্রহণ করিলে পাপ হয়। একটি আর একটি গ্রহণ করিয়াছেন এমন ভক্তের কথা আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু এটী ভক্তের লক্ষণ নহে, ইহাতে ভক্তিতে দোষ পড়ে। অল্পবুদ্ধিবশতঃ ভক্ত দুইটার একটী গ্রহণ করিয়াছেন ইহা বলিতে হইবে। আমাদিগের এ দুই অবলম্বনীয়। আমাদিগের কখন একটীতে পরিতৃপ্তি হইতে পারে না। সেবার আনন্দ এবং ভোগের আনন্দ দুইকেই আমরা শ্রেষ্ঠ গণ্য করি। সেবা সোপান, ভোগ স্বর্গ, একটী উপায় একটী লক্ষ্য। "যাও সেবা কর" ঈশ্বর যাহাদিগকে আদেশ করিলেন, তাঁহাদের সেবাতে অধিকার জন্মিল। ঈশ্বর-সেবা, জগদ্বাসী ভ্রাতা ভগ্নীগণের সেবা—সেবা। সেবাতেই উন্নতি, সেবা না করা পাপ। সেবা অস্বীকার অধর্ম্ম। সামান্য নীতিতেও মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্য আছে। সাধকের পক্ষে উহা কেমন গুরুতর। ঈশ্বর পরিবার জগদ্বাসীর প্রতি দয়া ন্যায় প্রেম এবং চিত্তশুদ্ধি সাধকের পক্ষে প্রধান কর্ত্তব্য। ইহার একটীও পরিত্যাগ করা অপরাধ। নীতিতত্ত্ব চিরজীবন ধর্ম্মসাধনে অবলম্বন করিতে হইবে, কেন না সেবক না হইলে পরিত্রাণ হয় না। সেবাধর্ম্ম অবলম্বন করিলে সেবার আনন্দ পুরস্কার স্বরূপ সিদ্ধ হইবে; সেবা করিতে করিতে আনন্দ ভোগ হইবে; সেবানন্দ ভোগানন্দ উভয়ের পরিচয় হইবে। এ সময়ে সেবায় আর ভার বোধ থাকিবে না। প্রেম

বিতরণ সত্য কথন, দয়া ও কর্ত্তব্য পালন এ সকল সহজ হইবে। অনুতাপ দ্বারা মনোমালিন্য দূর হইবে।

সেবাতে আনন্দ নাই, ভোগেতেই আনন্দ, উপাসনা সহবাসে আনন্দ, সেবা নিম্নশ্রেণীর পাঠের ন্যায় অসার, ভক্তহৃদয় সাধকহৃদয় ভোগের আনন্দে নিমগ্ন, এরূপ মত আছে বটে, কিন্তু ইহা প্রকৃত নীতি নহে, প্রকৃত তত্ত্ব নহে। ইহলোকে সাধক ভোগ চান, সেবা চান। যাহার যে প্রকার তৃষ্ণা তাহাকে সে প্রকার সামগ্রী গ্রহণ করিতে হইবে। দুয়েতেই আনন্দ আছে, কিন্তু দুয়ের পিপাসা ভিন্ন। সেবার তৃষ্ণা সহস্র বর্ষ ভোগে নিমগ্ন থাকিলেও কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। সেবা করিবার ইচ্ছা নিয়ত বলবতী থাকিবে। ঈশ্বরের আনন্দে আর কিছু ভাল লাগে না, উৎকৃষ্ট সোপানে আছি, আর নিম্নসোপানে প্রয়োজন কি, সর্ব্বদা উৎকৃষ্ট উপাসনা হইতেছে, উচ্চ শ্রেণীভুক্ত গভীর ভোগানন্দে সর্ব্বদা নিমগ্ন আছি, ইহা যতই কেন বলি না, নিশ্চয় স্বাভাবিক ক্ষুধা তৃষ্ণার এখনও শান্তি হয় নাই, হৃদয় সেবার আনন্দ এখনও অন্বেষণ করিতেছে; এখনও তাহার প্রাণ ব্যাকুল রহিয়াছে। প্রকৃতি বিকৃত না হইলে মতের অনুরোধে একবিধ আনন্দ মনকে তুষ্ট করিতে পারে না। প্রকৃতিস্থ আত্মার উভয় আনন্দ লাভ দ্বারা সমুদয় ক্ষুধা পিপাসার শান্তি চাই। ঈশ্বরকে দর্শন করিব, তাহার প্রেমমুখ নিরীক্ষণ করিয়া গভীর আনন্দে হৃদয়কে প্লাবিত করিব, মন প্রকৃতিস্থ থাকিলে উহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সেবা করিব এ প্রকার ইচ্ছা হইবে; তাঁহার সংস্পর্শে আনন্দ, তাঁহার সেবায় আনন্দ ভোগ করিব এ ইচ্ছা কখন নিবৃত্ত হইবে না।

সেবার আনন্দ কি? প্রকৃতিস্থ আত্মা কেনই বা তাহা চায়?

কেনই বা তজ্জন্য ব্যাকুল হয় ? সেবার আনন্দ স্বাভাবিক এইজন্য আত্মা তাহার আকাঙ্ক্ষা করে, তজ্জন্য লালায়িত হয়। সেবার আনন্দ না পাইলে আত্মার পূর্ণ উন্নতি হয় না। যেখানে জীবনের ক্রমিক বৃদ্ধি, সেখানে বৃদ্ধি এক অংশে নহে, প্রত্যেক অংশে। আত্মা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিয়া থাকে। উন্নতি প্রকৃতির নিয়ম, প্রকৃতি আত্মা ও জীবনকে পূর্ণ উন্নতির দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে চায়। হৃদয়ে যে সকল সাধুভাব আছে উহারা প্রস্ফুটিত হইবার জন্য উদ্যোগী রহিয়াছে, চেষ্টা করিতেছে, সংগ্রাম করিতেছে। বৃদ্ধি হওয়া, স্ফূর্ত্তি হওয়া সাধুভাবের নিয়ম; ম্লান ও বিনষ্ট হইবার জন্য উহা সৃষ্ট হয় নাই। ক্ষমা, স্নেহ, দয়া, ন্যায়, প্রত্যেক সাধু বিশুদ্ধ ভাব স্ফূর্ত্তির চেষ্টা করিবে, উহাদের গতি অবরোধ করিলে অন্তরকে উৎপীড়ন করিবে। হৃদয়ের কপাট রুদ্ধ করিয়া ধ্যানে প্রমত্ত হইলাম, ঈশ্বরদর্শনের আনন্দে নিমগ্ন হইলাম, যোগানন্দে মন চরিতার্থ হইল, তথাপি দুঃখী অন্বেষণ করিবে। দয়া দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে না পারিলে কিছুতে চরিতার্থ হইবে না। ভ্রাতা ভগিনীগণকে অবলম্বন করিয়া সাধুভাব সকল পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, হৃদয় চরিতার্থ হইতে লাগিল। হৃদয়ে হিংসা ক্রোধ প্রভৃতি যে সকল নীচ ভাব ছিল নিস্তেজ হইয়া মরিল। দুঃখীর দুঃখে ব্যাকুল হইয়া দয়া তাহার উচ্চব্রত পালনে বাহির হইল, যত ব্রত প্রতিপালন করিতে লাগিল, তত ইচ্ছা বলবতী হইল। স্বভাবের উত্তেজনায় ঘরে থাকিতে না পারিয়া অন্যের সেবা করিতে গেল। আত্মা উপাসনা করিল, স্তব করিল, ব্রহ্মসঙ্গীত করিল। এ সকল আত্মাকে পরিপুষ্ট করিল, আত্মা সুখী হইল, সাধনের পুরস্কার লাভ হইল, কিন্তু তাহাতে

সাধুভাব ম্লান হইবে, তাহা নহে। প্রকৃতির নিয়ম. একদিকে উন্নতি হইলে চারিদিকে উন্নতি হইবে · ন্যায় ব্যবহার, ইন্দ্রিয়সংযম এ:সকলের সাধনে ইচ্ছা থাকিবেই। আমি যোগানন্দে আছি, জগৎ সংসারের অন্যায় করিলামই বা যোগী এরূপ কখন মনে করিতে পারেন না। যোগানন্দ যে পরিমাণে, অন্যায় সেই পরিমাণে সহ্য করা অসম্ভব হইবে। অন্যায় চিন্তা নিরস্ত হইয়া গিয়া ন্যায়ভাব প্রবল হইয়া উঠিবে। দয়া আপনার ব্রতপালনে বাহির হইল, ন্যায় বলিল "আমি বুঝি নির্জ্জনে বসিয়া খেদ করিব, কখনই না। জগতের উদ্ধারের জন্য আমিও যাইব।" যেখানে অন্যায় হইতেছে দেখ ন্যায়ভাব সেখানে গমন করিল, আর সে ঘরে থাকিতে পারিল না। জগৎকে সুবিচারের পথে আনিব ন্যায়ভাব এই প্রতিজ্ঞায় বাহির হইল। এই প্রকারে এক একটী সাধুভাব প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল এবং জগতের উপরে বিস্তৃত হইয়া বাড়িতে লাগিল। বৃক্ষ যেমন উপযুক্ত ভূমি পাইয়া সতেজ ও বর্দ্ধিত হয়, সাধুভাব সকলও তেমনি উপযুক্ত পাত্র লাভ করিয়া সতেজ ও বর্দ্ধিত হয়। সমুদয় জীবনের গতি যে প্রকার উন্নতির দিকে, আত্মারও সেই প্রকার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে গতি। একই নিয়ম ভৌতিক ও মানসিক জগৎকে শাসন করিতেছে, সুতরাং স্বভাবের উৎপীড়নে সাধুতা বাহির না হইয়া থাকিতে পারে না।

ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন হইতে সেবার আরম্ভ। সেবা পরম ব্রত। ভক্ত এই ব্রত গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হন। জগতের সেবা ঈশ্বরের সেবা। সুতরাং সেবার আনন্দ লাভ করিয়া তিনি পরম আনন্দিত হন। সাধুভাব প্রস্ফুটিত হইয়া যে আনন্দ লাভ হয় সে আনন্দ বাহির হইতে আইসে না। ব্রহ্মনাম শুনাইয়া সাধক

আপনার হৃদয় আনন্দরসে প্লাবিত করিলেন, অন্যকেও আনন্দে ভাসাইলেন। অন্তের অভাব মোচন করিলেন, প্রাণ নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করিল, ঈশ্বরের চরণ ধারণ করিয়া পূর্ণ আনন্দ লাভ করিল। উপাসনার অনুপম আনন্দ লাভ করিয়া আত্মা জিজ্ঞাসা করে জগতে এই পর্য্যন্তই কি শেষ? ঈশ্বরের আরাধনা করিলাম, তাঁহার চরণ সেবা কি করিব না? এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা তাঁহার উপাসনা করিলাম, সমস্ত দিন কি করিব? যদি তাঁহার চরণ সেবা না করি সমস্ত দিন যে বৃথা অতিবাহিত হইবে। সাধক এরূপ অলস ভাবে থাকিতে পারেন না। সমস্ত সাধুভাব তাঁহাকে চরণ সেবার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানিতেছেন, ঈশ্বরের আজ্ঞা জগতের সেবা করিবার জন্য, জগতে প্রেম বিলাইবার জন্য, অন্যায় দূর করিবার জন্য। সুতরাং আমরা ঈশ্বরের আদেশ জানিয়া সেবাব্রত গ্রহণ করিব। সমস্ত দিন কার্য্য করিব, রিপু সকলকে দমন করিব, ঈশ্বরের আদেশ পালনে যত ত্যাগস্বীকার করিতে হয় করিব, কর্ত্তব্যসাধনে নিয়ত তৎপর থাকিব। এইরূপ বিশ্বাসী ভৃত্য হইয়া যিনি ঈশ্বরের নিকটে আসিবেন, তিনি আসিতে পারিবেন। সমস্ত দিন পরে যখন তাঁহার নিকটে যাইব বলিতে পারিব "আজ তোমার অনুগত ভৃত্য সেবা করিয়া আসিয়াছে। আজ পাঁচটী কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছে। দুঃখীর দুঃখ মোচন করিয়াছে, অত্যাচরিতকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছে, ক্ষুধার্ত্তকে আহার, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিয়াছে, পাপব্যাধিগ্রস্তকে তোমার নাম-সুধাপান করাইয়াছে। দীন অনুগত দাস তোমাকে নমস্কার করিতে আসিল।" ভৃত্য নমস্কার করিয়া আনন্দসাগরে

হ্লাসিল। ভোগানন্দ সেবানন্দ উভয় আনন্দের মহাসাগর উথলিত হইয়া উঠিল। এই দুই আনন্দের একটি হইতে আর একটি বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। ভক্ত হইলে সমস্ত দিন তাঁহার সেবা করিয়া হৃদয়কে আনন্দে পূর্ণ করিতে হইবে। আজ ভৃত্য হই নাই, অনুগত হইয়া তাঁহার কার্য্য করি নাই, রিপুদমন করি নাই, তাঁহার কথা শুনি নাই, এই অনুতাপে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়া ভক্ত যোগানন্দের সুখ অনুভব করিতে পারিবেন না। "ঘরে বসিয়া তোমার মুখ দর্শন করিয়া সুখী হইব" ভক্ত এ কথা কখন বলিতে পারেন না। ভক্ত যিনি তিনি ব্রহ্মের দর্শন স্পর্শন এবং তাঁহার সেবাতে নিয়ত সুখী হন।

হে ব্রাহ্মগণ, তোমরা সৎপথে থাকিয়া উভয় আনন্দ লাভের চেষ্টা কর। আমরা যাঁহার উপাসনা করিয়া সুখী হইয়াছি, কিন্তু সেবার মধ্যে কি আনন্দ-মহাসাগর আছে এখনও জানিতে পাই নাই। প্রেমময় বলিয়া ডাকিয়া আনন্দিত হইয়াছি, প্রভু বলিয়া ডাকিয়া এখনও আনন্দিত হইতে পারি নাই। প্রেমমুখ দর্শনের সুখ সম্ভোগ করিয়াছি, উহা স্মরণ করিয়া মনকে সুখী করিয়াছি। কিন্তু যখন চরণ সেবা করিয়া সুখী হইব, তখন আর সুখের শেষ থাকিবে না, নিয়ত সুখসমুদ্রে সন্তরণ করিতে থাকিব। তখন আর আমাদিগের আত্মাতে আনন্দ ধরিবে না। দুই আনন্দের প্রয়াসী হইয়া নিয়ত যত্ন কর, চেষ্টা কর। রিপু সকল দমন করিয়া পরসেবায় নিযুক্ত হও, ঈশ্বরের কার্য্য কর। প্রভু বলিয়া যত তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবে, প্রসন্ন হইয়া তিনি তোমাকে তত সুখী করিবেন। বিনীত হইয়া যত সেবায় নিযুক্ত থাকিবে, তত প্রভুর প্রতি ভক্তি বাড়িবে, অন্তরে বাহিরে ব্রহ্মদর্শন লাভ করিয়া

কৃতার্থ হইবে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন এই প্রকারে যেন চিরদিন আমরা উভয় আনন্দ ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

আদেশ পালনে আনন্দ।

রবিবার, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৭ শক।

আনন্দ মহাযোগ কোন সাধকের স্পৃহনীয় নহে? ব্রহ্মপূজা ব্রহ্মসেবা করিলে যে আনন্দ লব্ধ হয়, তাহার সমষ্টি কোন্ যোগী না প্রার্থনা করিবেন? আমরা সুখের জন্য প্রাণধারণ করিতেছি, অনন্তকাল ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিব এজন্য সৃজিত হইয়াছি। আমরা দুঃখ পাই বিপদে নিপতিত হই সংশোধনের জন্য, লক্ষ্য সেখানে, গম্যস্থান সেখানে, যেখানে নির্ম্মলানন্দ উপভোগ করিব, ঈশ্বর পূজা করিয়া সিদ্ধকাম হইতে সক্ষম হইব। এক ঘণ্টা ঈশ্বরসহবাসের কি আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলা যায় না; এরূপ ভাবে সমস্ত দিন মগ্ন থাকিতে পারা যায়। পূজার আনন্দ বিশুদ্ধ, সুমিষ্ট, তাহাতে ব্রাহ্মের সমস্ত ভাব মগ্ন হয়। কেবলই ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপান। নামরসে মত্ততা, উপাসনার অঙ্গ সাধন, এ সকলই আনন্দবর্দ্ধক। যে পরিমাণে ব্রহ্মের পূজা করি, সেই পরিমাণে হৃদয় ভৃত্য হইয়া সেবা করিতে চায়। "হে নাথ, বল, আমার এই জীবন তোমায় দিয়া যেন কৃতার্থ হইতে পারি" উপাস্য উপাসকের মধ্যে এ প্রকার সেবার ভাব স্বাভাবিক। বিবেচনা করিলে প্রতিপন্ন হইবে উপাস্য কখন উপাসককে ভৃত্য-ভাব হইতে দূরে রাখিতে পারেন না। আমরা উপাসনার স্রোতে ভাসিয়া যাই; প্রেম উদ্বেলিত হইয়া উঠে; অন্তরের গভীর স্থানে

প্রেম ভক্তি উদিত হইয়া সমস্ত হৃদয়কে প্লাবিত করে। আমরা সংসারকে নিকটে আসিতে দিই না; পাছে সেই দ্বার অবরুদ্ধ হয়, বিষয়চিন্তায় ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব আত্মাতে প্রতিভাত না হয়।

সাধক বিষয়চিন্তা হইতে নি ত্ত হইয়া ঈশ্বরের কার্য্য করিতেছেন, ভক্তি প্রেম উচ্ছ্বসিত হইতেছে, প্রাণ আকুল হইয়া অনুরোধ করিতেছে "হে ঈশ্বর, তুমি কি চাও, গরিবের হাত হইতে তুলিয়া লও। প্রভুর সেবা করিতে না পারিলে জীবন বৃথা। অন্তরে প্রভুভক্তি আরও যথেষ্ট চাই, সেবকের মন ইহাতে সন্তুষ্ট হইবে না।" আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া, তিনি হাতে তুলিয়া যে কাজ দেন সেবক তাহাই গ্রহণ করে, তিনি হাতে তুলিয়া না দিলে সেবকের মনে আনন্দ হয় না। নামের গুণে তাহার মন মাতান গেল, কিন্তু ভৃত্যভাবে দাসভাবে কর্ম্ম করিতে না পাইলে, কে তাহাকে পরিতৃপ্ত করিবে? এ আনন্দে ভৃত্য কৃতকৃতার্থ হয় না। উপাসককে আনন্দ দিয়া কৃতার্থ করিলেন, আজ্ঞা দিলেন এই কর্ম্ম কর, তখনি তাহার পূর্ণ আনন্দ হইল। এই আজ্ঞা পাইবার জন্য দুই চারি ঘটা প্রভুর দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিল, যাই আজ্ঞা পাইল আর আনন্দ ধরে না। অদ্য তাঁহার আজ্ঞা উপার্জ্জন হইল, এই অপদার্থ শরীর তাঁহার কার্য্য করিবে, এই বলিয়া ভৃত্য আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। কার্য্য করা দূরে থাকুক, আদেশ শ্রবণ মাত্র ভৃত্য প্রফুল্ল হইতে লাগিল। গরিব, কাঙ্গাল, ব্যাধি ও রোগগ্রস্ত এই শরীর, নিতান্ত অক্ষম আমি কি করিব? প্রভু যে আজ্ঞা করিলেন, আমাকে প্রেমদৃষ্টিতে দেখিলেন, এই আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য। আদেশ পালন করিতে পারিলে না জানি কত

আনন্দ হইবে। ক্ষমতা নাই, ঈশ্বর বলিয়াছেন সে কার্য্য সাধন করিতেই হইবে। কার্য্যের উপকরণ সমুদয় একত্র করিল, প্রাণ-সখার আজ্ঞা পালন করিতে উদ্যোগ করিল, অল্প পরিমাণে পালন করিতে সমর্থ হইল, আনন্দ ধরে না। ভৃত্যের এই অপদার্থ শরীর দ্বারা তাঁহার আজ্ঞা পালন হইল, ইহার অপেক্ষা আর আনন্দের কারণ কি আছে? সামান্য কাজ করিয়া হস্ত আরো সক্ষম হইল, মন আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করিল। তাঁহার আদেশ সুসম্পন্ন করায় আনন্দ ভৃত্যের সমুদয় মনকে সুপ্রসন্ন করিয়া রাখিল। ভৃত্য আবার তাঁহার আদেশ শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। শুনিতে পাইল না, আদেশ পালন করিতে পারিল না, তবু আশা উৎসাহে কর্ণপাত করিয়া একদৃষ্টে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল, আবার আদেশ আসিল, সেই আজ্ঞা প্রতিপালনে ব্যতিব্র হইল। যেখানে যায়, সেইখানেই তাহার কার্য্য করে, এক বৎসর, দুই বৎসর পরম আনন্দে অন্যের প্রতি দয়া বিস্তার করিয়া অতিবাহিত হইল, কত আনন্দ কত আহ্লাদ! আজ এক আজ্ঞাপালন করিলাম, আবার সন্ধ্যার সময় এই কথা শুনিলাম, তিনি বিশেষ ভার অর্পণ করিলেন। নিকটে আসিতে বলিলেন, প্রথমে বিশেষ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, বিশেষ লোকের পদসেবা করিতে বলিলেন, আর শরীর অস্পৃশ্য, মন অগ্রাহ্য রহিল না, আর মরিবার ভয় রহিল না; কেন না প্রভু আনন্দে মারিতে দিবেন। দাস মরণ দিনের প্রতি আনন্দদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। তিনি শেষদিনে বলিলেন, "দাস তোমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি অনন্তকাল পুরস্কার সম্ভোগ কর।" অনুগত ভৃত্য নিশ্চিত জানেন, এখানে সেবায় যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ হইবে, মৃত্যু যন্ত্রণারও ভয়

থাকিবে না, সে সময়ে ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন, ভৃত্য পরম আহ্লাদে পরলোক যাইতে সক্ষম হইবে।

ঈশ্বরের আদেশ পাইয়া যদি একটী কাজ করা যায়, সেটী অল্প হউক তাহাই যথেষ্ট। সাধু ব্যক্তি অনেক কাজ করেন, কিন্তু উহা ঈশ্বরের কাজ নহে। তিনি পরোপকার করিয়া সে সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন না। পৃথিবীর ধর্ম্ম যেখানকার, পুরস্কার সেখানেই থাকিয়া যায়। ঈশ্বরের ভৃত্য সমুদয় বৎসর যদি তাঁহার একটী আদেশ সাধন করিতে পারে, তাহা হইলেই কৃতার্থ হয়। ধন্য সেই সাধক যিনি প্রতিদিন তাঁহার আদেশ শুনিতে চান, শুনিতে পাইয়া তাহা পালন করেন। তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া আমার সমুদয় তাঁহাকে দিতে হইবে। আমার বলিবার যাহা কিছু আছে তাহা তিনি স্বহস্তে তুলিয়া লইলেন এই জন্য আমি বৈরাগী। সমুদয় বিষয় সম্পত্তির উপরে আর আপনার বলিবার কিছুই রহিল না। প্রথমে কেবল চাহিবে, কিছু দিব না এরূপ হয় না। তিনি যখন যাহা চান, তখন তাহাই দিতে হইবে। সংসারের বিষয়সুখ সকলই তাঁহার চরণতলে সমর্পণ করিয়া রাখিব। যখন বলিবেন উহার একটী তুলিয়া দাও, তখন তাহাই তুলিয়া দিব। যে বৈরাগী আপনি কষ্টে শ্রেষ্ঠে সব দিতেছেন তাঁহার পুরস্কার লাভ হইল না। তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশে দিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তরে প্রসন্নতা নাই। তিনি এক একটী বস্তু চাহিতেছেন, এক একটী করিয়া দিতেছি এরূপ বৈরাগ্য না হইলে সুখ হয় না। এত দিলাম সংসারের বৈরাগী কেবল এই ভাবে। ঈশ্বরমন্ত্রে দীক্ষিত বৈরাগী দেখে ঈশ্বর আমার নিকটে একটী টাকা চাহিয়াছেন, আমি তাহা তাঁহাকে তুলিয়া দিয়াছি,

অন্ন চাহিলেন অন্ন দিয়াছি, এই সুখ হইতে বঞ্চিত হও বলিয়াছেন বঞ্চিত হইয়াছি। আজ ভোগবিলাস-বর্জ্জিত আমোদ করিতে বলিয়াছেন সেইরূপ করিয়াছি। বলিলেন ও পথে অগ্রসর হইও না, অগ্রসর হইলাম না; তৃষ্ণায় জল পান করিতে গেলাম, বলিলেন তৃষ্ণায় জল মুখে দিও না, অমনি দূরে বিষবৎ পরিত্যাগ করিলাম। বন্ধু বান্ধব ছাড়িয়া নির্জ্জনে গিয়া কঠোর ব্রত সাধন করিতে বলিলেন, তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলাম। যথার্থ বৈরাগ্যের বিধি এই, যথার্থ বৈরাগী—ভৃত্য এবং দাস। এরূপ বৈরাগীর কার্য্যে তৃপ্তি ও প্রসন্নতা লাভ হয়। বৈরাগী হইব বলিয়া সমুদয় সুখে জলাঞ্জলি দিলাম, যাহা কিছু ছিল সকলই ত্যাগ করিলাম, ইহা বিকৃত বৈরাগ্য। ইহার সমুদয় ত্যাগ ভস্মে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ঈশ্বর অমুক সামগ্রী চাহিলেন, আমি তাঁহাকে অর্পণ করিলাম, এরূপ জানিয়া যে ত্যাগ করিতে পারিল না, তাহার সমুদয় ত্যাগের সামগ্রী নদী জলে নিক্ষেপ করা হইল। যখন ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার অর্পিত সামগ্রী তাঁহার চরণতলে অন্বেষণ করিতে লাগিল, তাহা দেখিতে পাইল না। জিজ্ঞাসা করিল, অমুক সামগ্রী তোমায় অর্পণ করিয়াছিলাম তাহা কৈ? সে দ্রব্য তুমি তোমারই হস্তে দিয়াছিলে, তিনি তো তাহা নিজ হস্তে গ্রহণ করেন নাই, তিনি তাহা স্পর্শও করেন নাই। ভ্রাতঃ, বিবেচনা করিয়া দেখ তুমি উদাসীন হইয়া প্রত্যেক সামগ্রী তাঁহাকে প্রদান করিলে, তাহা তিনি গ্রহণ করিলেন না, আর তিনি যাহা তোমার নিকট চাহিলেন, তুমি দিলে তিনি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আদেশ পালন করিবে বলিয়া সকল ছাড়িয়া ধর্ম্ম পালন করিলে, হৃদয়ে তোমার সাধুত্ব ফুল ফুটিল, তিনি তোমার হৃদয় উদ্যান

হইতে স্বয়ং সেই ফুল তুলিয়া লইলেন, তোমার প্রত্যেক কষ্ট সুখ উৎপাদন করিল, নিরুপম প্রফুল্লতা লাভ করিলে।

ঈশ্বরের ভৃত্যের দুই অধিকার লাভ হয়। তাঁহার বলে সাধন, তাঁহার প্রসাদে তুলিয়া দেওয়া। উপাসক নয়ন নিমীলিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন, যতই ভাবেন উচ্চ গভীর ভাবে নিমগ্ন হন, স্মরণ মাত্র উচ্চ আনন্দ লাভ করেন। নাম শুনিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসেন, কিন্তু ইহাতেও অর্দ্ধেক সুখ লাভ হইল, সমস্ত সুখ ভৃত্য না হইলে পাওয়া যায় না। প্রাণসখার ইচ্ছা পালন না করিলে হৃদয় বিষাদে আচ্ছন্ন হয়। হৃদয় বিপদের ঘন মেঘে আচ্ছন্ন, মনের অন্ধকার ঘুচিল না। দয়ার সাগর দুঃখ দূর করিবেন বলিয়াছেন, তাঁহার আদেশ পালন করিলাম, তাঁহার নিকট গিয়া দেখি তাঁহার মুখে সেই কথাটী লিখিত আছে: সেই আনন্দচন্দ্রের উপরে এক খানি মেঘ আবৃত রহিয়াছে। যখন তাঁহার মুখে শুনিলাম, "সন্তান কেন নিজের দুঃখ বৃদ্ধি করিতেছ, কেন আমার আদেশ অবহেলা করিতেছ,' তখন বুঝিলাম যত দিন তাঁহার বাধ্য দাস না হইব ততদিন এ দুঃখ সহ্য করিতেই হইবে। আর দুঃখ সহ্য করিব না। আজ এই আসক্তি তুলিয়া ফেলিতেই হইবে। ছাড়িতে হইবে বলিয়া অনুগত ভৃত্য পঞ্চাশ বৎসরের আসক্তি ছাড়িতে যত্ন করিল, তথাপি ছাড়িতে পারিল না। এখন এ আসক্তি ছাড়িবার জন্য শক্তি আসিবে কোথা হইতে? তিনি স্বয়ং দিবেন। 'যিনি ভৃত্য করিলেন, তিনি অবশ্য সাধন করাইয়া লইবেন। এ সম্বন্ধে ক্ষমতা বল তিনিই দিবেন। সম্মুখে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে চলিতে হইবে। যে দশ ক্রোশকে এক ক্রোশ ভাবিবে সে অনায়াসে চলিতে পারিবে, পথ সুগম প্রতীত হইবে, কেন না পথ

সংকীর্ণ করিয়া লওয়া হইয়াছে। যে মনে করিল চল্লিশ বৎসর বাঁচিব, উঃ! এতদিন অমুক পাপ করিব না, মনে ভাবিয়া হতাশ হইয়া পড়িল। এত রিপু কিরূপে ছেদন করিব ভাবিতে ভাবিতে মন অবসন্ন হইল, আশাপ্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণ কর। আমার বল নাই, সম্বল নাই নিবেদন করিয়া বল, আমি এক সপ্তাহ কেবল ভৃত্য থাকিব; এক সপ্তাহের সেবা ভার গ্রহণ করিয়া তুষ্ট করিবার যত্ন করিব, ঠিক থাকিতে চেষ্টা করিব, ঈশ্বর এ যুক্তি শ্রবণ করিবেন। এ প্রকার প্রণালী অবলম্বন করিলে নিশ্চয় কৃতার্থ হইবে। যে ব্যক্তি মনে করে আমি একেবারে সমস্ত জীবন নিষ্কলঙ্ক থাকিব, সে ভয়ানক অহঙ্কারী। তাহার পদে পদে পতনের সম্ভাবনা। বল "হে ঈশ্বর, আমি সপ্তাহ ব্রত গ্রহণ করিতেও সাহসী নই, দুই দিন তোমার নিকটে দাস হইয়া পড়িয়া থাকিব।" ঈশ্বর স্বর্গ হইতে তোমার উপরে কত আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন। তোমার কিছুতেই রাগ পরাজয় হয় না, বল, "এই ব্রত গ্রহণ করিলাম দু দিন রাগ করিব না।" দু দিন রাগ করিলে না। চল্লিশ বৎসর জীবিত রহিলে, সে চল্লিশ বৎসর মধ্যে দু দিনও নির্ম্মল রহিয়াছ, দু দিন পাপ কর নাই স্মরণ করিয়া প্রসন্নতা লাভ করিবে। ফলতঃ দেখিবে, দু দিন বলিয়া আরম্ভ করিলে, দুই দিবস হইতে এক সপ্তাহ, এক মাস, এক বৎসর রিপুর আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকিতে পারা যায়। যে দুই দিন বিশুদ্ধ থাকিতে পারে, সে সমুদয় জীবন বিশুদ্ধ থাকিতে পারে। অতএব বলি, ব্রত গ্রহণে সমুদয় জীবন প্রমুক্ত থাকিব, ইহা বলিয়া লোভ করিও না। অল্প সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া লও, যদি একদিন প্রভুকে সন্তুষ্ট করিতে পারি, সেটী চিরজীবনের জন্য আদর্শ রহিল। সেই

দিকে দৃষ্টি করিয়া উৎসাহের অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিবে। একদিনও যে পবিত্রভাবে তাঁহার সেবা করিয়াছি, ইহা স্মরণ করিয়া সকল দুঃখ চিন্তা ভাবনা চলিয়া যাইবে। যদি ভৃত্য একবার ব্রত গ্রহণ করিয়া পালন করিতে সমর্থ হয়, তবে তাহার চিরজীবনের আশা হইল।

অধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা।

রবিবার, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৭৯৭ শক।

ভাবিতেছিলাম ঈশ্বর মনুষ্যকে স্বাধীনতা দিলেন কেন? ভাবিবার প্রয়োজন নাই। আপনি এই উত্তর উপস্থিত হয়, অধীন করিবার জন্য স্বাধীন করিয়াছেন। এ কথা শুনিলে সঙ্গত বোধ হয় না। পশ্চিমদিকে লইয়া যাইবার জন্য কে পূর্ব্বদিকে লইয়া গিয়া থাকে? অন্ধকার ও আলোকের প্রভেদ কোন্ ব্যক্তি অস্বীকার করিবে? শাদা ও কালতে যত প্রভেদ, স্বাধীনতা ও অধীনতার তত প্রভেদ। স্বাধীন হইয়া অধীন হওয়া যায়, এ যে বিপরীত কথা। স্বাধীনতা অধীনতার অর্থই যে বিপরীত। এক পথ দিয়া তাহার বিপরীত পথে কিরূপে লইয়া যাইবে? এরূপ করিবার গূঢ় অভিপ্রায় কি? যাঁহার জ্ঞান শক্তি অসীম, তিনি এ প্রকার কার্য্য করিলেন কেন? অসীমশক্তিময় ঈশ্বর মনুষ্যকে একেবারে জন্ম হইতে অধীন করিয়া সৃজন করিলেন না কেন? পিতার ইচ্ছার অধীন হইয়া সন্তান তাঁহার মতে চলিবে, তিনি মনুষ্য প্রকৃতিতে এমন ভাব দিলেন না কেন? অসীম জ্ঞান শক্তি যাঁহার তাঁহার কি উহা অসাধ্য? তিনি আমাদিগের আত্মাকে এমন করিয়া কি গঠন

করিতে পারিতেন না যে, আমরা জন্ম হইতে তাঁহার চরণতলে ভৃত্য হইয়া অনুগত হইয়া পড়িয়া থাকিতাম ? কি কথায়, কি ভাবনায়, কি কাজে, কি চিন্তায় কখন তাঁহার বিরোধী হইতাম না ? তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই অসম্ভব ছিল না, অসম্ভব নাই, অসম্ভব হইতে পারে না। তাঁহার জ্ঞান শক্তি অপূর্ণ নহে। তবে তিনি কি অভিপ্রায়ে এ প্রকারে সৃজন করিলেন না ? যদি কোন অভিপ্রায় না থাকিবে তবে বিপরীত পথে যাইবার সামর্থ্য দিলেন কেন ? তিনি আমাদিগের মধ্যে এমন একটা ভাব দিলেন যে ক্রমে ক্রমে আমরা অধীনতার দিকে যাইতে পারি। একেবারে স্বাধীন করিয়া সৃজন করিবার অভিপ্রায় কি ? তিনি চন্দ্র সূর্য্যকে জড় করিয়া এমন কঠিন নিয়মে বান্ধিয়া দিলেন যে তাহারা সেই অবধি এ পর্য্যন্ত কিছুমাত্র নিয়ম অতিক্রম করিতে পারে নাই। তাবৎ ভৌতিক পদার্থকেই অধীন করিয়া সৃজন করিলেন। এইরূপ অধীন করিয়া সৃষ্টি করাতেই জগতের মঙ্গল, মনুষ্য জাতির উন্নতি। জগতের সমুদয় পদার্থের স্বাধীন ইচ্ছা থাকিলে, সে জগৎ থাকিত না। জনসমাজের উন্নতিই বা কোথায় থাকিত ? ব্রহ্মাণ্ড নিয়মে আবদ্ধ, ইহাতে উহার আপনার কল্যাণ, মনুষ্য জাতির কল্যাণ। জীব জন্তু সকলেই স্বভাবের অধীন, ধর্ম্ম অধর্ম্ম এ দুয়ের মধ্যে তাহারা আসিতে পারে না। মনুষ্য স্বাধীন এইজন্য তাহার ধর্ম্ম আছে।

ঈশ্বর স্বাধীন করিলেন কেন ? মনকে জিজ্ঞাসা করি, মন সহজে উত্তর দেয় অধীন করিবার জন্য। পিতার ইচ্ছা, পিতার আজ্ঞা পুত্র ইচ্ছা করিলে পালন করিতে পারে, লঙ্ঘনও করিতে পারে। পিতা পুত্রকে স্বাধীনতা দিলেন এইজন্য যে উহা অধীনতার পক্ষে উপায়। আপাততঃ ইহা অসঙ্গত বোধ হয়, কিন্তু

বিশ্বাস করিতে হইবে। মনুষ্য স্বাধীনভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কখন জ্ঞানের পথে কখন অজ্ঞানের পথে, কখন ধর্ম্মের পথে কখন অধর্ম্মের পথে গমন করে। এইরূপ গমন কেবল স্বাধীনতা হইতে অধীনতায় আনিয়া দিবার জন্য। স্বাধীনতা প্রস্ফুটিত হইয়া অধীনতা জন্মে। পরিশুদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন হওয়াই মঙ্গল। অবস্থা নির্ব্বিশেষে তাঁহার অনুগত দাস দাসী হইয়া কর্ম্ম করিলে ধর্ম্মের আদেশ পালন করা হয়। সকলে তাঁহার পদানত হইবে, তাঁহার ইচ্ছার আনুগত্য স্বীকার করিবে, অধীন দাসদাসী হইবে, এইরূপ অধীন হওয়াই স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। অধীন হইয়া অধীন হইব না, কিন্তু স্বাধীন হইয়া অধীন হইব। ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে সূর্য্য চন্দ্র ধার্ম্মিক হয়, এই জন্য তিনি তাহাদিগকে নিয়মে বান্ধিয়াছিলেন। মনুষ্য ধার্ম্মিক হইবে, স্বাধীন হইয়া স্বাধীনভাবে স্বাধীনতা বিক্রয় করিবে, অধীন হইয়া অধীনভাবে কেহ বিক্রয় করিতে পারে না। অধীনভাবে কিছু দেওয়া যায় না, কিছু বিনিময় করা যায় না। পূর্ণ স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া ফেলিতে তিলার্দ্ধ অধীনতা থাকিবে না। অধীনতা থাকিলে বিপর্জ্জয় হইবে। বিপাকে পড়িয়া স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়াছি এ কথা বলিতে না পারা যায়, এজন্য ঈশ্বর বিপাকে ফেলিয়া আমাদিগের স্বাধীনতা গ্রহণ করেন না। স্বাধীনতা আনন্দের সহিত বিক্রয় করিব। উহার বিনিময়ে পরিত্রাণ এবং অতুল আনন্দ লাভ করিব। স্বাধীনভাবে যথার্থ মূল্যে অধীনতা গ্রহণ করিয়াছি সকলে সাক্ষ্য দিবে। ফলতঃ স্বাধীনভাবে অধীনতা গ্রহণ করিতে হইবে। সাধক সর্ব্বস্ব অর্পণ করিবেন। এক নিমেষে সাধক বিশ্বাস করিলেন, আমি সমুদয় ত্যাগ করিয়াছি।

আমি আমি তুমি তুমি এ ভ্রম চলিয়া গেল, সমুদয় ঈশ্বর তোমারই হইল। এক নিমেষ পূর্ব্বে অধিকার ছিল, যাই স্বত্ব পরিত্যাগ করিল, পৃথিবীর আইন মতে আর তাহাতে অধিকার থাকে না। ধর্ম্মরাজ্যেও স্বত্ব ত্যাগ করিলে আর তাহাতে অধিকার থাকে না। সেই নিমেষে সমুদয় জীবন পরিবর্ত্তন হইল। দশ সহস্র বৎসর পশ্চাদ্দিকে তাকাইয়া সেই দিন মনে করিয়া সুখ হয়। সমুদয় অর্পণ করিয়া নিমেষের মধ্যে, এক বিন্দু সময়ের মধ্যে সহস্র সূর্য্যের তেজ কোটি চন্দ্রের জ্যোৎস্না প্রকাশিত হইল। এক নিমেষে যাহা হইল তাহাই অনন্তকালকে পরিতুষ্ট করিল। অনন্ত-কাল সুধাপান করিতে লাগিল। বিশ্বাসী হইয়া অধীনতাব্রত গ্রহণ করিয়াছি, আমি আর নাই। আমার সকলি তোমারই মহত্ত্ব শক্তি জ্ঞান অনন্ত কাল সম্ভোগ করিতে চলিল। আমার সকলি ঈশ্বর গ্রহণ করিয়াছেন, যাহা তিনি বলিতেছেন করিতে হইবে। তাঁহার কথা মুখে বলিব, তাঁহার প্রেমে নিমগ্ন থাকিব, তাঁহার আজ্ঞা মস্তকে বহন করিব। এক নিমেষে এত ব্যাপার। এত কেন হইল ? সেই এক নিমেষের পরিবর্ত্তনের জন্য। এত কালের স্বাধীনতা বিক্রয় করিলাম, ইহার জন্য বুদ্ধি জ্ঞান ধর্ম্ম মূল্যস্বরূপ পাইলাম। স্বাধীনতা কাড়িয়া লইয়া ঈশ্বর পরিত্রাণ দিলেন।

স্বাধীনতার কত আড়ম্বর ! ধনে মত্ত, অহঙ্কারে মত্ত, কেহই অধীনতা স্বীকার করিতে চায় না, তথাপি তিনি বিপাকে ফেলিয়া স্বাধীনতা লইতে চান না ; কোন সন্তান বিপাকে পড়িয়া ধর্ম্মের অনুরোধে অধীনতা গ্রহণ করিয়াছে, এ কথা বলিতে না পারে, এই প্রকার ঈশ্বরের কার্য্যপ্রণালী। বিপাকে পড়িয়া অধীনতা গ্রহণ করিয়াছে, এ কথা বলিলে সমুদয় সুখ চলিয়া গেল ;

অমুক আমাকে টানিয়াছেন, তাই আমি উঁহার বিরুদ্ধে ঐ সকল কার্য্য করিয়াছি, এ কথা বলিলে স্বাধীনভাবে অধীন হওয়া হইল না। স্বাধীনতা কয়েক বৎসর ভোগ করিয়া পরে যদি অধীনতা গ্রহণ করা যায়, তবে অধীনতার আনন্দ অনুভব করা যায়। স্বাধীনভাবে স্বাধীনতা বিক্রয় না করিলে ধর্ম্মে অধীনতা হইতে পারে না। এই ক্ষমতা আমাদিগের হাতে দিয়া ঈশ্বর আমাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন।

ঈশ্বর মনুষ্যকে স্বাধীনতা দিয়া যে ভাব রক্ষা করেন, পৃথিবীর সমুদয় মনুষ্যের প্রতি সেই ভাব রক্ষা করা উচিত। স্বাধীনতা সম্বন্ধে মনুষ্যের সঙ্গে ঈশ্বরের ব্যবহার আলোচনা করিলে জীবনের বিশেষ উন্নতি হইবে। যিনি উপদেশ প্রদান করেন, যাঁহারা উপদেশ গ্রহণ করেন, যিনি অপরকে পথ দেখান, যাঁহারা সেই পথ অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যে প্রকার সম্বন্ধ তাহাতে তাঁহাদিগের জীবনে এই সত্যটী বিশেষরূপে মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক। উপদেষ্টা বা পথপ্রদর্শক স্বাধীনতা দিবেন, কেন না যাহারা উপদিষ্ট হইতেছে অথবা আদিষ্ট পথ অবলম্বন করিতেছে, তাহারা স্বয়ং অধীনতায় আসিবে এই জন্য। সর্ব্বত্র স্বাধীনতা দিয়া অধীনতা আনয়ন করিতে হইবে, অন্যথা সমুদয় যত্ন বিফল হইবে। যদি স্বাধীনতা বিনাশ কর বা তজ্জন্য চেষ্টা কর, সকলে ভয়ে ভীত হইবে, ক্রোধে প্রজ্বলিত হইবে, আরো স্বাধীনতা প্রকাশ করিবে। অতএব উপদেষ্টা বা নেতা যেমন এক দিকে স্বাধীনতা দিবেন, শিষ্যগণেরও কর্ত্তব্য এই স্বাধীনতা অধীনতায় পরিণত করেন। স্বাধীনতা অধীনতা আনিবার উপায়, এই অর্থ যেন সকলে গ্রহণ করেন। যে পাষণ্ড স্বাধীন হইয়া ধার্ম্মিক হইতে চায়, তাহাকে

অনুতাপ সহ্য করিতে হইবে। স্বাধীন হইয়া ধার্ম্মিক হইব, ইহা এই পৃথিবীর কুশাস্ত্রের কথা। স্বাধীন হইয়া আপন মত বজায় রাখিব, বুদ্ধি তর্ক দ্বারা বুঝিয়া তবে ধর্ম্ম অবলম্বন করিব, যাহার মনের শক্তি অনন্ত সেই এ কথা বলিতে পারে। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত, যে মনুষ্য বুঝিতে গিয়া এক অংশ মাত্র বুঝিবে। নূতন সত্যের যেমন এক অংশ মাত্র বুঝিবে তেমনি অবশিষ্ট শত অংশ জ্ঞানের বহির্ভূত রহিল। সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহা জ্ঞানের বহির্ভূত থাকিয়া যাইবে। কেহ একেবারে জ্ঞানবলে সমুদয় পরিষ্কার করিতে পারে না। কেহ যেন এ বিষয়ে চেষ্টা না করে। স্বাধীনতার নামে অধর্ম্ম আনা হইবে। আমরা এখানে আসিয়াছি অধীন হইবার জন্য; স্বাধীনতা পাইয়াছি, অধীনতা ক্রয় করিবার জন্য। যাহা শুদ্ধ তাহা অধীনতায়, তাহাতে কোন পাপ নাই, অপরাধ নাই। সুতরাং অধীনতা ক্রয় করিয়া শুদ্ধতা গ্রহণ করিতে হইবে। শুদ্ধি আগে, বুদ্ধি পরে। বুদ্ধি অপেক্ষা সর্ব্বাগ্রে শুদ্ধি প্রয়োজনীয়; বুঝি আর না বুঝি সম্পূর্ণ অধীন হইব। আমি আমার মতে চলিব এ কথা আর বলিব না। আমিত্ব বিনাশ করিব, আমি এ কথা আর থাকিবে না। আমার বুদ্ধি আছে, আমি বুঝিয়া চলিব এ অভিমান কখন করিব না। আমি কিছুই করিব না, একবার ঈশ্বরের নিকটে দাঁড়াইয়া তাঁহার অধীন হইব। এই অধীন হওয়াই সমুদয় জ্ঞান বুদ্ধির মূল।

বুদ্ধি আমাদের নেতা, শুদ্ধি বুদ্ধির পরে, আমি স্বয়ং বুঝিয়া উপদেশ শুনিয়া পুস্তক পাঠ করিয়া সমুদয় স্থির করিব, এই ক্রম-জালে যতই বদ্ধ হইবে, বুদ্ধি ততই আরো জড়িত হইয়া পড়িবে। স্বাধীনতা প্রার্থনার বিষয় নয়, অধীনতা চাই, নতুবা সে মরিবে।

একজনও স্বাধীন থাকিবে না, সকলে ঈশ্বরের অধীন হইবে। আমার বলিবার কাহার যেন কিছু না থাকে। আমার মনুষ্যত্ব বিনষ্ট করিয়া ফেলিব, অকুতোভয়ে সমুদয় ঈশ্বরের চরণে বিক্রয় করিব, সন্দেহ করিব না। পরে যখন সম্বলের প্রয়োজন হইবে তখন কোথায় পাইব এরূপ পাপ সংশয় পোষণ করিব না। সন্দিগ্ধ আত্মা নিশ্চয় মরিবে। একবার দিয়া চিরজীবন পরিতাপ করিতে হইবে, এ আবার কি ? যাহা দিয়াছি, বুঝিয়া দিয়াছি, অনুতাপ করিবার কিছুই নাই। সন্দিগ্ধ মনে কখন দিব না, যাহা দিব নিঃসংশয় মনে। আর এখন বুঝিবার অধিকার রাখি নাই, তিনি বুঝাইলে বুঝিব। যত ভক্ত হইব, যত অধীন হইব, তত বুদ্ধি খুলিবে। গণনা করি, শাস্ত্র পড়ি, বুঝিতে যাই অন্ধকার দেখি। কেন আর স্বাধীন হইতে গিয়া পতনের পথে যাইব ? ঈশ্বরের ক্রীত দাস হইয়া অধীনতা ব্রত গ্রহণ করিয়াছি ; মনুষ্যের কাছে, ধর্ম্মসমাজের কাছে, ধর্ম্মশাস্ত্রের কাছে সর্ব্বত্র অধীন হইব। বুঝিতে পারি আর নাই বুঝিতে পারি চলিতেই হইবে। তিনি যাহা দিলেন তদনুসারে কাজ করিবই। যদি এইরূপে চলিতে পারি, এখনই আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। আর কতকাল অবিশ্বাসী ভীরু হইয়া অবস্থিতি করিব ? সেই আগুনে পড়িতেই হইবে। কি ভয় আমাদিগের যদি ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়া থাকি ? সাধন সাধন সাধন বলিয়া মরিলাম, ভৃত্য হইয়া থাকিলে এতদিন কি না হইত ? কি জানি লোকে অধীন বলিবে, এই ভয়ে এতকাল অধীন হইলাম না। সমুদয় ভয় পরিত্যাগ করিয়া আমরা সম্পূর্ণ অধীন হইবার ব্রত গ্রহণ করিব। যিনি আমাদিগের নিকটে আসিবেন, যদি তিনি দরিদ্রও হন, তবুও আমরা তাঁহার নিকটে অধীন।

আমরা দাসের দাস তাঁহার দাস। আমাদের ইহকালে অধীনতা পরকালে অধীনতা। ইহাতেই আমাদের সুখ, ইহাতেই আমাদের শান্তি। আইস এখন সাধন করি, যেটুকু স্বাধীনতা আছে, তাহা এককালে ক্ষয় হইয়া যায়। সকল জগতের নিকট মস্তক অবনত করিয়া রাখিব, সর্ব্বদা অধীনের মত থাকিব, অহঙ্কারীর মত আপনার বলিবার কিছুই রাখিব না; আমাদের প্রভু আমাদিগকে সর্ব্বদা বাঁচাইবেন, যে অবস্থায় কেন পড়ি না তিনি বাঁচাইবেন। না বুঝিয়া করিলেও মরিব না, তিনি বাঁচাইবেন। যতদিন স্বাধীনতা থাকিবে, ততদিন দুঃখ পাইব। যতদিন স্বাধীনতা বিক্রয় না করিব, ততদিন সুখ নাই, পরিত্রাণ নাই। অতএব, হে ব্রাহ্ম, অধীন হও, অধীন হইলে চিরদিনের জন্য সুখী হইবে, পরিত্রাণ লাভ করিবে।

অধীনতাব্রত।

১৪ই আষাঢ়, ১৭৯৭ শক।

আমরা এই মাত্র শুনিলাম, "যাহা কিছু পরবশ সকলি দুঃখের কারণ, যাহা কিছু আত্মবশ সকলি সুখের কারণ।" জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় এ কথা সত্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। পরের অধীনতা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি আছে? যদি সকল বিষয়ে অন্যের উপরে নির্ভর করিতে হয়, সুখ কিরূপে হইবে? যে পরিমাণে আত্মবশ, যে পরিমাণে স্বাধীন, নিজ অভীষ্ট সাধনে সক্ষম, সেই পরিমাণে সুখী, সেই পরিমাণে আত্মদুঃখ বিমোচনে সমর্থ। এ কথার প্রতিবাদ কেহ করিতে পারেন না। ইহার

ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়া উন্নত সোপানে আরোহণ করিলে, এ কথা অসার বুঝিতে পারা যায়। "যাহা কিছু আত্মবশ সকলি দুঃখের কারণ, যাহা কিছু পরবশ সকলি সুখের কারণ," উন্নত অবস্থায় এই কথা সঙ্গত হয়। আত্ম-বশে দুঃখী, পরের অধীনতায় সুখী, পৃথিবীর বর্ত্তমান বিশৃঙ্খল অবস্থাতে ইহা অসম্ভব। ঈশ্বরের প্রেমে, জগতের প্রেমে নিমগ্ন হইলে তবে সম্ভব। সেই নিমগ্ন অবস্থা না হইলে এ সত্য বুঝাইয়া দিতে পারা যায় না।

যখন ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে, এবং মনুষ্যের প্রতি প্রেমে মনুষ্য ইচ্ছা-প্রবিষ্ট হইয়া আত্মস্বভাব বিলীন করিয়া ফেলে তখন আত্মা অধীনতায় উন্নত সুখ উপভোগ করে। আত্মবশে স্বাধীনতার ব্রত পালন করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দুঃখ সহ্য করিতে হয়। আত্মা অধীন হইতে চাহিলে, ঈশ্বরের সহায়তায় ধর্ম্মের সহায়তায় পরের অধীন হইতে পারে। সে অধীনতা সুখের কারণ। ইহাতে প্রেম ভক্তি শান্তি নিত্য লাভ হয়। ঈশ্বরের অধীন, জীবের অধীন হইলে সুখের অন্ত থাকে না। সেই সাধু আনন্দসাগরে নিমগ্ন হন, যাঁহার আত্মা ঈশ্বরের পদতলে, ভ্রাতা ভগ্নীগণের পদতলে সংস্থা-পিত হয়। সে সময়ে জগতের মঙ্গল আপনার মঙ্গল এক হইয়া যায়, ভিখারীর বেশে বিশুদ্ধ সুখ লাভ করিতে থাকে। ইতিহাস পাঠ কর দেখিতে পাইবে, প্রভুত্ব চেষ্টা যে পরিমাণে, কলহ বিবাদ বিসম্বাদ সেই পরিমাণে। যত দিন এ প্রকার চেষ্টা থাকিবে, কলহ বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া যাইবে না; বিষয় কর্ম্ম যত বাড়িবে সকল [illegible] উহা আরো বৃদ্ধি হইবে। প্রত্যেকের মন দাসত্বব্রত [illegible] করিয়া অন্যকে প্রভু জানিয়া তাহার সেবায় আকৃষ্ট না হইলে

কিছু হইবে না। তখন আপনার বলিয়া ভাবিবার কিছু থাকিবে না। প্রভুত্বের চেষ্টা আপনার দিক্ রক্ষা করে, পালকের চেষ্টা পরের মঙ্গল চায়। পালকাবস্থায় আত্মবিস্মৃতি জন্মে। আমি বড় হইব, প্রভুত্ব সংস্থাপন করিব, সকলকে পদতলে আনিব, এরূপ মনে থাকিলে পৃথিবীর কার্য্য কর, ধর্ম্মরাজ্যে সুখী হইতে পারিবে না। এরূপ লোক আপনার হস্তে আপনি পরিত্রাণের ভার গ্রহণ করে। জগতে ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া সে আপনার বুদ্ধিকে নিয়োগ করে। ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব বুদ্ধির আলোকে বুঝিতে যায়, সহজে বুঝিতে পারে না, বুদ্ধি পরাস্ত হইয়া পড়ে। অন্তকে স্বীয় মতাবলম্বী করিয়া মিল করিতে যায় কিছুতেই হয় না, কিছুতেই প্রণয় হয় না। বুদ্ধিকে নেতা করিলে, বিচারপতি করিলে, তাহার আদেশে চলিলে কখন মিল হইবে না, ঐক্য হইবে না। স্বাধীন বুদ্ধি প্রত্যেককে আপনার দিকে টানিবে। আপনার দিকে আনিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে। অতি উন্নত উপায় বাহির করিয়া বুদ্ধি অনুসারে চল, বিচার বিবেচনা কর, দুই জনের মধ্যেও মিল হইবে না। দেখিতে পাইবে, দুই জন সাধু ব্যক্তির মধ্যে যথার্থ প্রণয় না হইয়া প্রণয়স্থলে ভয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক জন আর এক জনের বিপরীত দিকে গমন করিতেছেন, পরস্পর পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন না। স্বাধীন বুদ্ধিতে অপরকে আকর্ষণ করিতে গিয়া, সমুদয় ধর্ম্মানুষ্ঠানে, সমুদয় বিষয়ে বিবাদ কলহ আন্দোলন বৃদ্ধি পায়। অপণয়ের সহস্র সহস্র দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া জনসমাজকে ভয়ানক কষ্টে দগ্ধ করে।

অধীনতাত্রত স্বতন্ত্র। ইহাতে পাঁচ কোটি পাঁচ সহস্র লোক এক হইয়া যায়। পরস্পরের কল্যাণ অধীনতার নেতা, বুদ্ধি নহে।

বুঝিতে পারিতেছি না তথাপি অধীন হইব। ইহাতে আমার মৃত্যু হইতে পারে, তথাপি অধীন হইব। পদে পদে বিপদ হয় হউক, অনৈক্য সম্ভাবনা অল্প। ইহাতে মিলন বন্ধন প্রগাঢ় হইয়া উঠে. পর সেবায় আনন্দ লাভ হয়। স্বীয় বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া আত্মইচ্ছা পরের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত হয়। পরের অধীন হইয়া, সমস্ত জগতের অধীন হইয়া বিনীত হইবে, তখন এই তার চেষ্টা। তখন এই অবস্থায় নিজের ইচ্ছা, অন্যের ইচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছা এ তিনের যোগ হয়। স্বাধীন বুদ্ধিতে যেন বুঝিতে না হয়, তখন এইরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে, এ সময়ে বিপদ আসিলেও মঙ্গল হয়। বুদ্ধিতে বহু বিচার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা করিতে হয়, ইহাতে তাহা হয় না। অধীনতার মধ্য দিয়া স্বর্গের আলোক প্রকাশ পায়। পুস্তক দশ বৎসর পাঠ করিলেও কিছু জানা হয় না, পুস্তক না পাঠ করিয়া ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাইলে বহু পাঠের ফল অনায়াসে লভ্য হয়। সকল সত্য আপনি সহজে অবগত হওয়া যায়। দীনতা স্বীকার না করিলে সত্য বুঝা কষ্টকর। স্বাধীন ইচ্ছাতে না পারে জগৎকে আপনার দিকে টানিতে, না পারে আপনাকে জগতের দিকে টানিতে। ইহাতে আপনার মঙ্গলও হয় না, জগদ্বাসী নরনারীগণেরও মঙ্গল হয় না! প্রেমের স্রোত, সহজে জগৎকে আপনার দিকে, আপনাকে জগতের দিকে টানিতে পারে। ইহাতে আপনার কল্যাণ পরের কল্যাণ সাধিত হয়। স্বাধীন বুদ্ধি সামান্য বিপদে বিপরীত ভাব ধারণ করে। নূতন সত্য গ্রহণ করে; বার বার উহা পরিবর্ত্তন করে, কোন স্থানে স্থির ভাবে থাকে না। কি করিলে সব ঐক্য হয় কিছুই স্থির হইয়া উঠে না। পরের ইষ্ট সাধন জন্য সমুদয় ভার ঈশ্বরের হস্তে

সমর্পণ কর, প্রেমে আপনার ও সমুদয় জগতের কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হইবে। সমুদয় কর্ত্তব্য অভ্রান্ত ভাবে সাধিত হইবে। প্রেমের স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দাও, নিশ্চয়ই সত্য ও মঙ্গল লাভ হইবে অজ্ঞান বুদ্ধি ইহা বুঝিল না, দীনভাব অবলম্বন কর, অন্ধকারের মধ্যে আলোক দেখিতে পাইবে।

ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ, জগতের সঙ্গে যোগ প্রেমভাবে। অন্য-ভাবে জগতের সঙ্গে মিল হইবে না। যে সাধক এই প্রেমভাবে বাস করেন, তাঁহারই সঙ্গে জগতের মিলন হইবে। বুদ্ধিসহকারে যত্ন করিলে দশ বৎসরে, দশ সহস্র বৎসরে মিল হইবে, স্বীয় বুদ্ধি-বলে বিচার তর্ক দ্বারা ধর্ম্ম মত স্থির করিয়া শত বৎসরের চেষ্টায় একত্র হইবে, এ আশা দুরাশা বলিয়া পরিত্যাগ কর। পরসেবায় নিযুক্ত হইয়া পরের অধীন না হইলে নিজে সুখী হইতে পারিবে না, প্রেম পরিবারও সংস্থাপিত হইবে না। বুদ্ধিকে নেতা করিলে সদ্ভাবের স্থলে নূতন অসদ্ভাব উপস্থিত হইবে। পরের দাস হইয়া পরের সেবা কর, সকলকে প্রাণযোগে নিজ হৃদয়ের সঙ্গে এক যোগে বদ্ধ কর, তাহাদিগের দুঃখে দুঃখী, তাহাদিগের সুখে সুখী, তাহাদের মঙ্গলে মঙ্গল এই ভাবে সকলের চরণতলে পড়িয়া থাক। এরূপে পড়িয়া থাকিলে সকলের প্রাণ একত্রিত হইবেই। প্রেম-ব্রত গ্রহণ করিয়া স্বাধীন ইচ্ছা স্বাধীন বুদ্ধি পরিহার কর, এক মিনিটের মধ্যে অন্ততঃ তোমাদের পাঁচ জনের মধ্যেও মিল হইবে, সকল প্রকারের কলহ, বিবাদ, অসদ্ভাব, অপ্রণয় তিরোহিত হইবে। এক কথায় দশ জনের, সহস্র জনের মনে এই ভাব উদিত হইবে; সকলের মন ঈশ্বরের দিকে উন্মুখী হইবে আর মতের সঙ্গে মিলিবে না, এ আশঙ্কা থাকিবে না। ঈশ্বরের অদ্ভুত-

ময় বাণী তাঁহার আদেশ হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে. বুদ্ধির স্থলে প্রেম অধিকার পাইয়াছে, আমরা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হইয়াছি, নিজের বুদ্ধির অনুসরণ করি না কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুসরণ করি, আর মতের অমিল থাকিবে কেন? এ প্রকার ভাব হইলে সমুদয় সংশয় মীমাংসা হইয়া যায়। অধীনতার সুখে সমুদয় জীবন প্লাবিত হয়।

নরনারী দাস দাসীর ব্রত গ্রহণ করুন, দেখিতে পাইবেন অধীনতার সুখ আছে কি না? এরূপ ব্রত গ্রহণ করিলে আর ভাবিবার কিছুই থাকিল না। বুদ্ধির আলোক সর্ব্বদা পাওয়া যায় না. পাইলেও মতের বিকার উপস্থিত হয়। বুদ্ধি চিত্তকে চঞ্চল করিয়া ফেলে। কুটিল বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সকলের অধীনতা, ঈশ্বরের অধীনতা, জগতের অধীনতা স্বীকার কর, সকলি বুঝিতে সক্ষম হইবে। প্রেমে অধীন হইলে সমুদয় জগৎকে আপনার দিকে টানিতে পারিবে। পৃথিবীর কল্যাণে আমার কল্যাণ, আমার কল্যাণে পৃথিবীর কল্যাণ এইরূপ যাহার হইয়াছে সেই প্রাণ মন সমুদয় জগৎকে দিয়াছে। এরূপ একজন মানুষ হইতে পাঁচ জন মানুষ হইবে, পাঁচ জন হইতে সহস্র জন হইবে। সকলের কথা এক হইবে, সকলের মন্ত্র এক মন্ত্র হইবে। অধীনতার সুখই সমুদয় পৃথিবীর সুখ হইবে, অধীনতার সুখই সমুদয় পরিবারের সুখ হইবে। প্রেমের উদয় হইয়া কলহ বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া যাইবে, শান্তি ও সুখের অবস্থা উপস্থিত হইবে। বুদ্ধির অধীন হইলে কেবলই কষ্ট। কেবল দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ বিপাকে সঙ্কটে পড়িতে হইবে, নিজ নিজ স্বতন্ত্র বুদ্ধিতে বিনাশ উপস্থিত হইবে, জগৎ কখন এক হইতে পারিবে না। সেবক হইলে সুখের উদয়

হয়, নিজের ধর্ম্ম জগতের সুখের ধর্ম্ম হইয়া উঠে। ঈশ্বরের নাম-রস আস্বাদন করিয়া আমাদের জিহ্বা ভক্ত হউক, রসনা সর্ব্বদা তাঁহারই নাম গ্রহণ করুক, জগতের অধীন সেবক হইয়া সকলকে সেবা করা আমাদের বিশুদ্ধ ধর্ম্ম হউক, আর ভাবিবার কিছু থাকিবে না, আর বুদ্ধির প্রয়োজন থাকিবে না। জ্ঞানের প্রয়োজন হইলে ঈশ্বর জ্ঞান দিবেন, হৃদয়কে প্রেমিক করিয়া লইবেন। হৃদয়ে সর্ব্বদা কেবল আনন্দের আবির্ভাব থাকিবে।

যদি স্বাধীনতার অহঙ্কার আশ্রয় করিতে চাও তবে "যাহা কিছু পরবশ সকলি দুঃখের কারণ, যাহা কিছু আত্মবশ সকলি সুখের কারণ।" এই নীতি গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর ধর্ম্ম সাধন কর। আত্ম-বশ হইতে গিয়া স্বাধীনতা অহঙ্কার বৃদ্ধি হইবে, সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় হইবে, ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা আসিবে, সহস্র বৎসর চলিয়া যাইবে, তথাপি দুজনের মধ্যে সম্পূর্ণ একতা হইবে না। স্বাধীনতা প্রণয়ের স্থলে বিবাদ, যোগের স্থলে বিয়োগ আনিয়া উপস্থিত করিবে। অধীনতার ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে, অধীন অনুগত দাস না হইলে, মনুষ্যের মনে প্রেম সঞ্চয় হয় না। "আত্মবশ দুঃখের কারণ, পরবশ সুখের কারণ।" এই নীতি অব-লম্বন করিয়া অধীন হইয়া সেবা কর, আপনার দুঃখভার অন্যে বহন করিবে, সকল বিষয় নির্ভয় হইবে। অন্যকে প্রভু করিয়া নিজে দাস হইলে সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসম্বাদ অনৈক্য হইবে না। এখানে কেবলই প্রেম বিরাজ করিবে। প্রত্যেকে প্রভু যে রাজ্যে মূলমন্ত্র সেখানে ভিন্ন সম্প্রদায়, ভিন্ন ভাব, ভিন্নমত না হইয়া যায় না। এক লোকে এক রাজ্য হয়, ভিন্ন ভাব ভিন্ন প্রবৃত্তি ভিন্ন ধর্ম্মে এক রাজ্য হইতে পারে না। প্রকৃত ধর্ম্মরাজ্যে এক জনও

স্বাধীন নহে। পরের দাস হইয়া জীবন ধারণ করিলে সুখ লাভ হইবে, এবং যে প্রেমরাজ্যের কথা আমরা শুনিয়াছি, তাহা সংস্থাপিত হইবে। যদি পাঁচ জনও এখন স্বাধীনতাকে শত্রু দুরন্ত রাক্ষস বলিয়া বিদায় দেন, অহঙ্কার এবং স্বতন্ত্র সত্তাকে বিনাশ করেন, তখনি তাঁহাদিগের মধ্যে প্রেমরাজ্য অবতীর্ণ হয়; স্বাধীনতা অহঙ্কারকে পোষণ করিয়া সহস্র বৎসর চেষ্টা করিলেও কিছু হইবে না। অধীন হইয়া প্রাণেশ্বরের নাম গান কর, শান্তিধামে যাইবে, স্বর্গরাজ্যে উত্তীর্ণ হইয়া কৃতার্থ হইবে।

সংসারে ব্রহ্মসাধন।

রবিবার, ১০ই শ্রাবণ, ১৭৯১ শক।

এখানে যে জনসমাজ দেখিতেছি, এখানেও কোলাহলে কর্ণভেদ হয়, এখানে সংস বিকৃতার দুর্গন্ধে চারিদিক পূর্ণ, এখানে তপস্যার বাধা হইবার সম্ভাবনা, এই বলিয়া সংসারত্যাগী বনান্বেষী সাধক আরও অগ্রসর হইয়া চলিলেন। সম্মুখে নগর, তাহাও পশ্চাতে ফেলিয়া মনে করিলেন, সংসার পরিত্যাগ করিয়া নির্লিপ্ত ভাবে ঈশ্বরের সাধন করিব। প্রাচীন হিন্দুগণ সমুদয় ত্যাগ করিয়া যেখানে লোকালয় আছে, কার্য্য আছে, বিষয়চিন্তা আছে সমুদয় ত্যাগ করিতেন। দশ ক্রোশ, একশত ক্রোশ ক্রমাগত চলিলেন, সেখানেও লোকের শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল, বলিলেন এস্থানও আমার জন্য নহে। সমুদয় লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া গভীর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সেখানে লোকের সমাগম নাই। দেখিলেন সেখানে আর পৃথিবীর কোলাহল ক্রোশ ক্রোশান্তর উপ-

স্মন করিয়া আসিল না, পৃথিবী তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করিলেও সেখানে গেল না; সংসারের শব্দ, সংসারের বস্তু সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না, লব্ধ হয় না। যোগী উপযুক্ত স্থান পাইয়া মনের আনন্দে যোগারম্ভ করিলেন। যত ক্ষণ সেই স্থান অন্বেষণ করিয়া পান নাই, এ দেশ ছাড়িয়া ও দেশ এ নগর ছাড়িয়া ও নগর, এ পল্লী ছাড়িয়া ও পল্লী এইরূপে এক মনুষ্যহীন নিভৃত স্থান অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। যাই সেইরূপ স্থান পাইলেন অমনি তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রাচীন রীতি এই ছিল; বর্ত্তমান রীতি কি? প্রাচীনকালে বনবাসী হইয়া সাধক ঈশ্বরের সহবাস সম্ভোগ করিতেন, বর্ত্তমান সময়ে ঈশ্বরসহবাসসম্ভোগের পদ্ধতি কি? যদি শত বার বল সংসারে থাকিয়া সাধন করিতে হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের উহা প্রথম পরিচ্ছদ। বিষয়ের সহিত সংগ্রাম করিতে গিয়া পরিশেষে অনেকের মনে নিরাশা অসদ্ভাব বর্দ্ধিত হইয়াছে, সংসার ঈশ্বর একত্র করিতে গিয়া মনুষ্য দুর্ব্বিপাকে পড়িয়াছে। হয় সংসার জয়ী হইবে, নয় সংসারত্যাগীর কল্পিত ধর্ম্ম লাভ করিবে, সংসার ঈশ্বর একত্র করিয়া কেহ সুখী হইতে পারিবে না। এ পুরাতন মত আর দাঁড়াইতে পারে না। এইজন্য বলি ঈদৃশ মতকে ভ্রম বলিয়া বিদায় করিয়া দাও। তর্ক করিয়া এই মত স্থির রাখিবার চেষ্টা বৃথা। সাধন ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দেখিতে পাইবে কি ভয়ানক রণক্ষেত্র, সংসার এবং ধর্ম্মে কি প্রবল বিবাদ! বিচার করিয়া বহু চিন্তা করিয়া স্থির হইল সংসারত্যাগ করিয়া সংসারাশ্রমে বনবাসী হইয়া যোগাভ্যাস করি। বনবাসী হইয়া তপস্যাচরণ, সেই পথ কি আমাদিগের অবলম্বনীয় নহে? বনবাসী ব্রাহ্ম ভিন্ন কেহ যথার্থ

ব্রাহ্ম হইতে পারে না। এ দেশ ও দেশ করিয়া কি আমাদিগকে সেই বন অন্বেষণ করিতে হইবে? সে বন কোথায়? কোথায় গেলে বনবাসী ব্রাহ্ম হওয়া যায়? সংসারকে পদ দ্বারা বিদলিত না করিলে শান্তি লাভ করা যায় না, কিন্তু সে বন কোথায়? ভূগোল পাঠ করিয়া দেখ, ধর্ম্মরাজ্যের কোন্ দিকে গেলে সেই বন উপলব্ধি হইবে? প্রাচীন ঋষিগণের ন্যায় সংসারত্যাগ করিয়া বনে গেলে উপদ্রব কমিয়া যায়, এই ভাবিয়া বনে গমন করিব। কিন্তু এই বনগমনে ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্কেতে গমন করিব। বাহ্যিক পদ্ধতি গ্রহণ না করিয়া যুক্তি দ্বারা মূল গ্রহণ করিব, অসার ভাগ পরিত্যাগ করিয়া উহার সার গ্রহণ করিব।

যদি বাহ্যে সংসার ছাড়িয়া যাইতে চাও, এক সংসার ছাড়িয়া আর এক সংসারে গিয়া পড়িবে। বাহিরে সংসার পরিত্যাগ করিলেও যে রিপুগণের অতীত স্থানে উপস্থিত হওয়া যায় তাহা নহে। সেইজন্য সংসারত্যাগ করিয়া পূর্ণ ফল লাভ হয় না। সেখানেও সংসার সঙ্গে সঙ্গে চলে। সংসার ছাড়িয়া যে পথে যাও, দেখিতে পাইবে সম্মুখে উহা প্রতীক্ষা করিয়া আছে। চল্লিশ বৎসর একজন ব্রাহ্ম হইয়াছেন, অদ্যাপি যৌবনকালের সমুদয় ব্যাঘাত বিদ্যমান রহিয়াছে। এতদূর আসিয়া বৃদ্ধ হইতে চলিলাম, এখনও একটা না একটা লালসা লোভ দেখাইতেছে; মনের ভিতরে কুপ্রবৃত্তি রহিয়া গিয়াছে। যত চলি এ পথের অন্ত নাই, যোগ লাভ দূরের কথা। পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে, সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া দুর্গম বনের ভিতরে প্রবেশ না করিলে ঈশ্বরের কাছে বসিবার উপায় নাই। সংসারলালসা যতদিন থাকিবে, দুষ্প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতকাল থাকিবে গভীর

আনন্দ সম্ভোগের সম্ভাবনা নাই। যথার্থ আনন্দ সম্ভোগ করিতে হইলে সম্পূর্ণ বনবাসী হওয়া কর্ত্তব্য।

যথার্থ সাধক ক্রমাগত মনের ভিতরে চলিবেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনের ভিতরে যে যে স্থানে প্রলোভন আছে উহা ছাড়িয়া চলিবেন। সে চক্ষু এমনি নিপীড়ন করিয়া বন্ধ করিতে হইবে যেন সেখানে সংসারের একটী বস্তুও যাইতে না পারে। সেখানে গিয়া বিষয় অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া বিরক্ত করিলে, তদপেক্ষা আরো একটী গম্ভীর স্থানে গিয়া প্রবেশ কর। সেখানেও সংসারের অত্যাচার উত্তেজনা একেবারে যায় না। অন্তরে এক স্বর্গ হইতে অপর স্বর্গ এইরূপ সপ্ত স্বর্গে উত্থিত হইলেও একটী না একটী রিপুর আক্রমণ থাকিয়া যাইবে; মনের মধ্যেও বিঘ্নপূর্ণ প্রলোভনপূর্ণ এক একটী নগর প্রকাশিত হইবে। মনকে ভেদ করিয়া আরো গভীরতর মনের মধ্যে বন অন্বেষণ কর। এমন করিয়া মাসের পর মাস বর্ষের পর বর্ষ চলিতে থাকিবে, উপাসনা গভীর ভাব ধারণ করিবে। এমন স্থান নিকটবর্ত্তী হইতেছে, যেখানে পৃথিবীর সংশ্রব যাইতে পারে না। হিমালয়ের উপরে নহে, সাগরপারে নহে, মনের ভিতরে এমন স্থান আছে যেখানে যোগী যোগ সাধন করেন, ভক্ত উপাসক উপাসনা করেন, সাধন করেন, ঈশ্বরের রাজ্য অন্বেষণ করেন। উপাসনা করিতে করিতে সাধন করিতে করিতে ভিতরে গিয়া একটী সুন্দর স্থান পাইবে। আজ যে স্থান পাইয়াছ তাহা পরিত্যাগ করিয়া যত্ন চেষ্টার দ্বারা সেই স্থান লাভ করিতে হইবে। ঈশ্বর করুন যেন এ জীবন সেই স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে ক্ষেপণ না হয়।

আমরা সংসার ছাড়িব না, ভিতরে গমন করিয়া বেশ একটী

চমৎকার স্থান পাইব। সেখানকার ঘাসগুলি কেমন সুন্দর, কেমন অপূর্ব্ব পুষ্প সকল শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, মনোহর পাখীগুলি ডাকিতেছে, এই সেই বন, চিরদিন যাহা অন্বেষণ করিতেছিলাম। এখানে বসিয়া যোগী হইয়া যোগারম্ভ করিব। এখানে স্তব স্তুতি করিয়া দেবদর্শন লাভ করিব, মনোহর ভাব উপার্জ্জন করিব। এ স্থান যতদিন না পাইতেছি ধ্যান ভঙ্গের পদে পদে সম্ভাবনা। যেমনি পাপ আসিয়া হৃদয়ে দেখা দিল, কোথায় গেল ধ্যান, কোথায় গেল তপস্যা, কোথায় গেল যোগীর যোগ, কোথায় গেল প্রেমিকের প্রেম। চন্দ্র ঘনমেঘে আবৃত হইল, ঝড় উঠিল, শক্ত গৃহ আন্দোলিত হইল, তপস্যার ঘর ভাঙ্গিয়া গেল, যত্নের ধন হারাইল। চক্ষু মুদ্রিত করিলে সেই পাপ, চক্ষু খুলিলেও সেই পাপ। চল্লিশ বৎসর পঞ্চাশ বৎসর সাধন করিলাম, কোথা হইতে কে আসিয়া সর্ব্বনাশ করিল। এইরূপে দিন যায়। যোগী নিরুপায় হইয়া কান্দিতে লাগিলেন। সংসার ছাড়িলেন, সব ছাড়িলেন, প্রলোভন কিছু নাই, আবার নূতন প্রলোভন উপস্থিত হইল, দুষ্প্রবৃত্তি সকল লুক্কায়িত ছিল, নির্ব্বাণ প্রায় হইয়াছিল, আবার পুনরুদ্দীপিত হইল। চারিদিকে প্রবঞ্চনার জাল বিস্তারিত দেখিয়া যোগী আকুলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন "হে প্রভু, বিপন্ন যোগীকে উদ্ধার কর। পঞ্চাশ বৎসর সংগ্রামে গেল, আমার কি এ জীবন সংগ্রামেই অতিবাহিত হইবে? ইহকালে আশা পূর্ণ হইল না, মৃত্যুর পর কি বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে?" ভক্তবৎসল যোগীর প্রার্থনা শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার হৃদয়যন্ত্রে আঘাত করিলেন, সঙ্কেত দ্বারা স্বর্গীয় ভাষায় বলিয়া দিলেন "উচ্চতর স্থানে যাও," যোগী অমনি চলিলেন, সেই

উচ্চ স্থানে গিয়া প্রকৃত বন পাইলেন। নিরাপদ স্থান কাহাকে বলি, যেখানে সংসারের কর্জ্জ সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হইয়াছে। সংসার ঋণীকে ধরিবে। ঋণ পরিশোধ করিয়া না গিয়া কোথাও আরাম নাই। ঋণ তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। যত দেনা পাওনা আছে পরিশোধ করিয়া না গেলে কষ্ট পাইতে হইবে। তোমার মন বেশ সংযত হইল মনে করিলে, বিষয় কামনা কিন্তু সঙ্গে রহিল, তার বস্তু সে অন্বেষণ করিয়া লইবেই। এজন্য বলি রিপুগণকে সম্যক্‌রূপে পরাজয় করিয়া, সংসারের সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিয়া বনে গমন কর। আর কেহ তোমায় সেখানে বিরক্ত করিবে না, সকলেই অনুকূল হইবে, যোগের পক্ষে সহায় হইবে। বন সেখানে যেখানে বিষয় চিন্তা নাই। এখানে উপাসনা আরাধনা একাগ্রতা ভঙ্গ হয় না। ঈশ্বরচিন্তা, ক্রমাগত ঈশ্বরচিন্তা, সেখানে আর বিষয়চিন্তা আসিতে পারে না। বনবাসী ব্রাহ্ম ব্রহ্মেতে মত্ত হন। অন্য কামনা আর তাঁহাকে বিরক্ত করিতে পারে না। যে পরিমাণে একাগ্রতা ভঙ্গ হয়, সেই পরিমাণে সেই সাধক বনবাসী হন নাই। যে পরিমাণে একাগ্রতা সেই পরিমাণে বনবাস। বনে সংসারচিন্তা আসিয়া প্রাণকে ঈশ্বর হইতে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে না, বনে পৃথিবীর মায়াজাল আসিয়া প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে না। সকলি বনের বাহিরে পড়িয়া রহিল, নিবিড় বনে সংসারের শব্দ গেল না। নিশ্চিন্ত বৈরাগী এই পৃথিবী-তেই সুফল লাভ করিলেন, সংসারের ভিতরে থাকিয়াই বনের মধ্যে থাকিলেন, মনকে আর কিছুতেই কলুষিত করিতে পারিল না, সংসারকে জয় করিলেন, এক দিনের ধ্যানে পঞ্চাশ বৎসরের কার্য্যসমাধা হইল। বনের বাহিরে চলিলে ধ্যানভঙ্গ হইল, যাই

বনের ভিতরে প্রবেশ করিলাম, একটী পাপচিন্তাও আর সেখানে আসিয়া উত্যক্ত করিতে পারিল না। সেখানে একটী তরঙ্গ নাই, চাঞ্চল্য নাই; ঈশ্বরের আরাধনা ধ্যান সুস্থ সুগভীর হইবে। এই প্রকার স্থান অন্বেষণ করিয়া বনের মধ্যে বসিয়া যোগ সাধন কর, ঈশ্বরসহবাসের প্রকৃত আনন্দ সম্ভোগ করিতে সক্ষম হইবে।

প্রমত্ত উপাসনা।

রবিবার, ১৬ই পৌষ, ১৭৯৭।

ব্রহ্মরাজ্যের পথে উপাসনাব্রত, ব্রহ্মরাজ্যের নিকটে উপাসনাসুধা। ব্রত এইজন্য যে, উপাসনা করিতে করিতে সেই রাজ্যে উপনীত হইব। যতদিন এই বিশ্বাস থাকে যে উপাসনা কেবল ব্রত, ততদিন প্রতিদিনের নিয়মিত উপাসনা সমাপ্ত হইলেই আমাদের ব্রতপালন হইল মনে করি; কিন্তু উপাসনা করিতে করিতে যখন উপাসনাতে আত্মার রুচি জন্মে তখন দেখিতে পাই উপাসনা কেবল ব্রত নহে; কিন্তু ঈশ্বরের চরণতলে আমাদিগকে বাঁধিবার জন্য ইহা একটী স্বর্গীয় কল। পাপ-ভারাক্রান্ত দুঃখী সন্তানদিগকে স্বর্গে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য নির্লিপ্ত ঈশ্বর কি করেন? কতকগুলি জাল বিস্তার করেন। সন্তানেরা ঐ সকল ধর্ম্মজাল, প্রেমজাল, অথবা উপাসনা কলে পড়িল, আর মধ্যবিন্দুস্থিত পরমেশ্বর ক্রমাগত তাহাদিগকে টানিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ মনুষ্য স্বর্গের সুধা খাইতে চাহে না, কারণ তখন সংসারের সুখ ভোগেই সে প্রমত্ত, অতএব কর্ত্তব্যজ্ঞানে, ঔষধ সেবনের ন্যায় সেই মলিন সুখোন্মত্ত মনুষ্য প্রথমতঃ উপাসনাব্রত পালন

করিতে থাকে ; কিন্তু উপাসনা করিতে করিতে পূর্ব্বে যাহা ব্রত ছিল, সাধকের নিকটে তাহা সুধার পাত্র হইল। গুরু বন্ধু হইলেন, উপাসনার ভাবান্তর হইল। প্রথমাবস্থায় ভাল লাগুক আর না লাগুক, ঈশ্বরের দেখা পাও আর না পাও, নিয়ম বলিয়া ব্রত বলিয়া উপাসনা করিতেই হইবে। কিন্তু যেখানে পৌঁছিলে উপাসনার রসাস্বাদ পাওয়া যায় সেখানে পড়িলে উপাসনাকে সুধা বলিয়া বর্ণনা করি। সেই আরাধনা, সেই ধ্যান, সেই প্রার্থনা, সেই সঙ্গীত ; যখন উপাসনা ব্রত ছিল, তখন তাহাদের প্রতি টান ছিল না, ব্রত টানিতে পারে না ; কিন্তু যখন উপাসনারাজ্যে গভীরতর স্থানে নিমগ্ন হইলাম, তখন উপাসনা প্রাণকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। আগে মনে হইত উপাসনা সাঙ্গ হইলেই সেই দিনের কাজ শেষ হইল ; কিন্তু যখন উপাসনার মধুরতা সম্ভোগ করিতে অধিকার পাইলাম, তখন দেখি, যখন উপাসনা সমাপ্ত হইল বলিলাম, তখন সেই সুধাপান আরম্ভ হইল মাত্র ; সমস্ত দিন, সমস্ত সপ্তাহ, সমস্ত মাস, সমস্ত বৎসর, এবং অনন্তজীবনেও তাহা শেষ হইবে না। প্রথমাবস্থায় প্রাতঃকালে ব্রত বলিয়া উপাসনা আরম্ভ করিলাম, ব্রত বলিয়া তাহা শেষ করিলাম। পরে যখন সংসারের কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম, উপাসনা যে করিয়াছিলাম, প্রাণের মধ্যে তাহার কোন চিহ্ন দেখিলাম না। যতদিন উপাসনাতে প্রাণ মজিয়া না যায় ততদিন এই দুরবস্থা থাকে ; কিন্তু যখন মাদক দ্রব্য সেবনের ন্যায় উপাসনার দ্বারা নেশা আরম্ভ হয়, তখন উপাসনা সমাপ্ত হইলেই সেই দিনের কার্য্য শেষ হয় না ; কিন্তু সেই উপাসনার ফল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। উপাসনা শেষ হইল, কিন্তু তাহার ফল সমস্ত দিন ভোগ করিতে লাগিলাম ;

বাস্তবিক যতদিন উপাসনা কেবল ব্রত থাকে ততদিন প্রাতঃকালে উপাসনার সময় যেমন ঈশ্বরের ভাবে মন পূর্ণ থাকে সমস্ত দিন তেমন আর সেই ভাবটী থাকে না। এই অবস্থায় উপাসনার অব্যবহিত পরেই সংসার সেই দুর্ব্বল প্রাণকে আক্রমণ করে, এবং সেই দুর্ব্বল আত্মা প্রলোভনে পড়িয়া পাপের দিকেও চলিয়া যায়। এই অবস্থাতেই ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও অনেকে বলেন, উপাসনার ভাব সমস্ত দিন থাকে না। যাঁহারা বাঁচিয়া যাইতে চাহেন এই উপাসনা লইয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। সেই ভাবের উপাসনা তাঁহাদের আবশ্যক যাহা দ্বারা আত্মার ভিতরে একটী স্বর্গীয় নূতন জীবন আসিয়া পুরাতন মনুষ্যকে একেবারে বিনাশ করিয়া ফেলে, এবং যখন সাধক বুঝিতে পারেন যে আমার ভিতরে আর আমি নাই। এই অবস্থায় সাধকের নিকট প্রলোভন পাপ সকলই মিথ্যা, কিছুতেই তাঁহার মনকে ভুলাইতে পারে না। যে প্রাণ পাপের সুখে মত্ত হইত, সেই প্রাণ ঈশ্বর কাড়িয়া লইয়াছেন। প্রলোভন আর বিচলিত করিবে কাহাকে? কিন্তু যতদিন প্রাণ এইভাবে ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত না হয়, ততদিন মনুষ্য হয়ত তাহার মনোমত খুব ভাল উপাসনা করিল; কিন্তু উপাসনান্তে যাই কার্য্য করিতে গেল, আবার তাহার সেই গুপ্ত পাপগুলি দেখা দিল। অতএব ইহা সত্য কথা নহে যে ভাল উপাসনা হইলেই সমস্ত দিন ভাল যায়। যদি সমস্ত দিন ভাল থাকিতে চাও, তবে সেখানে যাও যেখানে সুরার দোকান, তাঁহার নিকটে যাও যিনি সুরা ঢালিয়া দেন, একবার প্রাণ ভরিয়া সেই সুরা পান করিয়া লও. দেখিবে পান করিতে করিতে নেশা আরম্ভ হইল। সুরাপান সমাপ্ত হইল তথাপি সেই নেশা আর যায় না, তাহা আরও বাড়িতে লাগিল,

আর সুরা পান করিতেছ না, কিন্তু সুরাপানের ফল মত্ততা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সমস্ত দিন উপাসনা করি না; কিন্তু প্রাতঃকালে একবার যে সেই প্রেমমদিরা পান করিয়াছিলাম তাহাতে প্রাণ মন কেমন মত্ত হইয়া রহিয়াছে; সমস্ত দিন বুঝিতেছি যেন ঈশ্বর চারিদিকে, যে দিকে দেখি সেই দিকে তিনি, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কিছুই করিতে পারি না। দেখি এক প্রমত্ততার রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি, সেই নেশা আর যায় না। ভক্ত জানেন নেশা কি বস্তু। নির্ব্বোধ ভক্ত তুমি কি জান না, প্রেম সুরার কত বল? ভক্ত একবার সেই সুরা পান করিলেন, আবার বলিলেন প্রেমময়! আর একবার ঐ অমৃত ঢালিয়া দাও। ঈশ্বর আরও অমৃত ঢালিতে লাগিলেন, ভক্ত পান করিতে করিতে একেবারে অচেতন, বিহ্বল হইলেন। তাঁহার ধ্যান, আরাধনা, প্রার্থনা সকলই মিথ্যা, সকলই তাঁহার চাতুরী, সুরা পান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাঁহার ধ্যান, উপাসনা, এবং ইহকাল পরকাল সকলই কেবল সুরাপান; সকল প্রকারে স্বর্গের সুধাস্বাদ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। লোকে বলে, আজ অমুক ব্যক্তি উপাসনা দ্বারা পবিত্র হইয়াছে, উপাসনা দ্বারা অমুক ব্যক্তির শুষ্ক প্রাণে জীবে দয়ার সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু ভক্ত ভক্তকে চেনেন, ভক্ত জানেন যে পবিত্রতা, দয়া এ সকল কিছুই নহে, আসল কথা সুরাপান করিয়া মত্ত হওয়া। ভক্ত সেই যে একবার সুরাপান করিয়া লইলেন, তাহাতেই সমস্ত দিন প্রেমসাগরে মত্ত থাকিবেন। সংসার শত সহস্র প্রলোভন আনিয়া উপস্থিত করিবে, লোকে তাঁহার নিকট টাকা রূপা সোণা আনিবে; কিন্তু ভক্ত সে সকল দেখিয়া উপহাস করিবেন। মাতাল হইয়াছে যে ঈশ্বরের প্রেম-

সুধাপানে, সংসার তাহাকে কি সুখ দেখাইয়া ভুলাইবে? বিপদ্ যাহার কাছে সম্পদ, মৃত্যুবিভীষিকা তাহার কি করিতে পারে? সাধক, তুমি যদি এই সুধাপানে উন্মত্ত হইতে পার আর তোমার ভয় নাই। যাঁহারা এই সুধাপানে মত্ত হইয়াছেন তাঁহারা অভয়পদ পাইয়াছেন, এই সুধার এমনই গুণ যে ইহা পান করিলেই মানুষ পাগল হয়। ইহার স্বভাবই মত্ত করা, এই দ্রব্যের গুণেই মত্ততা হয়। তবে যে আমরা দেখি পাঁচ ঘণ্টা উপাসনা করিলেও কাহার মন মত্ত হয় না, আবার উপাসনা আরম্ভ করিবামাত্র কাহারও প্রাণ প্রেমরসে মজিয়া যায়, কারণ এই তাহার একজন সুধাপান করিতে জানে না, আর একজন সহজেই এই সুধাপান করিতে সক্ষম হয়। বাস্তবিক উপাসনা করিতে করিতে সেই যে স্বর্গীয় মত্ততা হয় তাহাই প্রকৃত উপাসনা। সেই মত্ততার ব্যাপার উপাসনার পরেও ভিতরে ভিতরে প্রাণকে একেবারে আচ্ছন্ন করিতে থাকে। এই প্রমত্ততাই কেবল সংসার এবং ধর্ম্মের সামঞ্জস্য করে। আমি নিশ্চিতরূপে বলিতেছি এই প্রমত্ততা ভিন্ন কেহই সংসার এবং ধর্ম্মকে এক করিতে পারিবে না। ব্রহ্মসহবাস-সুখ কি সুখ ভক্তেরা অন্তরে অন্তরে তাহা জানেন, তাই চতুরের ন্যায় জগৎকে ফাঁকি দিয়া তাঁহারা দিবানিশি সেই আমোদ সম্ভোগ করেন। জগৎ দেখিয়া শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলে, ইহারা ভক্ত হইয়াছে, ইহারাও খায়, কার্য্যালয়ে যায় যথার্থ; কিন্তু ইহাদের প্রাণ ব্রহ্মমদে মত্ত হইয়া রহিযাছে। তোমার আমার মত্ততা হয়ত এক ঘণ্টা নয় পাঁচ ঘণ্টা থাকে; কিন্তু যে ভক্ত অভয়পদ পাইয়াছেন তাঁহার মত্ততা এক উপাসনা হইতে অন্য উপাসনা পর্য্যন্ত স্থায়ী। স্বর্গের সুরা পান করিয়া ভক্তের এমনই নেশা হয়, যে আর তিনি

সংসারের কোলাহল শুনিতে পান না। ধন, মান, সুখ্যাতি, টাকা, কড়ি, সুখ, সম্পদ ইত্যাদি পৃথিবী লইয়া; কিন্তু তাঁহার কাণের কাছে চিৎকার কর, তিনি শুনিতে পাইবেন না; কেন না তিনি প্রেমে মাতাল হইয়া ভিতরে ভিতরে এমনই ডুবিয়া রহিয়াছেন, যে বাহিরের কিছুই আর গ্রাহ্য হয় না। তাঁহার শরীর মাতালের শরীরের ন্যায় পড়িয়া আছে; কিন্তু ভক্ত অনেক দিন হইল চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন? পৃথিবী বুঝিল না। পৃথিবী কাণের কাছে গিয়া চিৎকার করিয়া বলিল, উঠ, টাকা আনিয়াছি, সুখ আনিয়াছি; কিন্তু কে শুনিবে? ভক্ত যে সে ঘরে নাই? সেই ঘরের দ্বারে আঘাত করিলে কি হইবে? শুনিবে যে, সে যে মাতাল হইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রকার প্রমত্তবৈরাগী ভক্ত যিনি তিনি এই বাহিরের ঘর ফেলিয়া চলিয়া যান। সেই ঘরটী কিন্তু সংসারে থাকে। ইহাতে কর্ম্মচারী, যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আপনার কাজ করে। শরীরটা পৃথিবীতে আপনার কাজ করিতেছে; কিন্তু আসল আত্মা ভক্ত যিনি তিনি ঘরে নাই, পৃথিবী তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তাঁহাকে ধরিতে পারে না, তিনি পৃথিবী ছাড়িয়া অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হস্ত পদ পৃথিবীতে কার্য্য করিতেছে; কিন্তু তাঁহার প্রাণের মধ্যে পৃথিবীর কোন সুখের স্পৃহা নাই, কোন লালসা নাই। যে প্রাণ ব্রহ্মসুরাপানে মত্ত, পৃথিবী কি আর তাহা ছুঁইতে পারে? যতই উপাসনা করেন ততই ভক্তের প্রাণ প্রমত্ত হয়। মত্ততার উপাসনার পর আবার উপাসনা করিলেন, ভক্ত দেখিলেন তাঁহার প্রাণ এবার আরও দশ হাত গভীরতর প্রেমহ্রদে, মত্ততাহ্রদে নিমগ্ন হইল। যদি ভক্তের জীবন ধারণ করিতে চাও, তবে এইরূপে

দিন দিন প্রমত্ততা বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই প্রমত্ততা ভিন্ন ভক্তের আর কিছুই ভাল লাগে না; কিন্তু এই সুরা রাজ্যে, এই প্রমত্ততার অবস্থায় প্রমত্ত ভক্তের কেবল একটী বিষয় ভাল লাগে। তাহা, এই যে আরও কতকগুলি লোক এই সুধারসপানে প্রমত্ত হইয়া পরস্পরের প্রমত্ততা বৃদ্ধি করুন। এস উপাসনা করিতে করিতে আমরা সেই মত্ততা সঞ্চয় করি। দেখিব আমাদের মাথার উপর দিয়া মাস বৎসর চলিয়া গেল; কিন্তু আমাদের প্রমত্ততা ফুরায় না। এস, সকলে মিলিয়া সুরার দোকানে সুরা ক্রয় করি, এই সুরা পান করিয়া সকলে বিহ্বল হই। সমস্ত দিন এই সুরা ভিন্ন আর কোন সামগ্রী ভাল লাগিবে না। উপাসনাকে আর কঠোর ব্রত মনে করিও না, উপাসনাকে সুধা কর, এবং সেই সুধাপানে সকলে প্রমত্ত হও।

গণ্ডীর বাহিরে যাওয়া।

রবিবার, ৩১শে শ্রাবণ, ১৭৯৭ শক।

জগৎ বিঘ্নময় স্থান বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কি প্রাচীন, কি আধুনিক, সকল দেশের এবং সকল কালের ভক্ত সাধকেরাই এই পৃথিবীকে বিঘ্নময় স্থান বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই সুবিস্তীর্ণ ভয়ের রাজ্য মধ্যে এক হস্ত স্থান আমাদের পক্ষে নিরাপদ। অভয় এক হস্ত পরিমাণ স্থানে, আর ভয় সমুদয় পৃথিবীতে। যদি নিরাপদে থাকিতে চাও, তবে সেই স্থান টুকু অধিকার করিয়া থাকিবে। যদি অভেদ্য প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া সেই এক হস্ত পরিমাণ স্থান মধ্যে দুর্ব্বল ভীরু আত্মাকে রাখা যায় তাহার ভয়

নাই। অত্যন্ত সংকীর্ণ স্থান, তন্মধ্যে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করা যায় না।। সেই স্থানটী কি তাহা জানিবার জন্য সাধক ব্যাকুল। যে স্থান টুকুর মধ্যে বসিয়া আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করি, ইহা সেই স্থান। যতক্ষণ, "সত্যং" বলিয়া আরম্ভ করিয়া সাধক উপাসনা করেন ততক্ষণ তাঁহার মনের ভিতরে সমুদয় সাধুভাব প্রস্ফুটিত হয়। যতক্ষণ অতিগম্ভীর ভাবে তিনি সেই স্থানে বসিয়া থাকেন, তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ। কিন্তু সেই গণ্ডীর অর্দ্ধ হস্ত বাহিরে আসিলেন, দেখিলেন আর একটী রাজ্য, সেখানকার বিধি শাসন সকলই স্বতন্ত্র, সেখানে অনেক কষ্ট, চেষ্টা করিয়া হয়ত ইন্দ্রিয় শাসন করিতে পারেন; কিন্তু সেই নিরাপদ রাজ্যে আর তিনি নাই। সেই উপাসনাস্থানে যতক্ষণ ঈশ্বরের নাম করিবে, ততক্ষণ নিরাপদ। এ কথা বলিতে পার না, উপাসনা-গণ্ডীর মধ্যে বসিলেই একবারে আত্মার গভীরতম স্থান নির্ম্মল হইয়া গেল; কিন্তু সেই দাগের মধ্যে স্বর্গ আসিয়া অবতীর্ণ হয়। সেই স্থান পৃথিবী নহে। সেই স্থানে বসিলেই, বিঘ্নময় জগৎ, অরণ্য সমান সংসার তোমার নীচে পড়িয়া রহিল। সেইখানে যতক্ষণ বসিতে পার ততক্ষণ লাভ। আমাদের সৌভাগ্য যে পৃথিবীর মধ্যে অন্ততঃ এক হস্ত স্থান পাওয়া যায় যাহাকে স্বর্গ বলিতে পারি। সেই স্থান টুকু শুদ্ধ। দয়াল নাম প্রতিষ্ঠিত হও, সত্যং জ্ঞানমনন্তং প্রতিষ্ঠিত হও, সাধকের এই সকল মন্ত্র পাঠ দ্বারা সেই স্থান পবিত্র হইল। সেই স্থানে ঈশ্বরের জন্য বসিয়াছ ঈশ্বর তাহা বুঝিলেন। সেই স্থানে মন চঞ্চলতাবিহীন। মনের সেই গাম্ভীর্য্য, সেই একাগ্রতার ভিতরে ঈশ্বর আসিয়া তাঁহার কার্য্য করিয়া লইলেন। সেই স্থান টকু তোমার স্থান, আর এই

শত শত ক্রোশ স্থান তোমার নহে। এই টুকু স্থানের ভিতর যখন বসিলে তখন ঈশ্বরের আদেশ, প্রত্যাদেশ স্রোতের ন্যায় তোমার আত্মার মধ্যে আসিতে লাগিল। সেই স্থান হইতে তুমি পাপ বিদায় করিয়া দিলে, ঈশ্বর তাহা স্বর্গের নিয়মাধীন করিয়া লইলেন। সেই স্থানে বসিয়া যখন সাধক ঈশ্বরের দিকে তাকাইলেন "সকল পবিত্র হইয়াছে, যে দিকে দেখেন, সেই দিকেই ঈশ্বর, চারিদিক শুদ্ধ, সেই চারিদিক মধুময়।" এমনই এক হস্ত পরিমিত স্থানের মাহাত্ম্য, এমনই সেই স্থানের গুণ, যে এখানে বসিলেই আত্মা সকল বস্তু হইতে মধু আহরণ করে। পৃথিবীতে দৈত্য, দানব, রাক্ষস, প্রলোভন বিপদ আছে ; কিন্তু সেই গণ্ডীর বাহিরে তাহাদের অধিকার। তাহারা এই গণ্ডীর ভিতর হইতে কোন সাধককে লইয়া যাইতে পারে না। সাবধান ! বাহিরে গেলেই মারা যাইবে। যদি অত্যন্ত দুর্ব্বল হও, আরও দৃঢ় হইয়া ঐ গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া থাক। পৃথিবীর শত্রুরা কখন সেই স্থানে যাইতে পারে নাই, কখন যাইতে পারিবে না। চিরকালই ঈশ্বরের আজ্ঞা দ্বারা সেই স্থানে তাহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ রহিয়াছে। যদি চিরকাল সেই স্থানে থাকি তবে অভয় থাকিব ; কিন্তু নির্ব্বোধ মনুষ্য বাহির হয়। তোমরা রামায়ণের আখ্যায়িকায় শুনিয়াছ সীতা যতক্ষণ গণ্ডীর মধ্যে ছিলেন, ততক্ষণ দুর্দ্দান্ত রাবণ তাঁহাকে ছুঁইতে পারে নাই ; কিন্তু যাই সীতা গণ্ডী হইতে বাহির হইলেন তিনি শত্রু কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলেন। তোমার চরিত্র সীতার ন্যায় নির্ম্মল ; কিন্তু তুমি যদি গণ্ডীর বাহিরে যাও নিশ্চয়ই শত্রু তোমাকে বধ করিবে। গণ্ডীর বাহিরে সেই দুর্দ্দান্ত রাবণ তোমাকে ধৃত করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রাণ যদি রক্ষা করিতে চাও ঐ গণ্ডীর মধ্যে

পড়িয়া থাকিবে। ঈশ্বর যেখানে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছেন, সেই স্থান নিরাপদ। এই চিহ্নিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া থাকি, শত্রু, সহস্র প্রলোভন বিভীষিকা থাকুক না কেন, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইবে না। ঐ খানে আমি অটল পর্ব্বতের ন্যায় স্থির হইয়া থাকিব। একচুল মাত্র ব্যবধান; কিন্তু দেখ দৈত্য রাবণ এখানে সাহস করিয়া আসিয়া তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অতি সাধু যাঁহারা তাঁহাদিগকেও এই গণ্ডীর বাহিরে দৈত্য ধরিবে, দৈত্য ইহার চারিদিকে ফিরিতেছে। পৃথিবীর এমনি মোহিনী শক্তি আছে যে ঐ গণ্ডীর বাহিরে পাইলেই, তোমাকে ধরিয়া ফেলিবে। তুমি ধর্ম্ম পালনের জন্য ভিক্ষা দিতে যাইতেছ; তুমি সাধক মধ্যে পরিগণিত, শুদ্ধ, দয়াব্রত সাধন করিতে ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে যাইতেছ; কিন্তু যাই তুমি গণ্ডীর বাহিরে গিয়াছ, তৎক্ষণাৎ তোমাকে পাপ রাক্ষস ধরিয়া ফেলিল। অতএব বলিতেছি, পরোপকার করিতে গণ্ডীর বাহিরে যাইও না। তুমি মনে করিতেছ, একজন ভিক্ষুক তোমার দয়ার প্রতীক্ষা করিতেছে; কিন্তু সে ভিক্ষুক নহে, সে ভিক্ষুকবেশে দৈত্য রাক্ষস। তুমি উপাসনা ছাড়িয়া দয়া করিতে গেলে, ভিক্ষুককে অন্ন দিতে গেলে, পরোপকার করিতে গেলে; কিন্তু আপনার সর্ব্বনাশ করিলে। সীতার আখ্যায়িকা পাঠ করিলে আমাদের অনেক শিক্ষা হইবে। গণ্ডীর ভিতরে থাকিয়া ভীরু আত্মা দৈত্যদিগের ভয়ে হয়ত এক একবার প্রাণেশ্বর! বিপদ কালে কোথায় রহিলে, এবার বুঝি গেলাম, এই টুক্ স্থানের এ দিকে যদি দৈত্যেরা হাত বাড়ায় মরিব; কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞায় দৈত্যেরা ঐ গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সাধককে ধরিতে পারিবে না। গণ্ডীর বাহিরে একটা না

পাঁচটা দৈত্যও যদি দশ মুণ্ড লইয়া ভয় দেখায়, তথাপি সাধকের ভয় নাই ; কিন্তু দেখ রাবণ যখন আপনার মূর্ত্তি ছাড়িয়া দয়া উদ্দীপন করিবার জন্য ভিখারীর বেশ ধারণ করে, যখন ভয়ঙ্কর ভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রলোভনমূর্ত্তি গ্রহণ করে, তখনই সর্ব্বনাশ। ছদ্মবেশী রাক্ষসকে যদি ভিখারী মনে করি তাহা হইলেই আমাদের মৃত্যু। যদি মনে করি কেবল উপাসনার গণ্ডীর মধ্যে থাকিলে চলিবে কেন, স্ত্রী পুত্র, ভাই, ভগ্নী দুঃখ পাইতেছে, তাহাদের দুঃখ মোচন করা আমাদের কর্ত্তব্য ; যেমন ঈশ্বরকে পূজা দিব তেমনই তাঁহার এসকল প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে হইবে। এই প্রিয় কার্য্য সাধনই কারণ। এই আমাদের মরণের কারণ, ইহাতেই আমাদের সর্ব্বনাশ হয়। এই যে লোকে বলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কতক্ষণ পূজা করিবে? সেবা করিবে কখন? প্রভুর প্রিয় কার্য্য সাধন করিবে কখন? ইহাতেই সীতা হরণ হয়। গণ্ডীর অর্দ্ধ হস্ত বাহিরে গেলে কেবল যে তোমার অনধিকার চর্চ্চা হয় তাহা নহে, কিন্তু তাহাতে নিশ্চয় পতন। সেই গণ্ডীর মধ্যস্থিত এক হস্ত পরিমাণ স্থান ভিন্ন এই বিঘ্নময় জগতে আর তোমার স্থান নাই। অন্য স্থান বিষ, তোমার পক্ষে মৃত্যু, শ্মশান। ঐ গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া দয়াল দয়াল বল, প্রভুকে বল, আমি বাহিরে যাইব না, সেখানে রাবণের ভয়। এইরূপে যতই দয়াল দয়াল বলিয়া তাঁহার চরণতলে পড়িয়া থাকিবে ততই উপাসনার স্থানের প্রতি অনুরাগ হইবে। যদি কোন আসন শিরোধার্য্য থাকে তাহা উপাসনার স্থান। প্রতিজ্ঞা কর এই তীর্থস্থান হইতে যাইব না, এই তীর্থস্থানে বসিয়া চিরকাল ঈশ্বরের পূজা করিব ঈশ্বরকে সম্ভোগ করিব। এই স্থানের বাহিরে যাইব না, কেন না বাহিরে গেলেই শত্রুরা

আক্রমণ করিবে। তোমরা বলিবে ঈশ্বরের উপাসনা শেষ হইল, এখন চল অমুক দেশের উপকার করিতে যাই; তোমাদের ইচ্ছা হয় যাও, আমি যাইতে পারি না, আমি সেখানে গেলেই মরিব। আমি উপাসনা করিতে আসিয়াছি, উপাসনা ছাড়িব না। এই উপাসনাশক্তি ছাড়িয়া এক চুল এদিক্ ওদিক্ যাইব না। এখানে বসিয়া থাকিলে আমার নিশ্চিত মঙ্গল হইবেই হইবে। অতএব সাধক! অতি সুন্দর স্থানও যদি দেখিতে পাও, তথাপি এই সঙ্কীর্ণ স্থান ছাড়িয়া যাইও না; আর যদি অতি সুন্দর বেশ ধরিয়া ভিখারী আসে, তথাপি এই গণ্ডী ছাড়িও না। কেমন সুখের স্থান সেইটী যেখানে বসিয়া প্রাণারামের সঙ্গে থাকি। এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে গেলে কল্পনা করিতে পার, একটু স্ফূর্ত্তি হয়, একটু স্বাধীনতা হয়; কিন্তু এত দাগের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া হস্ত পদ বদ্ধ করিয়া রাখিলে আত্মার হস্ত পদ সঞ্চালিত হইবে। চক্ষু, কর্ণ, রসনা, হস্ত পদ সকলই ভিতরে গেলে, ভিতরের রাজ্য খুলিয়া যাইবে। সেই গণ্ডীর ভিতরে সেই এক হাত স্থানে শরীরকে রাখিতে প্রথমতঃ কষ্ট হয়, কিন্তু আত্মা শীঘ্রই ভিতরের দিকে যাইয়া, অন্তরাকাশের নব নব গ্রহ তারা আবিষ্কার করিয়া ধর্ম্ম-রাজ্যের জ্যোতিষ শাস্ত্র রচনা করে। সেখানে ক্রমাগত আত্মা নূতন নূতন সত্য লাভ করে, নূতন নূতন শব্দ শুনিতে পায়, এবং ক্রমাগত বিস্তীর্ণ ধর্ম্মরাজ্যে বিচরণ করে। আত্মা এই নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিয়া বাঁচিল, হৃদয়ের ভিতরে হৃদয়নাথকে পাইল, প্রাণের ভিতরে প্রাণারামকে লাভ করিল। প্রভুর কৃপায় অনেক রাজ্য পাইলেন জানিয়া সাধক কৃতার্থ হইলেন। অত-এব সেই এক হস্ত পরিমিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া সেই নূতন

রাজ্যে প্রবেশ কর যেখানে নূতন বল নূতন আনন্দ পাইয়া কৃতার্থ হইবে।

উপাসনায় মত্ততা।

রবিবার ৩১শে শ্রাবণ, ১৭৯৭ শক।

ঈশ্বরের কথা ভক্ত সাধক এই পৃথিবীতে শুনিতে পান কি না, যদি এমন কথা জিজ্ঞাসা কর, ইহার উত্তরচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিব, ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের কথোপকথন ফুরায় কি না? ঈশ্বর যে কথা কন তাহার বিরাম আছে কি না? ঈশ্বর কথা কন এবিষয়ে সন্দেহ করিলে নাস্তিকতার পরিচয় দেওয়া হয়। এখন প্রার্থনাও জানি না, আরাধনা ধ্যানও জানি না, সঙ্গীত জানি না, এখন জানি কেবল ঈশ্বরের কাছে গিয়া তাঁহার অমৃত পান করিয়া মত্ত হইয়া আসা। এখন মন আর কিছু চাহিতে ইচ্ছা করে না। একবার যাব প্রার্থনা করিব, দুইটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া আসিব। যাহারা কেবল গুরুর কাছে যায়, রাজার কাছে যায়, তাহারা এরূপ করে ভক্ত এরূপ করেন না। ভক্ত ভাবেন চব্বিশ ঘণ্টা কেমন করিয়া যাইবে, এই যে এত ক্ষণ বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করিব ইহার দাম দেয় কে? সমস্ত দিন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব, আবার চব্বিশ ঘণ্টা পর সকলে মিলিয়া সূর্য্যোদয় হইলে প্রাতঃকালে ঈশ্বরকে দেখিব। ভক্তের প্রাণ এই বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারে না। একবার উপাসনা করিল, উপাসনা করিতে করিতে মন মত্ত হইয়া গেল। প্রথমে সে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আধ ঘণ্টা উপাসনা করিয়া আর আর সমস্ত সময় সংসারের কার্য্য করিত; কিন্তু এখন দেখি সে ব্যক্তি সর্ব্ব

ত্যাগী ভক্ত হইয়াছে, প্রেমিক হইয়াছে, মাতাল হইয়াছে। অন্য লোক পুস্তক পড়ে পৃথিবীর অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য; কিন্তু সেই লোক কেবলই সুরার দোকানে পড়িয়া আছে। যদি পড়ে, মত্ততার পুস্তক পড়ে। পৃথিবীর লোক কত বিচিত্র ক্রন্দন সঙ্গীত শুনিতেছে; কিন্তু সে ব্যক্তি মত্ততার রূপ এবং মত্ততার কথা ভিন্ন কিছুই দেখিতে শুনিতে পায় না। এ ব্যক্তি মত্ততার ভিতর পড়িয়াই আছে একবার নয়, তুইবার নয়, মুসলমানদিগের ন্যায় পাঁচবার ও নয়, কিম্বা দশ বারও নয়, একটা নিয়ম থাকুক, কিন্তু এ পাগল সর্বদাই কেবল এ দিক্‌ ও দিক্‌ তাকাইতেছে কখন্‌ ঈশ্বরের কাছে বসিবে। এর একটা নিয়ম নাই, সময় নাই, দিনরাতই মত্ত হইয়া রহিয়াছে। বাস্তবিক ভক্ত, যিনি ঈশ্বরকে সখা বলিতে শিখিয়াছেন, তিনি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কি সুস্থির হইতে পারেন? যদি ঈশ্বর ভক্তকে জিজ্ঞাসা করেন, এখন উপাসনার সময় নহে, এখন কেন তুমি আমার কাছে আসিলে? ভক্ত বলেন, আমি আর তোমাকে না দেখিয়া বাঁচিতে পারি না। ভক্তের মুখে এই কথা শুনিয়া ভক্তবৎসলও বলেন, বৎস সাধক! তুমি ধন্য! আমার প্রতি তোমার এত টান! অন্যান্য সাধকেরা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আধ ঘণ্টা উপাসনা করিয়া মনে করিল, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল। কিন্তু যথার্থ ভক্ত যে উপাসনা করেন তাহাকে প্রার্থনা আরাধনা বলিতে পারি না, কথোপকথন বলিতে পারি। উপাসনার অতি উচ্চ অবস্থা এই। পৃথিবীতে বাণিজ্য কোলাহলের রোল; ভক্ত বলেন আমি আমার পিতার আনন্দবাজারে গিয়া স্বর্গের সামগ্রী ক্রয় করি। পৃথিবীতে অন্যান্য লোক বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া আমোদ করিতেছে, ইহা দেখিয়া ভক্ত বলেন

অসার বন্ধুকে ডাকিয়া কি হইবে, আমারত এক জন পরম বন্ধু আছেন যাঁহাকে লইয়া আমি আমোদ করি। তিনি বলেন, প্রেম-সুরা পান করিতে মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তাই প্রেমময়! কাছে আসিলাম। ভক্ত দেখিলেন পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্র কত লোক উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছে, তিনি মনে মনে বলিলেন আমার প্রভুর মুখের কথা শুনিয়া তাঁহার কাজ না করিলে ত আমার নিস্তার নাই। পৃথিবীতে একজন বহি পড়িতেছে, ভক্ত মনে করিলেন আমারও একখানি শাস্ত্র আছে, একটী পুস্তকালয় আছে, সেই শাস্ত্র স্বয়ং ঈশ্বর সেই পুস্তকালয় স্বয়ং ঈশ্বর। অন্যকে বহি পড়িতে দেখিয়া তিনি তাঁহার ঈশ্বরশাস্ত্র পড়িতে লাগিলেন। এইরূপে ভাবযোগ বিধি দ্বারা অন্য লোক যাহা করে ভক্তও তাহার প্রাণেশ্বরকে লইয়া তাহার অনুরূপ কার্য্য সম্পন্ন করেন। তিনি দেখেন মানুষ জনসমাজে যায়, তিনি বলিলেন আমিত অরণ্যবাসী বৈরাগী নহি, এই যে সমস্ত জগৎ আমার প্রাণবিন্দু মধ্যে। এইরূপে কেবলই নানা প্রকার কৌশল এবং উপলক্ষ করিয়া ভক্ত ঈশ্বরের নিকট যাইতেছেন। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া থাকিবার ভক্তের অবকাশ নাই। পৃথিবী জিজ্ঞাসা করিল অমুক ভক্ত সেই যে কয়েকদিন হইল ঈশ্বরের সঙ্গে বসিয়া আছেন কেন ফিরিলেন না? ভক্ত অবশ্য হয়ত পরলোক সম্পর্কে কোন নিগূঢ় তত্ত্ব নতুবা কোন গূঢ় প্রেমতত্ত্ব লইয়া ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন করিতেছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এতক্ষণ সে লোকটি কি করে? এত সময় কাটে কিরূপে? আমরা কত কাজ করি কত বহি পড়ি তবু দিন কাটে না, এ ব্যক্তি ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া কি করে? আমাদের প্রাণ দুই ঘণ্টা উপাসনা হইতে না হইতে হাঁপ হাঁপ করে, এবং শেষ

গানটী পতীক্ষা করে ; কিন্তু একি আশ্চর্য্য, এ ব্যক্তির শেষ গান প্রথম গান, ইহার নিকট উদ্বোধন আর শেষ হয় না। এ সর্ব্বদাই স্নান করিতে যাইতেছে, ইহার স্নান করা আর ফুরায় না। ব্রহ্ম-রাজ্যে এমন কি শাস্ত্র আছে, যাহা পাঠ করিতে করিতে ফুরায় না? আমাদের বিশেষ কোন ধর্ম্মশাস্ত্র নাই। যাহাদের ধর্ম্মপুস্তক আছে, তাহা শীঘ্র ফুরাইয়া যায়, মনুষ্যের উপদেশ ফুরাইয়া যায়, তবে ব্রাহ্মদিগের এমন কি শিখিবার আছে যে পাঠ শেষ হয় না? ভক্ত বলেন, শিখিবার নাই কে বলিল? আমরা কি স্বর্গে যাইয়া নিদ্রা যাই? সেই ঘরে পরম শাস্ত্রী ঈশ্বর স্বয়ং শাস্ত্র পাঠ করিতে-ছেন, শিষ্য গলবস্ত্র হইয়া ক্রমাগত শুনিতেছেন। এইজন্য ঈশ্বরের কথা ভক্ত এই পৃথিবীতে শুনিতে পান কি না এই প্রশ্নের উত্তর-চ্ছলে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ঈশ্বর যে ভক্তের সঙ্গে কথা কন, তাহার সমাপ্তি আছে কিনা? ভক্তবৎসল তাঁহার সাধককে কত নূতন কথা বলিতেছেন, কত নূতন কথা বলিবেন কে তাহা জানে? পনের বৎসর সাধনের পর ভক্ত তাঁহার ঈশ্বরকে বলিলেন সদানন্দ গুরু! কি দেখাইলে! কি শুনাইলে! পনের বৎসর এই নূতন ঘরত দেখি নাই, এমন পদ্মফুল শোভিত সরোবরত আর দেখি নাই! হে দেব! কি নূতন বিধান প্রকাশ করিলে, তোমার দয়ার কি এক নূতন পরিচ্ছেদ শুনাইলে? এই অমৃত বুঝি তুমি নূতন রচনা করিলে? এ সকল দেখিয়া শুনিয়া ভক্ত আর ছুটি চান না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, যে শাস্ত্র তিনি পাইয়াছেন ইহার আর শেষ নাই। স্বর্গে তোমার গুরুর কথা বলা ফুরায় না, সুতরাং তোমার শ্রবণ করা ও তাহার শুনাইবার ইচ্ছা ও ফুরায় না। ভক্ত খুঁজিতেছেন এমন দাতা কোথায় যিনি দিতে দিতে ক্লান্ত হন না,

যেখানে ভক্ত তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন ভক্ত সেইখানে। তুমি আমি পৃথিবীর লোক কেবল গোল করিয়া বেড়াই। কিন্তু ঐ সুচতুর ধ্যানশীল ভক্ত বলেন, আমি যখন পৃথিবীর অতি সামান্য কার্য্য করি, তখনও আমার প্রাণনাথকে আমি নিকটে দেখি। যেখানে যাই না কেন, যে কোন কার্য্য করি না কেন, আমার প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছেন একজন যিনি জগতের প্রাণ চুরি করেন। তাঁহার মুখ ভিন্ন আমার আর কাহারও মুখ দেখিয়া তৃপ্তি হয় না। আমি আমার মনকে তিরস্কার করিয়া বলি, ওরে মূঢ় মন! তুই সহস্রবার আজ কেন ঈশ্বরকে দেখিলি না? পাগল, প্রেমোন্মত্ত ভক্ত এই কথা বলেন। ক্রমে আমরাও উপাসনার স্থান এবং উপাসনার সময় ভুলিয়া গিয়া দেখিব, চক্ষু যে দিকে তাকায় কেবল কৌশল এবং উপলক্ষ করিয়া ব্রহ্মরূপ সাগর দেখিয়া লয়। উপাসনা মদিরা; যত উপাসনা করিব ততই মত্ত হইব। পরীক্ষা করিয়া দেখ সুরাপানের আসক্তি কতদূর বৃদ্ধি হইল, মত্ততা কত গাঢ় হইল। যদি ভক্ত হইয়া প্রভুর পাদপদ্মে মত্ত হইয়া থাক সকল সন্তাপ চলিয়া যাইবে। পাপভয় আর দেখিতে পাইবে না. এবং তখন ঈশ্বরকে ছাড়া অসম্ভব হইবে। যদি একবার প্রভুর প্রেম-রসে মজিয়া যাইতে পার, আর সেই প্রেমে অরুচি হইবে না। যতই এই প্রেমরস পান করিবে ততই লোভ বৃদ্ধি হইবে। এই লোভসাগরে ব্রহ্মযোগী ডুবিয়া যাইবে। যত লোক এখানে যায়, কেহই ফিরে না। ঈশ্বর করুন, ব্রাহ্মসমাজ যেন এইরূপ যোগী-দের স্থান হয়।

হে প্রভো! বাহিরের উপাসনা ফুরাইল; কিন্তু তুমি ফুরাইলে না, আমার মনও ফুরাইল না। এখন তুমি আমি বসে আমোদ

করি। এমনই অমৃতাভিষিক্ত কথাগুলি বলিয়া প্রাণ কাড়িয়া লইলে যে, তোমার কথা না শুনিলে আর কিছুই ভাল লাগে না। আগে জানিতাম না যে তুমি মলিন মানবকে একবারও উঠিতে দিবে না। তুমি ছাড়িতে চাও না তোমাকে আমি ছাড়িব, পাপটা যে আমার হইবে। বিচ্ছেদের কারণ আমি হইব। আমি মনে করিতাম উপাসনার সময় আছে, তুমি যে এমন করিয়া ষোল আনা প্রাণ কাড়িয়া লইবে তাহাত জানিতাম না, দুই আনাও রাখিতে দিবে না। প্রেমময়, লও এই প্রাণ তুমি, প্রেমে সকল সাধককে মত্ত করিয়া ফেল। প্রাণকে একেবারে মোহিত করিয়া ফেল। তোমার শিষ্যাদিগকে প্রেমবন্ধনে বাঁধিয়া ফেল; এমন মিষ্ট কথা কেবা শুনাইবে। কেবল কতকগুলি কদাকার মুখ পৃথিবী দেখায়। প্রেমসিন্ধু, তোমার মত রূপ আর কোথায় দেখিব? এমন কথা কোথায় শুনিব? তাই বলি তোমার প্রেমের মধ্যে আমাদিগকে ডুবাইয়া রাখ, আমরা খুব সুখী হইব।